NARSINGHA

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

একদিন

EKDIN

এগিয়ে চলার সঙ্গী

৩ আরজি কর আর্থিক দুর্নীতি-কাণ্ডে জামিন পেলেন ব্যবসায়ী সুমন হাজরা

তদন্তের তথ্য ফাঁস ও 'মিডিয়া ট্রায়াল' রুখতে সুপ্রিম কোর্টে অভিষেক ৩

কলকাতা ৩১ অক্টোবর ২০২৬ ১৩ কার্তিক ১৪৩৩ শনিবার বিংশ বর্ষ ১৩৮ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata 31.10.2026, Vol. 20 Issue No. 138, 8 Pages, Price 3.00

'... নিশ্চিন্ত থাকুন, একটা চোরকেও বাইরে রাখব না'

দেবাশিস দে ● বারুইপুর

দক্ষিণ ২৪ পরগনার মানুষ প্রকৃত রাজনৈতিক স্বাধীনতার স্বাদ পাচ্ছেন বলে দাবি করলেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। শুক্রবার বারুইপুরের নিউ ইন্ডিয়ান মাঠে এক রাজনৈতিক জনসভায় প্রধান বক্তা হিসেবে উপস্থিত হয়ে তিনি তৃণমূল কংগ্রেস ও সিপিএমকে একযোগে আক্রমণ করেন। আসন্ন কলকাতা ও হাওড়া কর্পোরেশন নির্বাচন থেকে শুরু করে রাজ্যের রাজনৈতিক পরিস্থিতি, দুর্নীতি, জমি দখল এবং ভোট-পরবর্তী হিংসার প্রসঙ্গ তুলে বিরোধীদের বিরুদ্ধে সরব হন তিনি।

সভাকে জনসমুদ্রে পরিণত করার জন্য কলকাতা বিভাগের শংকর শিকদার, দক্ষিণ ২৪ পরগনার ফলতার বিধায়ক দেবাংশু পণ্ডা এবং স্বরূপ দত্ত-সহ দলীয় নেতৃত্ব ও কর্মীদের অভিনন্দন জানান মুখ্যমন্ত্রী। সাম্প্রতিক পুনর্নির্বাচন ও দুটি উপনির্বাচনে দলের সাফল্যের প্রসঙ্গ টেনে তিনি বলেন, গত ছয় মাসের সাফল্য কেবল ঝলক, কলকাতা ও হাওড়া কর্পোরেশন নির্বাচন এখনও বাকি। রেজিনগরে ৭৫ হাজার ভোটে জয় এবং হাসি রাণী রথের ১ লক্ষ ২২ হাজার ভোটে জয়ের উল্লেখ করে বিরোধীদের কটাক্ষ করেন তিনি। তাঁর দাবি, তৃণমূল কার্যত খণ্ডিত হয়ে পড়েছে এবং রাজনৈতিকভাবে দুর্বল হয়ে গিয়েছে। সিপিএমের সঙ্গে তৃণমূলের রাজনৈতিক সম্পর্ক নিয়েও তীব্র আক্রমণ শানান তিনি।

অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে নিশানা করে শুভেন্দু বলেন, দক্ষিণ ২৪ পরগনায় দীর্ঘদিন ধরে গণতান্ত্রিক পরিবেশ নষ্ট করা হয়েছে এবং পঞ্চায়েত-সহ বিভিন্ন নির্বাচনে সাধারণ মানুষকে স্বাধীনভাবে ভোট দেওয়ার সুযোগ থেকে বঞ্চিত করা হয়েছে। ডায়মন্ড হারবারে জয়ের পর সাংসদের জনসংযোগ নিয়েও প্রশ্ন তোলেন তিনি। রামমন্দির, ধর্মীয় অনুষ্ঠান এবং হিন্দু ধর্ম সম্পর্কে মন্তব্যের প্রসঙ্গ তুলে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কেও আক্রমণ করেন মুখ্যমন্ত্রী। তাঁর অভিযোগ, রাজনৈতিক স্বার্থে তৃণমূল ও সিপিএম এখন কাছাকাছি এসেছে। শুক্রবার প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে কটাক্ষ করে বলেন, 'যদি ক্ষমতা থাকে লড়ুন। আবার হারাব।' দিল্লির রামলীলা ময়দানে 'ইন্ডিয়া'র সমাবেশের প্রসঙ্গ টেনে তাঁর মন্তব্য, 'আপনি রামলীলা ময়দানে যান, পশ্চিমবঙ্গে আর কিছু হবে না।'

দুর্নীতির বিরুদ্ধে কড়া অবস্থান ঘোষণা করে শুভেন্দু বলেন, বড় চোরদের রেহাই দেওয়া হবে না। তাঁর কথায়, 'আপনারা নিশ্চিন্ত থাকুন, একটা চোরকেও আমি বাইরে রাখব না।' রাজ্যে প্রাতিষ্ঠানিক দুর্নীতির অভিযোগ খতিয়ে দেখতে অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি বিশ্বজিৎ বসু ও জয় রামনের নেতৃত্বে কমিটি গঠনের কথা উল্লেখ করে তিনি সাধারণ মানুষকে অভিযোগ জানানোর আহ্বান জানান। আবাস যোজনা, ১০০ দিনের কাজ এবং আম্ফানের ত্রাণের অর্থে দুর্নীতির অভিযোগও তোলেন তিনি।

পাশাপাশি সরকারি জমি উদ্ধারের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে বলে দাবি করে জানান, দখল হয়ে থাকা জমি চিহ্নিত করে পুনরুদ্ধার করা হবে। তাঁর বক্তব্য, উদ্ধার হওয়া জমি তপসিলি জাতি, তপসিলি উপজাতি ও দরিদ্র মানুষের মধ্যে বণ্টনের উদ্যোগ নেওয়া হবে। ভোট-পরবর্তী হিংসায় আক্রান্তদের এফআইআর করার আহ্বান জানিয়ে তিনি বলেন, অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার দায়িত্ব পুলিশের। রাজ্যের ঋণের বোঝা, পরিযায়ী শ্রমিকদের সমস্যা এবং পুলিশে কর্মীর ঘাটতি নিয়েও উদ্বেগ প্রকাশ করেন তিনি।

সব মিলিয়ে বারুইপুরের সভা থেকে দুর্নীতির বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপ, জমি পুনরুদ্ধার এবং রাজনৈতিক বিরোধীদের বিরুদ্ধে লড়াই চালিয়ে যাওয়ার বার্তা দেন শুভেন্দু অধিকারী। সভার শেষে আরশোলা ও ছারপোকাদের রাজনৈতিকভাবে দমন করার আহ্বান জানিয়ে তিনি তাঁর বক্তব্য শেষ করেন।

'সোডিয়াম-পটাশিয়ামের সমস্যা হয়েছে'

নিজস্ব প্রতিবেদন: পুলিশকে 'ওয়ার্নিং' প্রসঙ্গে এবার অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে কড়া জবাব দিলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। মমতা তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদকের শারীরিক সুস্থতা নিয়েও প্রশ্ন তুললেন তিনি। অসুস্থতার ফলেই অভিষেক এখনও নানা কুমন্তব্য করে চলেছেন বলেই মনে করছেন মুখ্যমন্ত্রী।

গত বুধবার সল্টলেকের সিজিও কমপ্লেক্স থেকে বেরনোমাত্রই গ্রেপ্তার হন রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্রী ইন্দ্রনীল সেন। সে প্রসঙ্গে পুলিশকে হুঁশিয়ারির সুরে অভিষেক বলেন, 'যাঁরা ভাবছেন শুভেন্দু অধিকারীর অঙ্গুলিহেলনে কাজ করব, সবাইকে ওয়ার্নিং দিচ্ছি। সবাইকে ওয়ার্নিং দিয়ে যাচ্ছি, সরকার পাল্টালে কেউ বাঁচাবে না। সেই সব পুলিশ অফিসারদের বলব, একটা নাম চিহ্নিত করে রাখা আছে। কার কী পরিণতি হয় দেখবেন।' অভিষেকের হুঁশিয়ারির পালটা জবাব দেন শুভেন্দু অধিকারী। শুক্রবার তিনি বলেন, 'আমার মনে হয়েছে ওঁর যে চ্যালা পিএ টাকা তুলত সে সব বলে দিয়েছে। ১৫ বছর সরকারে ছিল তাই ওদেরও তিন-চারটে লোক থাকতে পারে ভিতরে। ফেস টাইমে কথা বলে। আর এর সোডিয়াম-পটাশিয়ামের সমস্যা হয়েছে। নিউইয়র্ক যেতে চাইছেন যারা আমরা এনওসি করে দেব। সব দেখছি আমরা।'

নির্বাচনী হিংসায় হতদের পরিবারে চাকরি

নিজস্ব প্রতিবেদন: রাজ্যে গত আড়াই দশকে নির্বাচন ও নির্বাচন-পরবর্তী রাজনৈতিক হিংসায় প্রাণ হারানো ব্যক্তিদের পরিবারের পাশে দাঁড়াতে পরিবার পিছু এক জন সদস্যকে সরকারি চাকরি দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে নবান্ন। প্রশাসন সূত্রে খবর, ইতিমধ্যেই রাজ্য মন্ত্রিসভার বৈঠকে এই প্রস্তাব অনুমোদিত হয়েছে। মিলেছে আইন দপ্তরের সবুজ সঙ্কেতও। সব কিছু ঠিকঠাক থাকলে খুব শীঘ্রই এই বিশেষ প্রকল্পের আনুষ্ঠানিক ঘোষণা করতে পারে সরকার।

নবান্ন সূত্রের খবর, শুধুমাত্র সাম্প্রতিক অতীত নয়, গত ২৫ বছরের রাজনৈতিক হিংসার খতিয়ানকে এই প্রকল্পের আওতায় আনা হচ্ছে। এর ফলে ২০১৯ সালের লোকসভা নির্বাচন এবং ২০২১ সালের বিধানসভা নির্বাচনের পরবর্তী হিংসায় যাঁরা প্রাণ হারিয়েছিলেন, তাঁদের পরিবারগুলি যেমন এই সুবিধা পাবে, তেমনই গত ২৫ বছরে রাজ্যের বিভিন্ন পঞ্চায়েত নির্বাচন ও তৎপরবর্তী অশান্তিতে নিহতদের পরিবারকেও এই প্রকল্পের অন্তর্ভুক্ত করা হবে। লোকসভা, বিধানসভা এবং ত্রিস্তর পঞ্চায়েত; সব ধরনের নির্বাচনের হিংসায় ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলিকেই এক ছাতার তলায় আনার পরিকল্পনা নিয়েছে প্রশাসন।

প্রশাসনিক কর্তাদের একাংশ জানাচ্ছেন, পুরো প্রক্রিয়াটি যাতে স্বচ্ছ ও নির্দিষ্ট নিয়ম মেনে হয়, তার জন্য শীঘ্রই সরকারি ভাবে বিজ্ঞাপন প্রকাশ করা হবে। সেই বিজ্ঞাপনের মাধ্যমেই ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলির কাছ থেকে আবেদনপত্র আহ্বান করা হবে। প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে, সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির মৃত্যুর সুনির্দিষ্ট কারণ এবং ঠিক কোন পরিস্থিতিতে তাঁর মৃত্যু হয়েছিল, তার বিস্তারিত বিবরণ ও প্রামাণ্য নথিপত্র আবেদনের সঙ্গে পেশ করতে হবে।

গুজব ছড়িয়ে দেশকে অশান্ত করার ভয়ংকর ষড়যন্ত্র, তোপ মোদীর

আমদাবাদ, ৩০ অক্টোবর: পশ্চিম এশিয়ায় পরিস্থিতি এখনও উত্তপ্ত। ইজরায়েল, আমেরিকা ও ইরানের যুদ্ধের কারণে সারা বিশ্বে জ্বালানি, সারের সঙ্কট রয়েছে। তার সুযোগ নিয়ে এ দেশে বিরোধীরা বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির চেষ্টা করছে, অভিযোগ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর। গুজরাতের বনসকাঁঠায় শুক্রবার একটি জনসভা থেকে তিনি বলেন, পশ্চিম এশিয়ার যুদ্ধের আঁচ যাতে ভারতে না লাগে, তার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করছে তাঁর সরকার। কিন্তু বিরোধীরা চক্রান্ত চালিয়ে যাচ্ছে। বস্তুত লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধিকে নিশানা করেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। এপ্রসঙ্গেই রাহুল গান্ধির এক পুরনো বয়ানের অংশ তুলে ধরে মোদীর কটাক্ষ, 'এই লোকেরা আসলে আলু থেকে সোনা বানাতেই ব্যস্ত।'

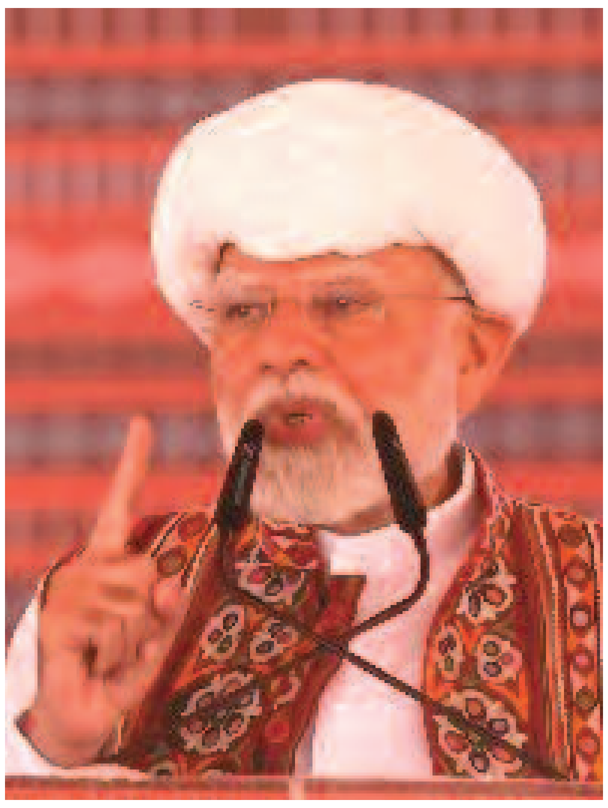

এদিন ১৪ হাজার কোটির উন্নয়ন প্রকল্পের উদ্বোধন ও ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন প্রধানমন্ত্রী। এরপর জনসভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে তিনি বলেন, 'ইরান যুদ্ধের সময় দেশে গুজব ছড়ানো হয়েছিল। সার মিলবে না দাবি করে কৃষকদের মনে ভয় ঢোকানো হয়। মা-বোনেদের মনে ভয় ঢোকানো হয় তাঁরা গ্যাস পাবেন না। এই গোটা ষড়যন্ত্রের মূল উদ্দেশ্য ছিল দেশে বিশৃঙ্খলা তৈরি করে মোদীকে বদনাম করা।' এরপরই দেশের কৃষক ও মা-বোনেদের আশ্বস্ত করে তিনি বলেন, 'আমি বলেছিলাম মোদী আপনাদের পাশে দৃঢ়ভাবে দাঁড়াবে। সেই যুদ্ধ আজও চলছে, কিন্তু মোদী সরকার কোথাও কোনও ঘাটতি হতে দেয়নি।'

সারের ঘাটতির প্রসঙ্গ তুলে প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'এটা সত্য যে যুদ্ধের কারণে বিশ্বে সারের ব্যাপক ঘাটতি দেখা দিয়েছিল। এর দামও অনেকটা বেড়ে গিয়েছিল। কিন্তু সরকার এই বোঝা কৃষকদের উপর পড়তে দেয়নি। বিশ্বে যে একবস্তা সার ৩০০০টাকায় পাওয়া যায়, তা ভারতে এখনও ৩০০ টাকারও কমে পাওয়া যায়। বিশ্বে ডিএপি সারের দাম বেড়ে ৫০০০ টাকা হয়েছে। কিন্তু সেই একই বস্তা ভারতে ১৩৫০ টাকায় পাওয়া যায়।' কৃষকদের জন্য সরকারের জনমুখী প্রকল্পগুলির কথাও তুলে ধরেন প্রধানমন্ত্রী।

তিনি বলেন, 'পিএম-কিষাণ সম্মান নিধি যোজনার সর্বশেষ কিস্তির অধীনে সারা দেশের প্রায় ১০ কোটি কৃষকের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে ১৮,০০০ কোটি টাকারও বেশি অর্থ স্থানান্তর করা হয়েছে। সরকার কৃষকদের কল্যাণ এবং কৃষি খাতের উন্নয়নের উপর বাড়তি মনোযোগ দিচ্ছে। আমাদের সরকার সর্বদা কৃষকদের কল্যাণকে অগ্রাধিকার দিয়েছে এবং তাদের ক্ষমতায়ন করেছে। বিশ্বব্যাপী অনিশ্চয়তার মধ্যে সারের দাম উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছিল, কিন্তু আমাদের সরকার নিশ্চিত করেছে যে এই বোঝা যেন কৃষকদের উপর না পড়ে।'

এর সঙ্গেই রাহুল গান্ধিকে কটাক্ষ করে মোদী বলেন, 'বনসকাঁঠায় আলু আজ পৃথিবী বিখ্যাত। কিন্তু তারপরও এখানকার কেউ বলবে না, আমি আলু থেকে সোনা বানাব। বরং ওরা বলবে, আমরা অনেক আগে থেকেই আলু থেকে সোনা বানাই।' প্রসঙ্গত, আলু সোনা হয়ে যাওয়ার এই মন্তব্য প্রায় ৯ বছর আগে শোনা গিয়েছিল রাহুল গান্ধির মুখে। যেখানে তাঁকে বলতে শোনা যায়, 'আমি এমন একটি মেশিন বসাব যা দিয়ে একদিক থেকে আলু ঢুকবে এবং অন্যদিক থেকে সোনা বেরিয়ে আসবে। এত টাকা তৈরি হবে যে আপনারা বুঝতেই পারবেন না তা দিয়ে কী করবেন।' গুজরাতের পাটনে এক জনসভায় রাহুল এই মন্তব্য করলেও তার অর্ধেক অংশ ভাইরাল হয়েছিল সোশ্যাল মিডিয়ায়। সম্পূর্ণ মন্তব্যে বলা হয়েছিল, 'এই কথাগুলো আমার নয়, নরেন্দ্র মোদীর।' এবার সেই ইস্যু টেনেই রাহুলকে কটাক্ষ করলেন মোদী।

চন্দ্রনাথকে খুন করিয়েছেন অভিষেক, বোমা অর্জুনের

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: অভিষেক ব্যানার্জি হতাশার বশে চন্দ্রনাথ রথকে খুন করিয়েছেন। শুক্রবার ভাটপাড়া পুরসভায় এক বিশেষ বৈঠক শেষে বেরিয়ে সংবাদ মাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে এমনটাই দাবি করলেন রাজ্যের পরিবহণ ও শ্রম দপ্তরের মন্ত্রী অর্জুন সিং। প্রসঙ্গত, পুলিশকে কড়া হুঁশিয়ারি দিয়ে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন, শুভেন্দু অধিকারীর আঙ্গুলিহেলনে যারা কাজ করছেন। সরকার বদলালে তাঁরা কেউ বাঁচবেন না।

এপ্রসঙ্গে মন্ত্রী বলেন, অভিষেক হতাশার বশে চন্দ্রনাথ রথকে খুন করিয়েছে। এবার সিবিআই অভিষেকের কাছে পৌঁছবে। হতাশার জেরে এখন অভিষেক হুঙ্কার দিচ্ছেন। হুঙ্কার দিয়ে উনি বাঁচার চেষ্টা করছেন। কিন্তু উনি বাঁচবেন না। ওকে জেলে যেতেই হবে। মন্ত্রীর অভিযোগ, ১৮০ জনের একটা হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপ করা হয়েছে। তাঁরা মুখ্যমন্ত্রীর গতিবিধির ওপর নজর রাখছে। যদিও এই বিষয়ে প্রশাসন অনেক সতর্ক আছে। মন্ত্রী দাবি করেন, অভিষেক কয়েক লক্ষ কোটি টাকার মালিক। রাশিয়া, থাইল্যান্ড, আমেরিকায় অভিষেক টাকা গচ্ছিত রেখেছে। তাছাড়া ভারতকে অস্থির করার জন্য বিদেশ থেকেও টাকা আসছে। তাঁর দাবি, মমতা ব্যানার্জি দুর্নীতিগ্রস্ত। ইন্দ্রনীল সেনের কাছ থেকে উনি অফিশিয়ালি ৩০ লক্ষ টাকা নিয়েছেন। এদিন তিনি বলেন, ভাটপাড়া পুরসভার অবস্থা খুব খারাপ করে ওরা বিদায় নিয়েছে। রাস্তা তৈরির টাকা তুলে নেওয়া হয়েছে। অথচ রাস্তার কাজ হয়নি। এসব বিষয়ে তদন্ত হবে।

ভুটানের হড়পা বানে প্লাবনের শঙ্কা অসম-উত্তরবঙ্গে

নিজস্ব প্রতিবেদন: জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে হিমালয়ের বুকে ক্রমশ ঘনীভূত হচ্ছে এক ভয়াবহ প্রাকৃতিক সংকটের মেঘ। ভুটানে হিমবাহ গলে তৈরি হওয়া একের পর এক হ্রদের বিপুল জলরাশি নিয়ে উদ্বেগ ছড়িয়েছে পরিবেশবিজ্ঞানী ও আবহবিদদের মনে। বৃহস্পতিবার ভুটানে একটি হিমবাহ হ্রদ ভেঙে জল আছড়ে পড়ার ঘটনার পরই ভারতের অসম এবং পশ্চিমবঙ্গের উত্তরবঙ্গের বিস্তীর্ণ এলাকায় আকস্মিক বন্যার সতর্কতা জারি করা হয়েছে। পাহাড়ের ঢালে জমে থাকা এই বিপুল জলের প্রাকৃতিক বাঁধ যে কোনও মুহূর্তে পুরোপুরি ভেঙে পড়লে বিস্তীর্ণ জনপদ নিশ্চিহ্ন হতে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে।

ভুটানের সংবাদমাধ্যমগুলি জানাচ্ছে, বিপত্তি হয় বৃহস্পতিবার সন্ধের দিকে। রাতের অন্ধকারে ভয়ংকর হড়পা বানে ধ্বংস হয়ে যায় নিকটবর্তী গাসা তশাচুর অঞ্চলের বহু ইমারত। উল্লেখ্য, মোফু নদীর উৎসস্থলে অবস্থিত শিন্তাফু হ্রদটিকে ভুটানের ১৭টি সম্ভাব্য বিপজ্জনক হিমবাহ হ্রদের একটি হিসেবে গণ্য করা হয়। সেখানেই ঘটে গেল ভয়াবহ বিপর্যয়। ২০২১ সালের ২৬ অগস্ট একটি বড় আকস্মিক বন্যায় গাসা সাচু (উষ্ণ প্রস্রবণ এলাকাটি) সম্পূর্ণ ভেসে গিয়েছিল। সেই সময় ফুলেফেঁপে ওঠা মোফু নদী তার গতিপথ পরিবর্তন করেছিল। মনে করা হচ্ছে, রাতে দুর্যোগ ঘটায় এবারের পরিস্থিতি এখনও স্পষ্ট হয়নি।

ভুটানের জাতীয় জলবিদ্যা ও আবহাওয়া কেন্দ্রের সাম্প্রতিক সমীক্ষা অনুযায়ী, সে দেশে বর্তমানে মোট ৫৬৭টি হিমবাহ হ্রদ রয়েছে। ভূবিজ্ঞানীরা গভীর অনুসন্ধান চালিয়ে এর মধ্যে ১৭টি হ্রদকে 'সম্ভাব্য বিপজ্জনক' বলে চিহ্নিত করেছেন। যদিও পূর্ববর্তী তালিকায় ২৫টি এমন হ্রদ ছিল, তবে পরবর্তী সময়ে আটটি হ্রদের ঝুঁকি হ্রাস পাওয়ায় বিপজ্জনক হ্রদের সংখ্যা কমে ১৭-তে দাঁড়িয়েছে। এই বিষয়ে পরিবেশবিদদের মতে, বিশ্ব উষ্ণায়নের জেরে হিমালয়ের বরফ দ্রুত গলে পাহাড়ের ঢালে জল জমছে। নুড়ি, পাথর, কাদা ও বালির তৈরি প্রাকৃতিক বাঁধ দিয়ে এই জল আটকে থাকে। কিন্তু জোরালো ভূমিকম্প, তুষারধস, ভূমিধস কিংবা মেঘভাঙা বৃষ্টির জেরে এই বাঁধ দুর্বল হয়ে যখনই ভেঙে যায়, তখন বিপুল জল ও পাথরের স্রোত প্রবল বেগে নিচে নেমে আসে। বিজ্ঞানের ভাষায় একেই বলা হয় 'গ্লেসিয়াল লেক আউটবার্স্ট ফ্লাড' বা হিমবাহ হ্রদ বিস্ফোরণজনিত বন্যা।

বৃহস্পতিবার হিমবাহ গলা জলে সৃষ্ট হ্রদ ভেঙে হড়পা বান এসেছে ভুটানে। যদিও সেখানে এখনও কোনও প্রাণহানির খবর পাওয়া যায়নি। এদিকে ভুটানের হড়পা বানে বন্যা পরিস্থিতির আশঙ্কা তৈরি হয়েছে ভারতেও।

যদিও বিশেষজ্ঞরা দীর্ঘদিন ধরেই ভুটানের লুনানা অঞ্চলে অবস্থিত 'থোরথোরমি' এবং 'রাফস্ট্রেং' হ্রদ নিয়ে চরম দুশ্চিন্তায় আছেন। কারণ এই দুটি বিশালাকার হ্রদের মাঝখানে থাকা প্রাকৃতিক মাটির বাঁধটির স্থায়িত্ব এখন খাদের কিনারে। ২০২৩ সালের একটি আন্তর্জাতিক বিজ্ঞান গবেষণাপত্রের তথ্য অনুযায়ী, এই অঞ্চলের চারটি প্রধান হ্রদের বাঁধ যদি সম্পূর্ণ ভেঙে যায়, তবে ৬ লক্ষ ঘনমিটার থেকে শুরু করে প্রায় ৩০ কোটি ঘনমিটার পর্যন্ত জল আছড়ে পড়তে পারে। এই ধরণের মহাবিপর্যয় ঘটলে হ্রদ থেকে ১৫০ কিলোমিটার দূরত্বের মধ্যে থাকা অন্তত ১৬ হাজার মানুষ সরাসরি ক্ষতিগ্রস্ত হবেন। যদিও

ভুটানের ক্ষেত্রে অবশ্য এই ধরণের প্রাকৃতিক বিপর্যয় নতুন নয়। ১৯৫০-এর দশক থেকে এ পর্যন্ত সে দেশে অন্তত ১৮ বার হিমবাহ হ্রদ ভাঙার ঘটনা ঘটেছে। এর মধ্যে ১৯৯৪ সালের ৬ অক্টোবর 'লুগে সো' হ্রদের বাঁধ ভেঙে যাওয়া প্লাবনে ২১ জনের মৃত্যু হয়েছিল এবং ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছিল। পরবর্তীতে ২০০৯ সালে 'সোঝো' এবং ২০১৫ সালে 'লেমথাং সো' হ্রদ ভেঙেও বন্যা পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। বর্তমানে ভুটানের বহু পাহাড়ি জনবসতি, কৃষিজমি, সড়ক এবং গুরুত্বপূর্ণ জলবিদ্যুৎ কেন্দ্রগুলি নদী উপত্যকার সংলগ্ন এলাকায় অবস্থিত হওয়ায় বিপদের ঝুঁকি বহুগুণ বেশি। এই আসন্ন বিপর্যয় রুখতে এবং ক্ষয়-ক্ষতি কমাতে বর্তমানে কৃত্রিম উপগ্রহ বা স্যাটেলাইটের মাধ্যমে নজরদারি, নদীর জলস্তর পর্যবেক্ষণ এবং উন্নত আগাম সতর্কবার্তা পৌঁছনোর প্রযুক্তির ওপর জোর দিচ্ছে ভুটান প্রশাসন।

উত্তরাখণ্ডে কপ্টার ভেঙে মৃত ৬ জন

দেরাদুন, ৩০ অক্টোবর: জোশীমঠের কাছে ফের বিপর্যয়। মাঝ আকাশে ভেঙে পড়ল কপ্টার। বদ্রীনাথ থেকে পাঁচ যাত্রী নিয়ে রওনা দেয় কপ্টারটি। বদ্রীনাথ থেকে দেহরাদুন ফেরার পথে নিখোঁজ হয়ে যায় হেলিকপ্টারটি। উত্তরাখণ্ডের চামোলির কাছে ভেঙে পড়ার খবর পাওয়া যায়। কপ্টারে থাকা সকলেরই মৃত্যুর খবর পাওয়া গিয়েছে। জোশীমঠ উপত্যকার ওপর দিয়ে ওড়ার সময় হেলিকপ্টারটির যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। কপ্টারের ট্র্যাকিং ব্যবস্থাও সিগন্যাল পাঠানো বন্ধ করে দেয়। জানা গিয়েছে, শুক্রবার দুপুর ১ টা ১৪ মিনিট নাগাদ দেরাদুনের সাহাসত্রাধারা থেকে জোশীমঠের উদ্দেশে রওনা দেয় বিমানটি। হঠাৎ খারাপ আবহাওয়ার কারণে বিপদে পড়ে কপ্টারটি। জোশীমঠ উপত্যকার ওপর দিয়ে ওড়ার সময় হেলিকপ্টারটির যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। কপ্টারের ট্র্যাকিং ব্যবস্থাও সিগন্যাল পাঠানো বন্ধ করে দেয়। এরপরই ওই এলাকায় কপ্টার ভেঙে পড়ার খবর পাওয়া যায়, এরপরই উদ্ধার অভিযান শুরু করা হয়। ওই কপ্টারের পাইলট ছিলেন ক্যাপ্টেন হিমাংশু। পাঁচ যাত্রীর পরিচয় পাওয়া গিয়েছে ইতিমধ্যেই। ভারতীয় সেনাবাহিনী, চামোলি জেলা প্রশাসন এবং রাজ্য বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনীর যৌথ উদ্যোগে তল্লাশি ও উদ্ধারকাজ শুরু হয়।

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

Change of Name

I, **DILIP KUMAR SAHU** S/o Lt. Biro Sahu, R/o- 39/1, Nutanpally, Dewanmaro, P.O. - Nimpura, P.S.- Kharagpur (T), Dist. - Paschim Medinipur- 721304, hereby solemnly affirm and declared that in my Driving License No.- Wb33 19840043910 my name with surname has recorded as **DILIP KUMAR** S/o **BIRA SHAW** instead of **DILIP KUMAR SAHU** S/o **BIRO SAHU** vide affidavit No.- 13726 dt. 25/10/2026 In the Court of Ld. Judicial Magistrate(1st Class) at Kharagpur. **DILIP KUMAR SAHU** S/o **BIRO SAHU** & **DILIP KUMAR** S/o **BIRA SHAW** is same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I **Anil Kandher** S/O Ramesh Kandher R/O Talbagicha, Rabindrapally, P.O. Hijli PS Kharagpur Local Dist. Paschim Medinipur PIN-721306 shall henceforth be known as Anil Kumar Biswal as declared before the court of 1st class J.M. at Kharagpur vide affidavit no 13310 dt 12.10.2026. Anil kandher and Anil Kumar Biswal are one, same and identical person.

নাম -পদবী পরিবর্তন

গত 09/10/2026 তারিখে নোটারী পাবলিক, হুগলী, চুঁচুড়া, কোর্টে 3354 নং এফিডেভিট বলে আমি Bithi Majumder Mistry (old name), W/o. Subrata Mistry, D/o. Probir Kumar Majumder, R/o. Danar Para, Polba, Hooghly-712148, W.B., ঘোষণা করিয়াছি যে, আমি Bithi Majumder Mistry নাম পরিবর্তন করিয়া সর্বত্র Bithi Majumder (new name) নামে পরিচিত হইয়াছি। আমি Bithi Majumder & Bithi Majumder Mistry, W/o. Subrata Mistry, D/o. Probir Kumar Majumder সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

গত 29/10/2026 তারিখে S.D.E.M., হাওড়া, কোর্টে 35794/26 নং এফিডেভিট বলে আমি Ramoni Mohan Pal (old name), S/o. Biswanath Pal, R/o. Kamalapur, Jagatballavpur, Howrah-711404, W.B., ঘোষণা করিয়াছি যে, আমি Ramoni Mohan Pal নাম পরিবর্তন করিয়া সর্বত্র Ramani Mohan Pal (new name) নামে পরিচিত হইয়াছি। আমি Ramani Mohan Pal & Ramoni Mohan Pal, S/o. Biswanath Pal, সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

গত 29/10/2026 তারিখে S.D.E.M., হাওড়া, কোর্টে 35795/26 নং এফিডেভিট বলে আমি Saila Bhandari (old name), S/o. Raghunath Bhandari, R/o. Kamalapur, Jagatballavpur, Howrah-711404, W.B., ঘোষণা করিয়াছি যে, আমি Saila Bhandari নাম পরিবর্তন করিয়া সর্বত্র Shaila Bhandari (new name) নামে পরিচিত হইয়াছি। আমি Shaila Bhandari & Saila Bhandari, S/o. Raghunath Bhandari, সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

গত 30/10/2026, S.D.E.M., সদর, হুগলী কোর্টে 02 নং এফিডেভিট বলে আমি Dinesh Singh S/o. Parameshwar Singh ও Dinesh Kr Singh S/o. P Singh সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সকলকে জানানো যাচ্ছে যে, আমার মক্কেল **শ্রীমতী বানী মুর্মু**, স্বামী শিবরাম মুর্মু ওরফে শিবরাম, তপশীলি উপজাতির সাঁওতাল সম্পদায় ভুক্ত, সাকিম নবিনা, চাঁপাডাঙ্গা, তারকেশ্বর, হুগলী-৭১২৪০১, মহাশয়া তাহার তফশিলি উপজাতি সাঁওতাল সম্প্রদায় ভুক্ত সম্পত্তি যাহা ১) জেলা হুগলী, থানা তারকেশ্বর এর সামীল, ৭৭ নং জে.এল. ভুক্ত, নবীনা মৌজায়, হাল এল.আর. ৩১১ নং খতিয়ানে, এল.আর. ২১১ নং দাগে শালি জমি, ষোল আনায় ২৪ শতক, ২) জেলা হুগলী, থানা তারকেশ্বর এর সামীল, ৭৬ নং জে.এল. ভুক্ত, দরবেশপুর মৌজায়, হাল এল.আর. ১০৭৯ নং খতিয়ানে, এল.আর. ৩৯৩ নং দাগে শালি জমি, ০.০৬২৬ অংশে ১৭ শতক ও এল.আর. ৩৯৯ নং দাগে শুনা জমি, ০.২৫০০ অংশে ০৫ শতক, এবং ৩) জেলা হুগলী, থানা তারকেশ্বর এর সামীল, ৭৯ নং জে.এল. ভুক্ত, গোবরা মৌজায়, হাল এল.আর. ১০৩৭ নং খতিয়ানে, এল.আর. ৪৩৫ নং দাগে শালি জমি, ০.১২০৩ অংশে ১৭ শতক, সম্পত্তি তপশীলি উপজাতি সম্প্রদায়ের মধ্যে বিক্রয় করিবেন। ইচ্ছুক তপশীলি উপজাতি ব্যক্তি ১৫ দিনের মধ্যে উপরোক্ত ঠিকানায় যোগাযোগ করিবেন। প্রকাশ থাকে যে, যদি কোনো ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গের উক্ত সম্পত্তির ওপর কোনো দাবী, অংশ, স্বত্ব, অধিকার বা অন্য কোনো আপত্তি থাকে, তবে তারা এই নোটিশ প্রকাশের তারিখ থেকে ১৫ দিনের মধ্যে যথাযথ প্রামাণ্য নথিসহ আমার মক্কেলের সহিত (ফোন নং-৮০০১১৪৪০২৪) যোগাযোগ করবেন। উল্লিখিত সময়সীমার মধ্যে কোনো আপত্তি বা দাবী উত্থাপিত না হলে, তা পরিত্যক্ত বলে গণ্য হবে এবং ভবিষ্যতে কোনো দাবী গ্রহণযোগ্য হবে না। অতঃপর আমার মক্কেল নির্ধারিত বিক্রয় লেনদেন সম্পন্ন করবেন।

ইতি- মীর মহঃ কলিমুদ্দিন, উকিলবাবু, চন্দননগর আদালত, হুগলী, 8145852335

আমমোক্তারনামা বিজ্ঞপ্তি

১)নিমাই বিশ্বাস পিতা বিশ্বনাথ বিশ্বাস, ২) মানসী দাস বিশ্বাস স্বামী নিমাই বিশ্বাস, সাং ও পোঃ বড়কাদোয়া ৩) মিনতি দাস স্বামী মৃত কানাইলাল দাস সাং- রঘুনাথপুর, সর্ব থানা- নাকাশিপাড়া, জেলা- নদীয়া, পিন-৭৪১১৩৮, বিগত ইংরাজী ২০২৬ সালে ১নং বহির ১২৫৯ নম্বর আমমোক্তারনামা দলিল মূলে শঙ্কর কুমার দাস পিতা মৃত শ্যামাপদ দাস সাং- জগদানন্দপুর, পোঃ বেথুয়াডহরি, থানা- নাকাশিপাড়া, জেলা- নদীয়া, পিন-৭৪১১২৬, ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন, উক্ত আমমোক্তারনামা অনুযায়ী যাহার তপশীল জেলা- নদীয়া, থানা- নাকাশিপাড়া,মৌজা- ৭২ নম্বর রঘুনাথপুর দাগ নম্বর ১৫০- ৬ শতক ১৫১- ৬ শতক ও ১৫২- ৮ শতক, খতিয়ান নম্বর ১১৫০, ১৫২০ ও ২৮৮৭ । এতদ্বারা সকলকে অবগত করা যাইতেছে যে কারো যদি কোনো আইনানুগ আপত্তি ও অধিকার থাকে তাহার জন্য বেথুয়াডহরি A.D.S.R ও B.L & L.R.O অফিসে সঠিক পদক্ষেপ গ্রহণ করিবেন। ইতি শঙ্কর কুমার দাস পিতা- মৃত শ্যামাপদ দাস জগদানন্দপুর, এলাহি বক্স মল্লিক পিতা-মৃত আলীজান মল্লিক সাং+পোঃ আকন্দডাঙ্গা, থানা- নাকাশিপাড়া, জেলা- নদীয়া, পিন- ৭৪১১৩৭.

বিজ্ঞপ্তি

আমি **চণ্ডীচরণ দত্ত**, পিতা-মৃত তারাপদ দত্ত, সাং-মাতাপুর রোড, প্রতাপ নগর, নবদ্বীপ, নদীয়া, পিন-৭৪১৩০২; আমমোক্তার নিযুক্ত হই পলাশ ঘোষ, পিতা-মৃত বাদল ঘোষ, সাং- পূর্ব কানাই নগর, নবদ্বীপ, নদীয়া, পিন-৭৪১৩১৭-এর পক্ষে, বিগত ইং-২২/০৯/২০২২ তারিখে এ.ডি.এস.আর. নবদ্বীপ অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত ১১৬৮৪ নং আমমোক্তার দলিল বলে। অতঃপর উক্ত আমমোক্তার দলিল বলে বিগত ইং-০৫/০৯/২০২৫ তারিখে এ.ডি.এস.আর. নবদ্বীপ অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত ১০০৪৬ নং দলিল দ্বারা সাং-পানশিলা, নবদ্বীপ, নদীয়া, পিন-৭৪১৩১৭ নিবাসী **দীপেন দাস**, পিতা-মৃত নেপাল দাস-কে মৌজা-পানশিলা, ২৫নং আর.এস. ও এল.আর. দাগ-৯১৮, এল.আর. খতিয়ান-২৬৫১৯, পরিমাণ-০.২৪৭ শতক জমি বিক্রয় করি। আগামী দিন উক্ত দলিল গ্রহীতা জমিটির নাম পত্তন (মিউটেশন) করিবেন। ইহাতে কাহারো কোন আপত্তি বা অভিযোগ থাকিলে নবদ্বীপ বি.এল. অ্যান্ড এল.আর.ও. (B.L. & L.R.O.) অফিসে যোগাযোগ করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।

সংক্ষিপ্ত বিবরণী (Summary Details)

আমমোক্তার দাতা: পলাশ ঘোষ (পিতা: মৃত বাদল ঘোষ), **আমমোক্তার গ্রহীতা (বিক্রেতা): চণ্ডীচরণ দত্ত** (পিতা: মৃত তারাপদ দত্ত) **আমমোক্তার দলিল নম্বর ও তারিখ: ১১৬৮৪| ২২/০৯/২০২২ (নবদ্বীপ অফিস)**, জমি গ্রহীতা **(ক্রেতা): দীপেন দাস** (পিতা: মৃত নেপাল দাস), **বিক্রয় দলিল নম্বর ও তারিখ: ১০০৪৬। ০৫/০৯/২০২৫ (নবদ্বীপ অফিস)**, **তফসিল পরিচয়:** মৌজা: পানশিলা, ২৫ নং আর.এস/এল.আর দাগ: ৯১৮, এল.আর খতিয়ান: ২৬৫১৯, জমির পরিমাণ: ০.২৪৭ শতক

নাম-পদবী

আমি Abdul Salam, পিতা-Ali Sekh, গ্রাম- দেবীদাসপুর, পোঃ- মুকুন্দপুর, থানা- বহরমপুর, জেলা- মুর্শিদাবাদ, ভুলবশত আমার আধার কার্ডে আমার নাম Abdus Salam, পিতা- Ali Sk এবং জন্ম তারিখ 1998 আছে। গত ইং- 14/10/2026 তারিখে Ld. J.M. 1st Class বহরমপুর মুর্শিদাবাদ কোর্টের এফিডেভিট বলে আমি Abdul Salam এবং Abdus Salam এবং পিতা- Ali Sekh এবং Ali Sk এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি বলে পরিচিত হইলাম। আমার সঠিক জন্ম তারিখ 10/03/1998.

আমমোক্তারনামা বিজ্ঞপ্তি

সঞ্জয় সিং পিতা- শের বাহাদুর সিং, সাং- ধুবুলিয়া বাজার কলোনী, থানা+ পোঃ- ধুবুলিয়া, পিন-৭৪১১৩৯, বিগত ইংরাজী ২০২৫ সালে ১নং বহির ৮৭৩৬ নম্বর আমমোক্তারনামা দলিল মূলে প্রবোধ কুমার ঘোষ পিতা মৃত সুধীর ঘোষ, সাং- কাঠালবেড়িয়া, পোঃ বেথুয়াডহরী থানা- নাকাশিপাড়া, জেলা-নদীয়া, পিন- ৭৪১১২৬ ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করে, আমমোক্তারনামা অনুযায়ী যার তপশীল মৌজা ৪৬ নম্বর জগদানন্দপুর দাগ নম্বর ৭২৭, খতিয়ান নম্বর ১০৮৯৩, পরিমাণ 1.25 শতক, এতদ্বারা সকলকে অবগত করা যাইতেছে যে কাহারো যদি কোনো আইনানুগ আপত্তি ও অধিকার থাকে তাহার জন্য ৩০ দিনের মধ্যে বেথুয়াডহরী A.D.S.R ও B.L & L.R.O অফিসে সঠিক পদক্ষেপ গ্রহণ করিবেন, ইতি শঙ্কর কুমার দাস পিতা মৃত শ্যামাপদ দাস , সম্পদ ঘোষ পিতা- প্রবোধ কুমার ঘোষ সাং- জগদানন্দপুর, পোঃ বেথুয়াডহরী, থানা- নাকাশিপাড়া, জেলা-নদীয়া, পিন- ৭৪১১২৬.

আমমোক্তারনামা

আমিনুল হক কাজী, পিতা মৃত কাজী আব্দুল হক সাং ও পোঃ চন্দনপুর, থানা হরিপাল, জেলা হুগলী, PIN-712223 মহাশয়, বিগত ইং- 25/09/2017 তারিখে A.D.S.R. HARIPAL, HOOGHLY অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত, 053/2019 নং আমমোক্তার নামা দলিল মূলে আমাকে দিলীপ সাঁতরা, পিতাঃ ৺বাসুদেব সাঁতরা, সাং পোড়রা, পোঃ মহিষটিকরী, থানা হরিপাল, জেলা হুগলী, PIN-712223 ক্ষমতা প্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন ও উক্ত আমমোক্তার নামা স্বয়ং ক্ষমতা বলে আমি নিম্নোক্ত তপশিল বর্ণিত সম্পত্তি বিগত ইং- 21/12/2024 তারিখে A.D.S.R. HARIPAL, HOOGHLY অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত 4808 নং দলিল বলে আজমিরা বেগম, স্বামী: সাইফুল সেখ, সাং ও পোঃ চন্দনপুর, থানা: হরিপাল, জেলা হুগলী, পিন- 712223 একটি বিক্রয় কোবলা দলিল মূলে বিক্রয় করি। তপশিল: জেলা হুগলী, থানা: হরিপাল, মৌজা চন্দনপুর, জে.এল. নং- ৯৫, দাগ নং- ৪৫২, খতিয়ান নং- ১২৭১, আমমোক্তার নামা বলে বিক্রয়কৃত ০.০১৬৫ অংশে ০.৬৬ শতক এবং অপর দাগ নং- ৪৫২/১০৫৩,বিক্রয়কৃত ০.০১৭৮ অংশে ০.৪২ শতক শালি সম্পত্তি, বর্তমান ক্রেতার খরিদা সম্পত্তি নিজ নামে নাম পত্তন করিবার জন্য বি.এল. এন্ড এল.আর.ও, হরিপাল ব্লক অফিসে আবেদন করিয়াছেন। ইহাতে কাহারো কোন আইনানুগ আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রচার হইবার আগামী ১- মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট অফিসে আপত্তি জানাইতে পারিবেন। অন্যথায় নিয়ম অনুসারে কার্য করা হইবে।
ইতি- শ্রী দিলীপ সাঁতরা আমমোক্তার

আমমোক্তারনামা

শ্রী প্রাঞ্জল কুমার নন্দী পিতা:- ৺অলোক কুমার নন্দী, সাং ও পো:- শিয়াখালা, থানা-চণ্ডীতলা, জেলা-হুগলী, পিন-712706, মহাশয়া বিগত ইং-25/06/2026 তারিখে A.D.S.R.-HARIPAL অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত 2134/2026 নং আমমোক্তার নামা দলিল মূলে আমাকে, বুল্লা নন্দী স্বামী:- ৺অলোক কুমার নন্দী, সাং ও পো:- শিয়াখালা, থানা-চণ্ডীতলা, জেলা-হুগলী, পিন-712706-ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন ও উক্ত আমমোক্তার নামা স্বয়ং ক্ষমতা বলে এবং অপর শরিক নিম্নোক্ত তপশীল বর্ণিত সম্পত্তি বিগত ইং-01/07/2026 তারিখে A.D.S.R.-HARIPAL - HOOGHLY অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত ১) 2434 নং দলিল বলে আহম্মাদ আলী মোল্লা পিতা আবু বক্কর মোল্লা-সাং-অনন্তপুর, হরিশপাল, হুগলী,২) 2433 নং দলিল বলে জিয়ারু মল্লিক পিতা-আহাদ বক্স মল্লিক ৩) আমরিন মল্লিক পিতা মহসিন মল্লিক ৪) মেহরাজ মল্লিক পিতা-নিয়াজ মল্লিক ২ হইতে ৪ নং সাং- অনন্তপুর উত্তরপাড়া পো:- ইলিপুর, থানা-হরিশপাল, জেলা-হুগলী, P.I.N-712707 -দুইটি বিক্রয় কোবলা দলিল মূলে বিক্রয় করি। তপশীল জেলা-হুগলী, থানা-হরিশপাল, মৌজা-ইলিপুর, জে.এল.নং-১৩১, দাগ নং-৬১২, খতিয়ান নং-১৫ হইতে বিক্রয় ২৯ শতক ওই মৌজায় ৬০৮ নং দাগে ১৫ নং খতিয়ানে বিক্রয় ০.০৫ শতক দুইটি দাগে বিক্রিত মোট ০৩৪ শতক, আমমোক্তার নামা বলে বিক্রয়কৃত দুইটি দাগে ১৫ নং খতিয়ান হইতে ০.৬২ শতক সম্পত্তি মাত্র, বর্তমান ক্রেতাগণ খরিদা সম্পত্তি নিজ নিজ নামে নাম পত্তন করিবার জন্য বি.এল.এন্ড.এল.আর.ও হরিপাল ব্লক অফিসে আবেদন করিয়াছেন। ইহাতে কাহারো কোন আইনানুগ আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তির প্রচার হইবার আগামী ১ মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট অফিসে আপত্তি জানাইতে পারিবেন, অন্যথায় নিয়ম অনুসারে কার্য্য করা হইবে। ইতি, বুলা নন্দী আমমোক্তার

দলিল হারানোর বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সর্বসাধারণকে জানানো যাইতেছে যে, আমার মক্কেল **শৈবাল ঘোষ**, পিতা বিমল কুমার ঘোষ, সাকিম গ্রাম: কাঁকুণা, পোস্ট: শশঙ্গা, থানা: খণ্ডঘোষ, জেলা: পূর্ব বর্ধমান-এর একজন স্থায়ী বাসিন্দা। প্রকাশ থাকে যে, পূর্ব বর্ধমান জেলার খণ্ডঘোষ এ.ডি.এস.আর. অফিসে ১৯৬৯ সালে ভূতনাথ গড়াই-এর নামে রেজিস্ট্রিকৃত একটি বিক্রয় কোবালা দলিল, যাহার নম্বর ০২৯৭৮/১৯৬৯ (Deed No. 02978/1969)। উক্ত দলিল সংশ্লিষ্ট সম্পত্তিটি পূর্ব বর্ধমান জেলার খণ্ডঘোষ থানার অন্তর্গত জে.এল. নং ২৭, শশঙ্গা মৌজায় অবস্থিত, যাহার আর.এস. এবং এল.আর. দাগ নং ৩১৪৫ এবং বর্তমান খতিয়ান নং ৮৬২, যাহা কিংকর কুমার ঘোষের নিকট হইতে খরিদাকৃত এই জমির মোট পরিমাণ ১৩ শতক। আরও জানানো যাইতেছে যে, উপরোক্ত মূল দলিলটি (নং ০২৯৭৮/১৯৬৯) আমার মক্কেল শৈবাল ঘোষ মহাশয়ের ক্রয়কৃত সম্পত্তির একটি চেইন দলিল (Chain Deed) হইতেছে। উক্ত দলিলটি গত ইং ০৯/০৯/২০২৬ তারিখে আমার মক্কেল শৈবাল ঘোষের হেফাজত হইতে হারাইয়া গিয়াছে এবং অদ্যবধি তাহার কোনো সন্ধান পাওয়া যায় নাই। এই দলিল হারানোর বিষয়ে স্থানীয় চুঁচুড়া থানায় একটি সাধারণ ডায়েরি (General Diary) করা হইয়াছে, যাহার জি.ডি.ই. নং ১৯১১, তারিখ: ২৯/১০/২০২৬। বর্তমানে আমার মক্কেল শৈবাল ঘোষ, 'চণ্ডী মাতা রাইস মিল'-এর ডিরেক্টর (পরিচালক) হিসেবে উক্ত সম্পত্তির আইনসংগত মালিক। যদি কোনো সহৃদয় ব্যক্তি উক্ত মূল দলিলটি খুঁজিয়া পান, তবে অনুগ্রহপূর্বক তাহা নিম্নোক্ত ঠিকানায় ফেরত দেওয়ার জন্য অনুরোধ করা যাইতেছে। অনুরূপভাবে, যদি কোনো ব্যক্তি, ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠানের উক্ত দলিল বা সম্পত্তির বিষয়ে কোনো প্রকার দাবি, আপত্তি, অধিকার বা অভিযোগ থাকে, তবে এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ১৫ (পনেরো) দিনের মধ্যে প্রয়োজনীয় তথ্যপ্রমাণ ও নথিপত্রসহ লিখিতভাবে নিম্নস্বাক্ষরকারীর ঠিকানায় জমা দিতে হইবে। উক্ত সময়সীমা পার হওয়ার পর কোনো দাবি বা আপত্তি গ্রাহ্য করা হইবে না, করিলেও তাহা সর্ব আদালতে বাতিল ও নাকচ বলিয়া গণ্য হইবে। উক্ত হারানো দলিল ব্যবহার করিয়া কেহ কোনো প্রকার লেনদেন বা কারবার করিলে তাহা আইনত গ্রহণযোগ্য হইবে না এবং সমস্ত আদালতে তাহা প্রত্যাখ্যান করা হইবে।

প্রিয়াঙ্কা দে, অ্যাডভোকেট, হুগলী জেলা জজ আদালত

আমমোক্তারনামা বিজ্ঞপ্তি

সজীব বিশ্বাস পিতা- মৃত সনাতন বিশ্বাস সাং- জগদানন্দপুর, পোঃ বেথুয়াডহরি, থানা- নাকাশিপাড়া, জেলা- নদীয়া, পিন-৭৪১১২৬, বিগত ইংরাজী ২০২৬ সালে ১নং বহির ১০১১ নং আমমোক্তারনামা দলিল মূলে শঙ্কর কুমার দাস পিতা- মৃত শ্যামাপদ দাস, সাং- জগদানন্দপুর, পোঃ বেথুয়াডহরী, থানা- নাকাশিপাড়া, জেলা- নদীয়া, পিন- ৭৪১১২৬ ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নামায় নিযুক্ত হয়, উক্ত আমমোক্তানামা অনুযায়ী যাহার তপশীল জেলা নদীয়া, থানা- নাকাশিপাড়া, মৌজা- ৪৭ নম্বর কাঁঠালবেড়িয়া, দাগ নং-৮৩৪, খতিয়ান নং-৮১২৬,পরিমাণ-০৫ । এতদ্বারা সকলকে অবগত করা যাইতেছে যে উক্ত সম্পত্তিতে কাহারো যদি কোনো রকম আপত্তি বা অধিকার থাকে তাহার জন্য ৩০ দিনের মধ্যে বেথুয়াডহরী ADSR ও BL & LRO অফিসে সঠিক পদক্ষেপ গ্রহণ করিবেন। ইতি- শঙ্কর কুমার দাস পিতা শ্যামাপদ দাস ও সরনাথ বিশ্বাস মাতা- ঝর্ণা বিশ্বাস, সাং- নিশ্চিন্তপুর, থানা- নাকাশিপাড়া, জেলা- নদীয়া।

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা অবগত করানো যাইতেছে যে, আমার মক্কেল ১) সেখ আব্দুল বক্কার, ২) সেখ আব্দুল অদুত, সাকিন ময়না, দত্তপুকুর থানার অধীনে মৌজা জয়পুর, জে এল- ৮৫, এল.আর খতিয়ান- ৯০৩/১ এল.আর দাগ- ৫৩২ ডাঙ্গা ০১ শতক জমি, ৬৮১ ডাঙ্গা ০৩ শতক জমি, যাহা বিগত ২৪/০৬/২০০৫ তারিখে ১০৭৩ নং সাফ বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে কদম্বগাছি এ.ডি.এস.আর. অফিসে রেজিস্ট্রি কৃত আকতার আলি দফাদার ওরফে আপ্তার আলি দফাদার এর পক্ষে ১১ নং আমমোক্তার নামা মূলে বিগত ১৬/০৫/১৯৯৫ তারিখে কদম্বগাছি এ.ডি.এস.আর. অফিসে রেজিস্ট্রি কৃত দেওয়ান মহম্মদ সেলিম এর নিকট হইতে খরিদ করিয়া নাম পত্তন করিবার জন্য বারাসাত ১ বি.এল. এন্ড এল. আর ও অফিসে দরখাস্ত করিয়াছেন, তাহাতে কারো কোন অভিযোগ থাকিলে অত্র বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৩০ দিনের মধ্যে উক্ত অফিসে যোগাযোগ করিবেন।

AKHTAR ISLAM
Advocate
Barasat Judge's Court
North 24 Parganas

বিজ্ঞপ্তি

১) আমার মক্কেল সাবানা ইয়াসমিন ও সুমায়া পারভিন বিগত ১৭/১২/২০২৫ তারিখে ADSR কদম্বগাছি 6138 আমমোক্তার মোঃ সফিকুল ইসলাম ও নজরুল ইসলাম,- মৌজা- মণ্ডলগাঁতি, J.L.- 98, দাগ 301/285 খতিয়ান-1155, 163 পরিমাণ 3 কাঠা অত্র অফিসে 6249/25 সাফ কোবালা দলিল মূলে প্রাপ্ত হয় উক্ত বিষয়ে কোনো আপত্তি থাকিলে বারাসাত-I, B.L. & L.R.O. অফিসে যোগাযোগ করুন।

২) আমার মক্কেল সুশেন রায় ও বাসন্তী রায় বিগত ২৮/০৭/২০১১ তারিখে বারাসাত DSR-2 অফিসে 525 নং আমমোক্তার নিযুক্তীয় অশোক কুমার মল্লিক, মৌজা চালতাবেড়িয়া, J. L.- 124, দাগ 42 খতিয়ান-2090, পরিমাণ 1 কাঠা 8 ছটাক 17 বর্গফুট, অত্র অফিসে 10450/2013 সাফ কোবালা দলিলমূলে প্রাপ্ত হয়, উক্ত বিষয়ে কোনো আপত্তি থাকিলে বারাসাত-I, B. L. & L.R.O. অফিসে যোগাযোগ করুনা।

AKHTAR ISLAM
Advocate
Barasat Judge's Court
North 24 Parganas

NOTICE

We, **Subhamoy Pal**, **Sibamoy Pal** & **Santimoy Pal** (S/o Late Tara Prasanna Pal), R/o- Kaushallya, P.O. KGP, P.S.- Kgp (T), Dist.- Paschim Medinipur- 721301, executed General Power of Attorney in respect of **125** Dec. property, vide Deed No. IV-56 on 09/03/2010 at A.D.S.R. Kharagpur, in favour of **Radhu Sing** S/o Late Sukra Sing in respect of **125** Dec. property, Plot No. RS-571, Khatian No. RS-283, Mouza-Kaushallya, J.L. No.- 311, P.S.- KGP(T), Dist.- Paschim Medinipur. Then said attorney are sold out approx **8** Dec. area of the said property to **Raboti Sing** W/o Radhu Sing & **Swapan Sing** S/o **Radhu Sing** R/o- Kaushallya, P.O.- Kgp, P.S.-Kgp(T), Dist.- Paschim Medinipur - 721301, through the Deed No.- I-262 on 16/01/2013 at Kharagpur A.D.S.R. That, if any person have any objection, then he/ she may communicate with me or B.L. & L.R.O. office within **30 days** after publication otherwise his/her claim shall not be entitled as per law. Sd/-**Subhamoy Pal**

LEGAL NOTICE

I, **HABIBA KHATUN**, D/O SK ROMJAN ALI, of Vill & P.O. Furfura, P.S. Jangipara, Dist - Hooghly, Pin 712706 had purchased the plots of land measuring about 6.75 Sataks situated in Mouza - Furfura, J.L. No. 102, in L.R. Dag No. 2247 recorded in khatian No. 1291 by virtue of registered Sale Deed being No. 4373 dated 24.11.2022 at the Office of A.D.S.R. Jangipara, through the registered Power of Attorney being No. 38 dated 14.12.2015 A.D.S.R. Jangipara, jointly appointed **Kazi Faijalur Rahaman** S/o Late Kazi Hamidur Rahaman as Power of Attorney Holder therein. The said registered Deed is under mutation at BL & LRO Jangipara being Case No. MN/2026/0612/2712. If there is any objection kindly contact the BL & LRO, Jangipara, Hooghly, within one month from the date of advertisement.
Your's faithfully,
Habiba Khatun

নোটিশ

গোকুলডাঙ্গা সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিঃ রেজিঃ নং- ৩৮ (এইচ জি), তাং- ০১/০৫/১৯৬১ গ্রামঃ গোকুলডাঙ্গা, পোঃ- দেবীপুর, জেলাঃ- হুগলী। এতদ্বারা সমিতির সদস্য / সদস্যাদের জানানো যাইতেছে যে, ৩০/১০/২০২৬ তারিখে যে চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশ করিবার দিন ধার্য্য করা হয়েছিল অনিবার্য কারন বশত সেটি আপাতত স্থগিত করা হল। খসড়া ভোটার তালিকা সংক্রান্ত কিছু ত্রুটি সংশোধনের পর চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশ করিবার দিন ধার্য করিয়া বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হবে। অ্যাসিস্ট্যান্ট রিটার্নিং অফিসার, গোকুলডাঙ্গা সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিঃ।

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন গ্রহণ কেন্দ্র

উত্তর ২৪ পরগনা

অ্যাড কানেক্সন
সন্তোষ কুমার সিং
হোম নং -৩, বিএল নং-১৮, মেঘনা মোড়, পোস্ট ও থানা-জগদ্দল, উত্তর ২৪ পরগনা, **ফোন- ৮৩৩৬০ ৮৮৭২১**
ইমেইল- **adconnexon@gmail.com**

এ.এন. বিজ্ঞাপন গ্রহনকেন্দ্র
সেখ আজাহার উদ্দিন, বারাসাত, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা-৭০০১২৪, **মোঃ- ৯৭৩৩৬৫২৬৩৬**

হুগলি

মা লক্ষ্মী জেরক্স সেন্টার,
সবাণী চ্যাটার্জি, ঠিকানা কোর্টের ধার ওল্ড জেলা পরিষদ, চুঁচুড়া, জেলা হুগলি, পিন: ৭১২১০১, **মোঃ ৯৪৩৩১৬৮৯১৮।**

জিৎ অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি,
প্রসেনজিৎ সামন্ত, ঠিকানা- দলুইগাছা, সিঙ্গুর, বন্ধন ব্যাঙ্কের পাশে, জেলা- হুগলী, পশ্চিমবঙ্গ, **মোঃ ৯৮৩১৬৯৯২৪৪**

নদিয়া

টাইপ কর্ণার,
নিরঞ্জন পাল, ঠিকানা : কালেক্টরি মোড়, এসপি বাংলোর বিপরীতে, পোঃ কৃষ্ণনগর, জেলাঃ নদিয়া, পিন: ৭৪১১০১, **মোঃ ৯৪৭৪৩৩৪৯৭৮**

রাজ টেলিকম,
অমিতাভ বিশ্বাস, ঠিকানা: করিমপুর, জেলা নদিয়া, **মোঃ ৯৪৩৪৪২০৬৮৬/ ৯০৯৩৬৮৮৫৩০।**

সুজয়া উদ্যোগ সমূহ,
শ্রীধর অঙ্গন, বাজার রোড, নবদ্বীপ, নদিয়া-৭৪১৩২, **মোঃ ৯৩৩৩২২০৬৫৯।**

অবসর,
ডি. বালা, চাকদহ, নদিয়া। **মোঃ ৭৪০৭৪৮০১০৮।**

সবিতা কমিউনিকেশন,
প্রোঃ- রুমা দেবনাথ মজুমদার, ৪/১ প্রাচীন মায়াপুর ৩য় লেন, পোস্ট ও থানা- নবদ্বীপ, জেলা- নদীয়া, পিন-৭৪১৩০২, **মো-৮১০১৩ ৭৩৫৮১**

পূর্ব মেদিনীপুর

আইনক্স অ্যাড এজেন্সি
সুরজিৎ মাইতি, পিটপুর, কেশপাট, পূর্ব মেদিনীপুর-৭২১১৩৯, **মোঃ ৯৭৩২৬৬৬০৫২**

শ্যাম কমিউনিকেশন,
দেবব্রত পাঁজা, দেউলিয়া বাজার, জেলা - পূর্ব মেদিনীপুর, পিন: ৭২১১৫৪, **মোঃ ৯৪৭৪৪৪৬৮৯৬/ ৭০৭৪৪৯৩৭৯৬**

মানসী অ্যাড এজেন্সি,
শশধর মান্না, মেচেদা ও তমলুক, ঠিকানা: কাকডিহি, মেচেদা, কোলাঘাট, জেলা - পূর্ব মেদিনীপুর, পিন ৭২১১৩৭, **মোঃ ৯৮৩২৭০৯৮০৯/ ৯৯৩২৭৭০৭৬৭**

পশ্চিম মেদিনীপুর

মহালক্ষ্মী অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি
দুর্গেশ চন্দ্র শুক্লা, ঠিকানা: হোল্ডিং নং. ১৬৮/১৪২, ওয়ার্ড নং-১৬, ভগবানপুর কালী মন্দিরের কাছে, খড়্গপুর টাউন, পশ্চিম মেদিনীপুর-৭২১৩০১ **মোঃ ৮৯১৮০৬৩৪৪৬**

শিলাবতী অ্যাড এজেন্সী,
রেখা দাস, নিউ মার্কেট (খিরিশ তলা), ঘাটাল, পশ্চিম মেদিনীপুর, **মোঃ ৯৯৩৩৩৫০৫৩৩**

মুর্শিদাবাদ

পি' অ্যাডস সলিউশন,
অমিত কুমার দাস, ১৬৭, দয়ানগর রোড, পোঃ- খাগড়া, জেলা- মুর্শিদাবাদ, পিন-৭৪২১০৩। **মোঃ ৯৪৭৪৫৭৮৬৩৫/ ৮৪৩৬৯৯৩০১৯।**

বীরভূম

সংবাদ সারাদিন,
মৃণালজিৎ গোস্বামী, সিউড়ি, নিউ জঙ্গলপাড়া, বীরভূম-৭৩১১০১। **মোঃ ৯৬৭৪১৭০২২৪, ৯৭৭৫২৭৬০২১।**

মিডিয়া হাউস,
প্রঃ- পরিতোষ দাস, কীর্ণাহার স্টেশন রোড, থানা- নানুর, বীরভূম। **মোঃ ৯৪৩৪৩৪৮৮১৯, ৯১৫৩০৬০২০৯।**

লক্ষ্মী অনুষ্ঠান ভবন,
প্রযত্নে দীপক কুমার মণ্ডল, নতুন বাসস্ট্যান্ড, রামপুরহাট, বীরভূম। **মোঃ ৯৯৩৩০০২৭৩১/ ৯৩৩৩৩১২৬৭১।**

A2Advantage Ad Agency,
শেফালী আচার্য্য, বেলেডাঙ্গাল, ভীমগড়, খয়রাশোল, বীরভূম, মোঃ ৭৯০৮১৬৩৬৩৫

মা তারা অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সী,
অক্ষয় ধীবর, শঙ্করী অ্যাপার্টমেন্ট, ফটকদুয়ার রোড, রামপুরহাট, বীরভূম- ৭৩১২২৪, (বর্ণপরিচয় স্কুলের কাছে), ৯৪৩৪২৫২৫০৪, maatara.adagency@gmail.com

পুরুলিয়া

অরিজিৎ সেন, চকবাজার, কাপড়গলি, বনমালি সেন লেন, পুরুলিয়া-৭২৩১০১, মোঃ ৯৮৫১১৯৮১৬০।

হাওড়া

ঋদ্ধি সিদ্ধি, বিজয় কুমার শ, রঞ্জিত জেরক্স, ৭, ঋষি বঙ্কিম চন্দ্র রোড, বিল্ডিং, হাওয়া কোর্ট, স্টল নং ০৭, হাওখা-৭১১১০১, **ফোন- ৯৩৩০৬৬৯৫১৮**

বালি ফটোকপি সার্ভিস,
সন্দীপ দে, ২৫, ধর্মতলা রোড (বেলুড় স্টেশন রোড), ধর্মরাজ জিউ মন্দিরের কাছে, বেলুড় মঠ, হাওড়া-৭১১২০২, **মোঃ ৯৪৩২২৩২৫২৩।**

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

রাজ্যে গড়ে উঠছে ম্যাজিক স্কুল, সঙ্গে বাংলার জাদুচর্চার ইতিহাসের সংগ্রহশালা

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: বাংলার জাদুশিল্পকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দিতে বড় উদ্যোগ নিল রাজ্য সরকার। তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের উদ্যোগে রাজ্যে গড়ে তোলা হচ্ছে একটি ম্যাজিক স্কুল। একই সঙ্গে প্রতিষ্ঠা করা হবে বাংলার জাদুচর্চার ইতিহাসভিত্তিক একটি সংগ্রহশালা। এই প্রকল্পের রূপরেখা তৈরি ও বাস্তবায়নের জন্য ইতিমধ্যেই একটি পরামর্শদাতা কমিটি গঠন করা হয়েছে। কমিটির প্রধান উপদেষ্টা করা হয়েছে প্রখ্যাত জাদুশিল্পী পি.সি সরকারকে (জুনিয়র)। পাশাপাশি দেশের একাধিক বিশিষ্ট জাদুশিল্পীও কমিটির বিভিন্ন দায়িত্বে থাকবেন। এই কমিটির প্রথম বৈঠক বৃহস্পতিবার নন্দন প্রেক্ষাগৃহে অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের মন্ত্রী পূর্ণিমা চক্রবর্তী, দপ্তরের সচিব সৌমিত্র মোহন, প্রধান উপদেষ্টা পি.সি সরকার জুনিয়র, তাঁর স্ত্রী জয়শ্রী সরকার এবং কন্যা মানেকা সরকার -সহ অন্যান্য সদস্যরা।

নবান্ন সূত্রে খবর, প্রস্তাবিত ম্যাজিক স্কুলে জাদুশিল্পের কৌশল, ইতিহাস এবং মঞ্চ উপস্থাপনার মতো বিভিন্ন বিষয় নিয়ে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা থাকবে। পাশাপাশি বাংলার সমৃদ্ধ জাদুচর্চার ঐতিহ্য, কিংবদন্তি জাদুশিল্পীদের স্মারক, বিরল সামগ্রী, আলোকচিত্র এবং নথি সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে গড়ে তোলা হবে বিশেষ সংগ্রহশালা। সরকারের আশা, এই উদ্যোগের মাধ্যমে বাংলার জাদুশিল্প নতুন প্রজন্মের কাছে আরও জনপ্রিয় হয়ে উঠবে। একই সঙ্গে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রেও বাংলার দীর্ঘদিনের জাদুশিল্পের ঐতিহ্যকে তুলে ধরার একটি স্থায়ী পরিকাঠামো তৈরি হবে।

লাইনে রক্ষণাবেক্ষণের কাজের জন্য রবিবার ব্যাহত হবে মেট্রো পরিষেবা

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: আগামী ১ নভেম্বর, রবিবার দক্ষিণ কলকাতার মেট্রো যাত্রীদের জন্য বড়সড় দুর্ভোগের আশঙ্কা তৈরি হল। কলকাতা মেট্রো রেলের ব্লু লাইনে নেতাজি ও মহানায়ক উত্তম কুমার স্টেশনের মধ্যবর্তী অংশে জরুরি রক্ষণাবেক্ষণের কাজের জন্য ওই দিন একটি 'ট্রাফিক অ্যান্ড পাওয়ার ব্লক' নেওয়ার সিদ্ধান্ত নিল মেট্রো কর্তৃপক্ষ। শুক্রবার একটি নির্দেশিকায় কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, এই কাজের জন্য রবিবার সকাল ৯টা থেকে সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত দীর্ঘ ৯ ঘণ্টা কবি সুভাষের দিক থেকে ময়দান স্টেশন পর্যন্ত মেট্রো চলাচল সম্পূর্ণ বন্ধ থাকবে। ওই নির্দেশিকায় মেট্রো কর্তৃপক্ষ এই সাময়িক অসুবিধার জন্য যাত্রীদের কাছে আন্তরিক দুঃখপ্রকাশ করেছে। মেট্রো রেলের বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়, এই পাওয়ার ব্লকের কারণে রবিবার সকাল ৯টা থেকে সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত শহিদ ক্ষুদিরাম থেকে ময়দান স্টেশনের মধ্যে কোনও মেট্রো ট্রেন চলবে না। তবে ওই নির্দিষ্ট সময়ে কবি সুভাষের দিক বন্ধ থাকলেও উত্তর ও মধ্য কলকাতার যাত্রীদের জন্য দক্ষিণেশ্বর থেকে ময়দান স্টেশন পর্যন্ত মেট্রো পরিষেবা স্বাভাবিক রাখা হবে। ১ নভেম্বর দক্ষিণেশ্বর থেকে ময়দানগামী দিনের প্রথম মেট্রোটি ছাড়বে সকাল ৯টায়। অন্যদিকে, ময়দান থেকে দক্ষিণেশ্বরগামী দিনের প্রথম পরিষেবাটি চালু হবে সকাল ৯টা ১৫ মিনিটে। তবে রবিবার সন্ধ্যা ৬টার পর পরিস্থিতি স্বাভাবিক হলে পুনরায় সম্পূর্ণ ব্লু লাইন অর্থাৎ দক্ষিণেশ্বর থেকে কবি সুভাষ পর্যন্ত পুরো রুটেই ট্রেন চলাচল শুরু হবে। ওই দিন দুই প্রান্তিক স্টেশন, দক্ষিণেশ্বর এবং শহিদ ক্ষুদিরাম থেকে দিনের শেষ মেট্রো পরিষেবাগুলি অবশ্য অন্যান্য রবিবারের মতোই স্বাভাবিক সময়েই ছাড়বে।

অন্যদিকে, এই বিশেষ দিনে গ্রিন লাইন এবং ইয়েলো লাইনের পরিষেবা স্বাভাবিক থাকবে। তবে রবিবার হওয়ার দরুণ স্বাভাবিক নিয়মেই পার্পল লাইন এবং অরেঞ্জ লাইনের কোনও মেট্রো চলবে না। তবে বিশেষ একটি পরিবর্তনের কথা জানিয়ে বিজ্ঞপ্তি বলা হয়েছে, ১ নভেম্বর ইয়েলো লাইনে জয় হিন্দ বিমানবন্দর (দমদম বিমানবন্দর) থেকে দক্ষিণেশ্বর পর্যন্ত কোনও সরাসরি মেট্রো ট্রেন চালানো হবে না। ছুটির দিনে দক্ষিণ কলকাতার এই বিস্তীর্ণ অংশে মেট্রো বন্ধ থাকার কারণে কর্তৃপক্ষ যাত্রীদের বিকল্প গণপরিবহণ ব্যবহারের পরামর্শ দেওয়া দিয়েছে।

মুজফফরপুরের নিহত বাবা-ছেলের পরিবারের হাতে চেক তুলে দিলেন মন্ত্রী উমেশ রাই

নিজস্ব প্রতিবেদন, বিহার: কলকাতার চোরবাগানের মর্মান্তিক দুর্ঘটনায় প্রাণ হারানো বিহারের মুজফ্ফরপুরের বাসিন্দা বাবা ও ছেলের শোকসন্তপ্ত পরিবারের হাতে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর পাঠানো আর্থিক ক্ষতিপূরণের চেক তুলে দিলেন মন্ত্রী উমেশ রাই। মৃতদের পরিবারের জন্য মোট ৫০ লক্ষ টাকার দুটি পৃথক চেক (প্রত্যেকের জন্য ২৫ লক্ষ টাকা করে) তুলে দেওয়ার পাশাপাশি, নিজের মোবাইল ফোন থেকে ভিডিও কলের মাধ্যমে শোকগ্রস্ত পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে সরাসরি মুখ্যমন্ত্রীর কথাও বলিয়ে দেন তিনি। ভিডিও কলে কথা বলার সময় মুখ্যমন্ত্রী পরিবারের সদস্যদের প্রতি গভীর সমবেদনা জানান এবং এই চরম বিপদের সময়ে তাঁদের পাশে থাকার সম্পূর্ণ আশ্বাস দেন। উল্লেখ্য, চোরবাগানের ওই ভয়াবহ দুর্ঘটনায় প্রাণ হারিয়েছিলেন মোট ১৯ জন দর্শনার্থী। তাঁদের মধ্যে ১৭ জন ছিলেন পশ্চিমবঙ্গের বাসিন্দা। সেই সময় মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী নিজে উপস্থিত থেকে রাজ্যের ১৭টি শোকসন্তপ্ত পরিবারের হাতে আর্থিক ক্ষতিপূরণ তুলে দিয়েছিলেন। তবে একই দুর্ঘটনায় বিহারের মুজফ্ফরপুরের একই পরিবারের বাবা ও ছেলেও প্রাণ হারান। ভিন রাজ্যের বাসিন্দা হওয়া সত্ত্বেও তাঁদের প্রতি সমবেদনা জানিয়ে এবং মানবিক দায়বদ্ধতা থেকে

চোরবাগান বিপর্যয়

এই আর্থিক সহায়তার উদ্যোগ নেন মুখ্যমন্ত্রী। শুক্রবার মন্ত্রী উমেশ রাইয়ের মাধ্যমে এই সাহায্য পৌঁছে দিয়ে রাজ্য সরকার স্পষ্ট বার্তা দিয়েছে যে বিপদের দিনে মানবিক সহযোগিতার ক্ষেত্রে কোনও ভৌগোলিক সীমারেখা থাকে না। একই সঙ্গে দুই সদস্যকে হারানোর অপূরণীয় ক্ষতি কোনো কিছু দিয়েই পূরণ করা সম্ভব নয়, তবে এই কঠিন সময়ে মুখ্যমন্ত্রীর সরাসরি ভিডিও কলে কথা বলা এবং আর্থিক সাহায্য পাঠানো শোকাহত পরিবারটিকে কিছুটা হলেও মানসিক ভরসা জোগালো বলেই পরিবার সূত্রে দাবি।

ডিসেম্বরের মাঝামাঝিতে সেক্টর ফাইভ পর্যন্ত ছুটবে অরেঞ্জ লাইনের মেট্রো? প্রধানমন্ত্রীর হাত ধরে উদ্বোধনের তোড়জোড়

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: বড়দিনের আগেই শহরের পরিবহণ মানচিত্রে যুক্ত হতে চলেছে নতুন পালক। আগামী ডিসেম্বরের মাঝামাঝি সময় থেকেই বেলেঘাটা থেকে সল্টলেক সেক্টর ফাইভ পর্যন্ত মেট্রো পরিষেবা চালু করে দেওয়ার লক্ষ্যে চূড়ান্ত তৎপরতা শুরু হয়েছে মেট্রো ভবনে। মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর বিশেষ আর্জিতে সাড়া দিয়ে খোদ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর হাত ধরেই 'অরেঞ্জ লাইন'-এর এই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সম্প্রসারিত অংশের উদ্বোধন করাতে চাইছে রেল মন্ত্রক। সবকিছু পরিকল্পনামাফিক চললে, আগামী ১৭ ডিসেম্বর কলকাতা আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবের উদ্বোধনের দিনই এই মেট্রো রুটের সূচনা হতে পারে।

নবান্ন ও মেট্রো রেল সূত্রে খবর, প্রথমে আগামী ২৫ ডিসেম্বর, বড়দিনের দিন নিউ গড়িয়া থেকে সেক্টর ফাইভ পর্যন্ত সম্পূর্ণ অংশে মেট্রো চালানোর লক্ষ্যমাত্রা নেওয়া হয়েছিল। কিন্তু গত সোমবার রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণবের সঙ্গে কথা বলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। তিনি রেলমন্ত্রীকে জানান, আগামী ১৭ ডিসেম্বর থেকে শহরে কলকাতা আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব শুরু হচ্ছে। তার ঠিক পরেই রয়েছে প্রবাসী ভারতীয়দের সম্মেলন এবং 'ওয়ার্ল্ড এনার্জি উইক'-এর মতো মেগা ইভেন্ট। এই আন্তর্জাতিক অনুষ্ঠানগুলির কথা মাথায় রেখে ১৭ ডিসেম্বরের আগেই সেক্টর ফাইভ পর্যন্ত মেট্রো পরিষেবা যাত্রীদের জন্য খুলে দেওয়ার অনুরোধ জানান মুখ্যমন্ত্রী।

মুখ্যমন্ত্রীর এই অনুরোধের পরেই নড়েচড়ে বসে রেল মন্ত্রক। রেলমন্ত্রী জানিয়েছেন, স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী এই পথের উদ্বোধন করবেন এবং তার জন্য প্রধানমন্ত্রীর দপ্তরের (পিএমও) কাছে ইতিমধ্যেই সময় চাওয়া হয়েছে। উল্লেখ্য, ১৭ ডিসেম্বর চলচ্চিত্র উৎসবের উদ্বোধনের জন্যও প্রধানমন্ত্রীকে আমন্ত্রণ জানানো হচ্ছে। মেট্রো কর্তাদের একাংশের মতে, প্রধানমন্ত্রী যদি ওই দিন শহরে আসেন, তবে সে দিনই যাতে মেট্রোর উদ্বোধন সেরে ফেলা যায়, সেই লক্ষ্যে ১৫ ডিসেম্বরের মধ্যে সমস্ত কাজ সম্পূর্ণ করার ডেডলাইন বেঁধে দেওয়া হয়েছে। দীর্ঘদিন ধরে চিংড়িঘাটা মোড়ে পিলার তৈরির জট থাকায় থমকে ছিল নিউ গড়িয়া-বিমানবন্দর (অরেঞ্জ লাইন) মেট্রোর বেলেঘাটা থেকে সেক্টর ফাইভ অংশের কাজ। প্রশাসনিক মহলের দাবি, রাজ্যে 'ডবল ইঞ্জিন' সরকার দায়িত্ব নেওয়ার পরেই কেন্দ্র-রাজ্য সমন্বয়ে দ্রুত সেই জট কাটিয়ে ওঠা সম্ভব হয়েছে। গত ১০ অক্টোবর, মহালয়ার দিন থেকে বেলেঘাটা ও সেক্টর ফাইভের (আইটি সেন্টার স্টেশন) মধ্যে শুরু হয়েছে ট্রায়াল রান। বর্তমানে নিয়মিত মহড়া চলছে ওই লাইনে, যার মাধ্যমে পরিকাঠামো এবং সিগন্যালিং ব্যবস্থার শেষ মুহূর্তের কার্যকারিতা যাচাই করে নেওয়া হচ্ছে। মেট্রো ভবন সূত্রের খবর, আগামী কয়েক দিনের মধ্যেই চূড়ান্ত ছাড়পত্রের জন্য 'কমিশনার অফ রেলওয়ে সেফটি' (সিআরএস)-র কাছে পরিদর্শনের আবেদন জানানো হবে। সিআরএস কর্তারা সরেজমিনে পরিকাঠামো খতিয়ে দেখার পর তাঁদের পর্যবেক্ষণ জানাবেন। কোথাও কোনও ত্রুটি থাকলে তা দ্রুত মেরামত করে ১৫ ডিসেম্বরের মধ্যেই লাইনটিকে যাত্রী পরিবহণের জন্য পুরোপুরি তৈরি করে ফেলা হবে।

বেলেঘাটা থেকে সেক্টর ফাইভ পর্যন্ত এই অংশে পরিষেবা চালু হলে অরেঞ্জ লাইনের মানচিত্রে নতুন করে যুক্ত হবে গৌরকিশোর ঘোষ, নলবন এবং আইটি সেন্টার (সেক্টর ফাইভ) স্টেশন। এর ফলে দক্ষিণ কলকাতার নিউ গড়িয়া, রুবি এবং ইএম বাইপাস সংলগ্ন বিস্তীর্ণ এলাকার বাসিন্দারা সরাসরি মেট্রোয় চেপেই সল্টলেকের

রাজ্য ছেড়ে অসমের পথে বক্সার বাঘিনী, রয়্যাল বেঙ্গলকে ফেরাতে প্রতিবেশী রাজ্যে যাবেন বনমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিবেদন, আলিপুরদুয়ার: বক্সা ব্যাঘ্র প্রকল্পকে ফের বাঘের গর্জনে মুখরিত করার উদ্যোগে বড়সড় ধাক্কা এল। আলিপুরদুয়ারের বক্সা অভয়ারণ্যে ছাড়ার মাত্র ২৪ দিনের মাথায় সীমানা পেরিয়ে প্রতিবেশী রাজ্য অসমে চলে গেল বিহার থেকে আনা নতুন বাঘিনী। বর্তমানে অসমের রাইমোনার জঙ্গলকে সে আস্তানা করেছে। এই পরিস্থিতিতে বাংলার রয়্যাল বেঙ্গল টাইগারটিকে সুরক্ষিতভাবে ফিরিয়ে আনতে এবার সরাসরি অসম যাচ্ছেন রাজ্যের বনমন্ত্রী মনোজকুমার ওঁরাও। অসম সরকারের উচ্চপদস্থ আধিকারিক ও সেই রাজ্যের বন দপ্তরের সঙ্গে যৌথ বৈঠক করে বাঘিনিকে ফেরানোর রূপরেখা তৈরি করতেই তাঁর এই সফর বলেই বন দপ্তর সূত্রে খবর। আজ তিনি অসমের উদ্দেশ্যে রওনা দেবেন বলেই দপ্তর সূত্রে জানা গেছে। রাজ্যের বক্সা অভয়ারণ্য দীর্ঘ বছর ধরে বাঘ শূন্য থাকায় সেখানে নতুন করে বাঘের স্থায়ী পরিবার গড়ে তোলার মহাপরিকল্পনা হাতে নেয় রাজ্য সরকার। সেই উদ্দেশ্য নিয়ে গত ২ অক্টোবর মহাত্মা গান্ধির জন্মজয়ন্তীতে বিহার থেকে আনা এই বাঘিনীকে বক্সার জঙ্গলে মুক্ত করা হয়েছিল। ওই বিশেষ অনুষ্ঠানে স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী, কেন্দ্রীয় বন ও পরিবেশমন্ত্রী ভূপেন্দ্র যাদব-সহ বহু বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব উপস্থিত ছিলেন। জঙ্গলে ছাড়ার পর প্রথম কয়েক দিন বক্সার কোর এলাকাতেই ওই বাঘিনী ঘোরাফেরা করলেও, অক্টোবরের শেষের দিকে রেডিও কলারের সিগন্যাল ট্র্যাক করে বন দপ্তরের আধিকারিকেরা জানতে পারেন যে সে রাজ্যের সীমানা পার করে গেছে। বক্সার জঙ্গল থেকে মাত্র চার কিলোমিটার দূরে অবস্থিত আসামের রাইমোনা জাতীয় উদ্যানে এখন সে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

ভিভো স্মার্টফোন ভিভোএস২ এফই দিয়ে এস-সিরিজের পরিসর বাড়াল

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: ভারতের ফ্যাশন-সচেতন ও সর্বদা কানেক্টেড থাকতে পছন্দ করা তরুণ প্রজন্মের ক্রমবর্ধমান চাহিদাকে কথা মাথায় রেখে ভিভো ভারতে তাদের এস-সিরিজের পরিসর বাড়াতে ভিভো এস২ এফই স্মার্টফোনটি বাজারে আনার ঘোষণা করল। এই ফোনটির মূল আকর্ষণ হল এর শক্তিশালী ১০,০০০ এমএএইচ ব্যাটারি। এই ব্যাটারিটি বিশ্বমঞ্চে তার অসাধারণ সক্ষমতার প্রমাণ দিয়েছে; দীর্ঘতম ইলেকট্রনিক পণ্য পরীক্ষার লাইভস্ট্রিম' বিভাগে ৩২ ঘণ্টা ৩৭ মিনিটের রেকর্ড সময় ধরে চলে এটি 'গিনেস ওয়ার্ল্ড রেকর্ড' গড়েছে। দীর্ঘস্থায়ী ব্যাটারি পাওয়ার, ট্রেন্ডি ডিজাইন, চমৎকার বিনোদন অভিজ্ঞতা, কার্যকর ক্যামেরা এবং সাবলীল পারফরম্যান্সের সমন্বয়ে তৈরি ভিভো এস২ এফই। দীর্ঘ যাতায়াত, গেমিং সেশন, স্ট্রিমিং, কন্টেন্ট তৈরি কিংবা সামাজিক মুহূর্ত ধরে রাখতে ব্যবহারের সময় বারবার চার্জ বাঁচানোর চিন্তা না করেই তারা নিজেদের পছন্দের কাজে মগ্ন থাকতে পারেন।

একদিন
আমার শহর
কলকাতা, ৩১ অক্টোবর ২০২৬, ১৩ কার্তিক ১৪৩৩, শনিবার

সল্টলেকে বিজেপির সদর দপ্তরে জনতার দরবারে উপস্থিত হলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী, শুনলেন জনসাধারণের অভাব-অভিযোগ। ছবি: অদিতি সাহা

তদন্তের তথ্য ফাঁস ও 'মিডিয়া ট্রায়াল' রুখতে সুপ্রিম কোর্টে অভিষেক

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: নিজের বিরুদ্ধে চলা বিভিন্ন মামলার তদন্তের তথ্য সংবাদমাধ্যমে ফাঁস করা এবং তা নিয়ে 'মিডিয়া ট্রায়াল' বা মনগড়া খবর প্রচার বন্ধের দাবিতে দেশের শীর্ষ আদালতের দ্বারস্থ হলেন ডায়মন্ডহারবার লোকসভার সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। কলকাতা হাইকোর্টে এই বিষয়ে জরুরি ভিত্তিতে শুনানির আবেদন মঞ্জুর না হওয়ায় তিনি সুপ্রিম কোর্টে আবেদন করেন। আগামী সোমবার শীর্ষ আদালতে এই মামলার শুনানির দিন ধার্য করা হয়েছে।

আদালতে দায়ের করা আবেদনে ডায়মন্ড হারবারের সাংসদ অভিযোগ করেন যে, তাঁর বিরুদ্ধে চলা বিভিন্ন মামলার তদন্ত প্রক্রিয়া চলাকালীন তাঁর ব্যক্তিগত তথ্য, জিজ্ঞাসাবাদের বিষয় এবং তদন্তের অগ্রগতি সুপরিকল্পিতভাবে সংবাদমাধ্যমের কাছে প্রকাশ করে দেওয়া হচ্ছে। অভিষেকের আইনজীবীদের বক্তব্য, এভাবে তথ্য বাইরে চলে এলে মূল তদন্ত প্রক্রিয়া প্রভাবিত হতে পারে। এর পাশাপাশি তাঁর সামাজিক সুনাম, মর্যাদা এবং ব্যক্তিগত গোপনীয়তার অধিকারও মারাত্মকভাবে ক্ষুণ্ণ হচ্ছে। মামলায় উল্লেখ করা হয়েছে যে, ২০২৪ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশ মেনে তদন্তাধীন বিষয়ের রিপোর্টিং সংক্রান্ত একটি গাইডলাইন বা নির্দেশিকা জারি করা হয়েছিল। তা সত্ত্বেও সংবাদমাধ্যমের একটি অংশ সম্পূর্ণ কাল্পনিক ও মনগড়া খবর পরিবেশন করে চলেছে। সেই মামলার নথিতে সাম্প্রতিক কিছু ঘটনার উদাহরণ দিয়ে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় জানিয়েছেন, গত জুন মাসে বিধায়কদের সই জালের একটি অভিযোগে ভবানী ভবনে তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়েছিল। সেই দিন তাঁকে কী প্রশ্ন করা হয়েছে এবং তিনি কী উত্তর দিয়েছেন, তা নিয়ে সংবাদমাধ্যমে নানারকম চটকদার খবর চালানো হয়। এছাড়া গত সেপ্টেম্বর মাসে তাঁর বিদেশ যাত্রার

আগে 'তিনি ২৫টি ব্যাগ নিয়ে পালিয়ে যাচ্ছেন' কিংবা বিদেশে তাঁর ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে অত্যন্ত কুরুচিকর ও ভিত্তিহীন সংবাদ পরিবেশন করা হয়েছে বলে তিনি দাবি করেন। এই কারণে একাধিক জাতীয় ও আঞ্চলিক মিডিয়া হাউজকে এই মামলায় পক্ষ করা হয়েছে। আদালতের কাছে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের আবেদন, পুলিশ বা অন্য কোনও তদন্তকারী সংস্থা যাতে তদন্তের ভেতরের তথ্য বাইরে প্রকাশ না করে, তার জন্য সুনির্দিষ্ট নির্দেশ দেওয়া হোক। অথবা আদালত সংবাদমাধ্যমকে এমন সব খবর প্রকাশ করা থেকে বিরত থাকার নির্দেশ দিক, যা সামাজিক সম্মানহানি করে বা তদন্তে প্রভাব ফেলতে পারে।

উল্লেখ্য, এই মামলাটি প্রথমে কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি কৃষ্ণা রাও-এর এজলাস হয়ে বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্যের এজলাসে গিয়েছিল। তবে হাইকোর্ট এই মামলার দ্রুত শুনানির প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করে জানায় যে, এখনই জরুরি ভিত্তিতে শুনানির কোনও দরকার নেই এবং বিষয়টি আগামী নভেম্বর মাসে তালিকাভুক্ত করা হবে। হাইকোর্টে আপাতত কোনও তাৎক্ষণিক সুরাহা না মেলাতেই সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হওয়ার সিদ্ধান্ত নেন ডায়মন্ড হারবারের সাংসদ। সোমবার শীর্ষ আদালত এই বিষয়ে কী পদক্ষেপ করে, এখন সেদিকেই তাকিয়ে আছে রাজনৈতিক ও আইনি মহল।

মাত্র ওপেনিং ব্যাটসম্যান নেমেছে, পুরো ইনিংস বাকি

স্বাস্থ্যসাথীতে ২৫-৩০ লক্ষ ভুয়ো কার্ডের হদিশ পেয়ে সরব স্বাস্থ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: মাত্র ওপেনিং ব্যাটসম্যান নেমেছে, তাতেই ২৫-৩০ কোটি টাকার দুর্নীতি দেখতে পাচ্ছি। পুরো ইনিংস খেলা এখনও বাকি। স্বাস্থ্যসাথী প্রকল্পে বিপুল আর্থিক অনিয়মের হদিশ পাওয়ার পর এভাবেই নিজের তীব্র প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করলেন রাজ্যের স্বাস্থ্যমন্ত্রী শারদ্বত মুখোপাধ্যায়। তাঁর স্পষ্ট বক্তব্য, এই তদন্ত এখনও একেবারেই প্রাথমিক পর্যায়ে রয়েছে। বর্তমানে যে তথ্য সামনে এসেছে, তা আসলে দুর্নীতির হিমশৈলের চূড়ামাত্র। রাজ্য সরকারের অভ্যন্তরীণ তথ্য এবং বাড়ি বাড়ি গিয়ে সরকারি কর্মীদের চালানো বিশেষ যাচাইকরণ অভিযানেই স্বাস্থ্যসাথী প্রকল্প নিয়ে এই ভয়ঙ্কর দুর্নীতির চিত্র প্রকাশ্যে আসছে। সূত্রের খবর, রাজ্যে প্রায় ২৫ থেকে ৩০ লক্ষ ভুয়ো বা অস্তিত্বহীন স্বাস্থ্যসাথী কার্ডের সন্ধান মিলেছে। কেন্দ্রীয় প্রকল্প 'আয়ুষ্মান ভারত' এবং রাজ্যে নতুন চালু হতে যাওয়া 'মুখ্যমন্ত্রী স্বাস্থ্যবিমা যোজনা'-র প্রস্তুতি ও নতুন কার্ড তৈরির প্রক্রিয়া শুরু হতেই এই বিপুল গরমিল ধরা পড়ে। নবান্ন সূত্রের দাবি, এই বিপুল সংখ্যক জাল কার্ডগুলির প্রিমিয়াম বাবদ প্রতি বছর সরকারি কোষাগার

থেকে প্রায় ৩০ কোটি টাকা বেসরকারি বিমা সংস্থাগুলির পকেটে চলে যাচ্ছিল। এই বিষয়ে রাজ্যের বর্তমান স্বাস্থ্যমন্ত্রী শারদ্বত মুখোপাধ্যায়ের দাবি, স্বাস্থ্যসাথী প্রকল্পের এই অনিয়ম কেবল ভুয়ো কার্ডের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নেই। তদন্তে যে সমস্ত সম্ভাব্য ক্ষেত্রগুলি খতিয়ে দেখা হচ্ছে, তার দীর্ঘ তালিকায় রয়েছে, ভুয়ো উপভোক্তা সাজানো, চিকিৎসার ভুয়ো বিল বা দাবি পেশ, ভুয়ো চিকিৎসক খাড়া করা, চিকিৎসকের জাল সই ব্যবহার, হাসপাতাল সংক্রান্ত পরিকাঠামোগত কারচুপি, থার্ড পার্টি অ্যাডমিনিস্ট্রেটর বা টিপিএ স্তরে ব্যাপক অসঙ্গতি এবং বিমা প্রক্রিয়ার বিভিন্ন ধাপে ভুয়ো নথির ব্যবহার। পুরো বিষয়টি খতিয়ে দেখতে ইতিমধ্যেই এই সম্পূর্ণ আর্থিক অনিয়মের একটি উচ্চপর্যায়ের 'ফরেনসিক অডিট' বা পুঙ্খানুপুঙ্খ তদন্ত শুরু করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। শুক্রবার স্বাস্থ্যমন্ত্রী ইঙ্গিত দেন যে, অতীতে 'লক্ষ্মীর ভাণ্ডার' প্রকল্পেও কিছু অসঙ্গতি ধরা পড়েছিল, তবে স্বাস্থ্যসাথী প্রকল্পের এই অনিয়মের পরিধি ও গভীরতা তার চেয়েও অনেক বেশি বড় হতে পারে। রাজ্যে ২০১৬ সালের ৩০ ডিসেম্বর এই স্বাস্থ্যসাথী প্রকল্পের সূচনা হয়েছিল এবং ২০১৭ সালের ১ ফেব্রুয়ারি থেকে এটি পুরোপুরি কার্যকর হয়। এই সমাজকল্যাণমূলক প্রকল্পে প্রতিটি নথিভুক্ত পরিবারকে বছরে ৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত বিনামূল্যে বা ক্যাশলেস চিকিৎসার সুবিধা দেওয়া হত, যার সম্পূর্ণ প্রিমিয়ামের খরচ বহন করত রাজ্য সরকার। কিন্তু নতুন সরকার দায়িত্ব নেওয়ার পরই স্বাস্থ্যসাথীর পুরনো ব্যবস্থায় চিরুনি তল্লাশি ও শুদ্ধিকরণ অভিযান শুরু করে। তাতেই দেখা যায় যে, উপভোক্তা থেকে শুরু করে হাসপাতাল এবং বিমা ব্যবস্থার একাধিক স্তরে জাল ছড়িয়ে সরকারি অর্থ আত্মসাৎ করা হচ্ছিল। পুরো ইনিংসের খেলা শেষে এই দুর্নীতির অঙ্ক কোথায় গিয়ে ঠেকে, এখন সেটাই দেখার।

পিসি-ভাইপো বাংলায় লুটেপুটে খেয়েছে: অর্জুন সিং

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর : পিসি-ভাইপো বাংলায় লুটেপুটে খেয়েছে। মোটা অংকের দেনা মাথায় নিয়ে দায়িত্বভার নিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। শুক্রবার সন্ধেয় ব্যারাকপুর থানায় আয়োজিত বিজয়া সম্মিলনী অনুষ্ঠানে যোগ দিয়ে সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে এমনটাই বললেন রাজ্যের পরিবহণ ও শ্রম দপ্তরের মন্ত্রী অর্জুন সিং। তাঁর অভিযোগ, সারদা, রোজভ্যালি-সহ একাধিক চিটফান্ডের অর্থ ছাড়াও কয়লা, বালি, পাথর, গরু পাচারের টাকাও ওঁদের ঝুলিতে গেছে। উক্ত বিজয়া সম্মিলনী অনুষ্ঠানে হাজির ছিলেন ব্যারাকপুর থানার ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক হিমাদ্রি ডোগরা। এদিন সন্ধেয় জগদ্দল থানার উদ্যোগে শ্যামনগর রবীন্দ্রভবন কম্পাউন্ডে আয়োজিত বিজয়া সম্মিলনী

অনুষ্ঠানে হাজির ছিলেন মন্ত্রী অর্জুন সিং। সেখানে হাজির ছিলেন জগদ্দলের বিধায়ক রাজেশ কুমার, জগদ্দল থানার ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক কল্লোল কুমার ঘোষ। এদিন রাতে বীজপুর থানার উদ্যোগে আয়োজিত বিজয়া সম্মিলনী অনুষ্ঠানে হাজির ছিলেন রাজ্যের পরিবহণ ও শ্রম দপ্তরের মন্ত্রী অর্জুন সিং, বিধায়ক সুদীপ্ত দাস প্রমুখ। বিজেপির ব্যারাকপুর-৩ মণ্ডলের উদ্যোগে টিটাগড়ে আয়োজিত বিজয়া সম্মিলনী অনুষ্ঠানে মন্ত্রী ছাড়াও হাজির ছিলেন চিকিৎসক চন্দ্রমণি শুক্লা, ব্যারাকপুর-৩ মণ্ডল সভাপতি সন্তোষ সিং প্রমুখ। টিটাগড়ে সংবাদ মাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে রাজ্যের মন্ত্রী অর্জুন সিং বলেন, যে যেমন গিফট দেবে, সে তেমন পাল্টা গিফটও ফেরত পাবেন। প্রসঙ্গত, প্রয়াত বিজেপি নেতা মণীশ শুক্লাকে নিয়ে ব্যারাকপুর বিধানসভা কেন্দ্র জুড়ে জোর চর্চা চলছে। এপ্রসঙ্গে মন্ত্রী বলেন, যারা এই ধরনের চর্চা করছেন, তারা ঠিক কাজ করছেন না, অবিলম্বে মণীশকে নিয়ে চর্চা বন্ধ হওয়া উচিত।

টানা জেরার মুখে প্রাক্তন মন্ত্রী ইন্দ্রনীল, দিচ্ছেন না প্রশ্নের সদুত্তর

নজর আত্মীয়দের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: দুর্গাপুজোর ভিআইপি পাস বেআইনিভাবে বিক্রি থেকে শুরু করে তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের অধীনে হওয়া বিভিন্ন সরকারি অনুষ্ঠান এবং কলকাতা বইমেলার টেন্ডার প্রক্রিয়া, সর্বত্রই জড়িয়ে আছে কোটি কোটি টাকার বিরাট আর্থিক কেলেঙ্কারি। প্রাক্তন তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের প্রতিমন্ত্রী ইন্দ্রনীল সেনকে গ্রেপ্তার করার পর এবার এই চাঞ্চল্যকর তথ্য সামনে নিয়ে এলেন তদন্তকারী আধিকারিকরা। ঘটনার তদন্তে গোয়েন্দাদের প্রাথমিক অনুমান, এই আর্থিক অনিয়ম ও দুর্নীতির অঙ্ক অন্তত ১১৫ কোটি টাকা ছাড়িয়ে যেতে পারে। আদালত থেকে ১৩ দিনের জন্য নিজেদের হেপাজতে পাওয়ার পর, বৃহস্পতিবার থেকে প্রাক্তন এই মন্ত্রী তথা বিশিষ্ট সঙ্গীতশিল্পীকে দফায় দফায় জেরা শুরু করেছেন তদন্তকারী আধিকারিকেরা। তদন্তকারী সংস্থা সূত্রে খবর, জেরার সময় ইন্দ্রনীল সেনের সামনে বিভিন্ন টেন্ডার বণ্টনের ফাইল, সরকারি অর্থ খরচের অডিট রিপোর্ট এবং প্রভাবশালীদের সঙ্গে আর্থিক লেনদেনের একাধিক সুনির্দিষ্ট তথ্য ও নথি তুলে ধরা হয়েছিল। তবে দীর্ঘ জিজ্ঞাসাবাদের মুখে প্রাক্তন মন্ত্রী বহু প্রশ্নের সদুত্তর দেননি এবং তদন্তের বহু গুরুত্বপূর্ণ দিক সুকৌশলে এড়িয়ে যান। গোয়েন্দাদের মূল অভিযোগ, তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের সব বড় বড় অনুষ্ঠান এবং বইমেলার কাজের বরাত নিয়ম মেনে কোনও প্রতিযোগিতামূলক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে দেওয়া হয়নি।

আরজি কর আর্থিক দুর্নীতি-কাণ্ডে এবার জামিন পেলেন ব্যবসায়ী সুমন হাজরা

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: আরজি কর মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালের বহু চর্চিত আর্থিক দুর্নীতি মামলায় বড়সড় আইনি স্বস্তি পেলেন অন্যতম মূল অভিযুক্ত তথা 'হাজরা মেডিক্যাল'-এর মালিক সুমন হাজরা। মামলার মূল অভিযুক্ত ও হাসপাতালের প্রাক্তন অধ্যক্ষ সন্দীপ ঘোষের পর, এবার সুমন হাজরারও শর্তসাপেক্ষে জামিন মঞ্জুর করল কলকাতা হাইকোর্ট। শুক্রবার হাইকোর্টের বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষের একক বেঞ্চ ২০ হাজার টাকার দুটি শিওরিটি বন্ডের বিনিময়ে এই জামিনের নির্দেশ দেন। কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা সিবিআইয়ের অভিযোগ অনুযায়ী, আরজি কর হাসপাতালের প্রাক্তন অধ্যক্ষ সন্দীপ ঘোষের সঙ্গে সরাসরি যোগসাজশ ছিল চিকিৎসা সরঞ্জাম ব্যবসায়ী সুমন হাজরার। ২০২১ থেকে ২০২৪ সালের মধ্যে হাসপাতালের ওষুধ ও চিকিৎসার যন্ত্রপাতি কেনাকাটার ক্ষেত্রে নিয়ম বহির্ভূতভাবে একটি নির্দিষ্ট ব্যবসায়ী গোষ্ঠী বা 'কার্টেল' তৈরি করা হয়েছিল। সুনির্দিষ্ট প্রতিযোগিতামূলক দরপত্র প্রক্রিয়াকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে, অন্য ব্যবসায়ীদের সুযোগ না দিয়ে পছন্দের সংস্থাকে হাসপাতালের বরাতি কাজ পাইয়ে দেওয়া হত। যদিও সিবিআইয়ের দাবি, বাজারদরের চেয়ে অনেক বেশি দামে চিকিৎসা সরঞ্জাম সরবরাহ এবং ভুয়ো নথির ব্যবহারের মাধ্যমে সরকারি কোষাগারের প্রায় ৭ কোটি টাকার আর্থিক ক্ষতি করা হয়েছে। এই দুর্নীতির অভিযোগে ২০২৪

সালের ২ সেপ্টেম্বর সুমন হাজরাকে গ্রেপ্তার করেছিল সিবিআই। পরবর্তীতে এই আর্থিক নয়ছয়ের তদন্তে নামে এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেটও। সুমন হাজরাকে জামিন দিলেও তাঁর গতিবিধির ওপর একাধিক কঠোর শর্ত আরোপ করেছে কলকাতা হাইকোর্ট। আদালতের নির্দেশিকা অনুযায়ী, বিচারপ্রক্রিয়া চলাকালীন সুমনকে নিম্ন আদালতে প্রতিটি শুনানির দিন নিয়মিত হাজিরা দিতে হবে। কলকাতা, হাওড়া এবং বিধাননগর এলাকার বাইরে তিনি অনুমতি ছাড়া যেতে পারবেন না এবং নিজের পাসপোর্টটি আদালতের কাছে জমা রাখতে হবে। এর পাশাপাশি, তদন্তকারী আধিকারিকের কাছে তাঁকে একটি নির্দিষ্ট মোবাইল নম্বর জমা দিতে হবে এবং কোনও অবস্থাতেই মামলার কোনও সাক্ষীকে প্রভাবিত বা ভয় দেখানো যাবে না বলে স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছে আদালত। নির্দেশ অমান্য হলে বা শর্তের কোনও একটি লঙ্ঘন হলে জামিন বাতিল হতে পারে বলে জানিয়েছে আদালত।

জোড়া নিম্নচাপের থাবা, হেমন্তের শুরুতেই মেঘলা আকাশ, রাজ্যজুড়ে দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়া

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: হেমন্তের মরশুমের শুরুতেই রাজ্যের আকাশে দুর্যোগের ঘনঘটা। ঘূর্ণিঝড় 'অর্ণব'-এর অবশিষ্টাংশ একটি সুস্পষ্ট নিম্নচাপে পরিণত হওয়ার পাশাপাশি বঙ্গোপসাগরের বুকেই তৈরি হয়েছে আরও একটি নতুন নিম্নচাপ। এই জোড়া নিম্নচাপের সাঁড়াশি আক্রমণে শুক্রবার সকাল থেকেই কলকাতা ও দক্ষিণবঙ্গসহ গোটা রাজ্যের আকাশ মেঘলা থাকায় দফায় দফায় বৃষ্টি হয়। আবহাওয়া দপ্তরের পূর্বাভাস অনুযায়ী, আগামী ৫ নভেম্বর পর্যন্ত রাজ্যের আবহাওয়া মোটের উপর একই রকম থাকবে এবং বিক্ষিপ্তভাবে বৃষ্টিপাত জারি থাকবে। আলিপুর আবহাওয়া অফিসের সাম্প্রতিক বুলেটিনে জানানো হয়, আন্দামান সাগরের ওপর তৈরি হওয়া ঘূর্ণাবর্তটি শক্তি বাড়িয়ে বর্তমানে দক্ষিণ-পূর্ব বঙ্গোপসাগর এবং সংলগ্ন আন্দামান-নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ এলাকায় নিম্নচাপ হিসেবে অবস্থান করছে। আবহাওয়াবিদদের অনুমান, এই নিম্নচাপ ক্রমশ উত্তর-পশ্চিম দিকে অগ্রসর হবে এবং সমুদ্র থেকে আরও শক্তি সঞ্চয় করে গভীর নিম্নচাপে পরিণত হতে পারে। ভারতের মৌসম ভবন জানিয়েছে, এই নিম্নচাপটির প্রাথমিক অভিমুখ রয়েছে অন্ধ্রপ্রদেশ উপকূলের দিকে। এর জেরে শুক্রবার দিনভর কলকাতা এবং দক্ষিণবঙ্গের অধিকাংশ জেলায় বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা থেকে মাঝারি ধরনের বৃষ্টিপাত হয়েছে। অন্য দিকে, শুক্রবার থেকে উত্তরবঙ্গের জেলাগুলিতে বৃষ্টির তীব্রতা ও ব্যাপকতা অনেকটাই বৃদ্ধি পাবে বলে সতর্ক করেছেন আবহাওয়াবিদেরা। বিশেষ করে দার্জিলিং এবং জলপাইগুড়ি জেলায় অতি ভারী বৃষ্টির কারণে কমলা সতর্কতা জারি করা হয়েছে এবং কিছু কিছু এলাকায় সর্বোচ্চ ২০০ মিলিমিটার পর্যন্ত বৃষ্টিপাত হতে পারে। এছাড়া কালিম্পং ও আলিপুরদুয়ারে ভারী বৃষ্টির জন্য হলুদ সতর্কতা দেওয়া হয়েছে, যেখানে ঘণ্টায় ৩০ থেকে ৪০ কিলোমিটার গতিবেগে দমকা বাতাস বইতে পারে। তবে আবহাওয়া দপ্তর আশ্বস্ত করে জানিয়েছে যে, আজ শনিবার থেকে বৃষ্টির পরিমাণ কিছুটা কমলেও ১ থেকে ৫ নভেম্বর পর্যন্ত আকাশ মূলত আংশিক মেঘলাই থাকবে।

কৃষিপণ্যের সাশ্রয়ী মূল্য ও সারের দাম কমানোর দাবিতে ভারতীয় কিষান সংঘের সমাবেশ

বিভিন্ন দাবিদাওয়া সম্বলিত স্মারকলিপি প্রদান মুখ্যমন্ত্রীকে

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: কৃষি পণ্যের লাভজনক মূল্য নিশ্চিত করা এবং রাসায়নিক সারের উৎপাদন ও বিপণন ব্যয় কমানো-সহ একগুচ্ছ দাবিতে কলকাতার বুকে সমাবেশ করল ভারতীয় কিষান সংঘ। শুক্রবার সকালে এই কর্মসূচির ডাকে সাড়া দিয়ে দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন জেলা থেকে হাজার হাজার কৃষক ও সংগঠনের সদস্যরা কলকাতা শহরে সমবেত হন। এদিনের সমাবেশ নিয়ে সংগঠনের পক্ষ থেকে জানানো হয়, শুক্রবার সকাল থেকেই হুগলি, বীরভূম, পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর এবং হাওড়া জেলা থেকে কৃষকেরা বিশেষ ট্রেন ও বাসে করে হাওড়া স্টেশনে এসে জড়ো হতে শুরু করেন। এরপর সকাল আনুমানিক ১১টা নাগাদ হাওড়া স্টেশন চত্বর থেকে তাঁদের একটি সুশৃঙ্খল মিছিল রানি রাসমণি রোডের উদ্দেশ্যে রওনা দেয়। কৃষকেরা চিরাচরিত পোশাকে ও সংগঠনের ব্যানার হাতে নিয়ে হাওড়া ব্রিজ ও সেন্ট্রাল অ্যাভিনিউ সংলগ্ন রাস্তা হয়ে দুপুরের দিকে ধর্মতলার মূল সমাবেশস্থলে এসে পৌঁছন। এছাড়াও শিয়ালদহ স্টেশন থেকেও আরেকটি দল এই কর্মসূচিতে যোগ দেয়। এদিনের সমাবেশ থেকে ভারতীয় কিষাণ সংঘের নেতৃত্ব চাষিদের বর্তমান অর্থনৈতিক পরিস্থিতি এবং ফসল উৎপাদনের বাস্তব সমস্যাগুলি তুলে ধরেন। এই প্রসঙ্গে সমাবেশে উপস্থিত বক্তাদের বক্তব্য, চাষের খরচ ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে, তাই কৃষকদের অর্থনৈতিক সুরক্ষার জন্য সমস্ত প্রধান ফসলের ক্ষেত্রে লাভজনক মূল্য নিশ্চিত করা অত্যন্ত জরুরি। এর পাশাপাশি সারের মূল্য হ্রাস করা, প্রতিটি ব্লকে পর্যাপ্ত হিমঘর বা কোল্ড স্টোরেজ গড়ে তোলা এবং কিষান মাণ্ডিগুলির পরিকাঠামোগত উন্নয়ন করার দাবিও জানানো হয়। রানি রাসমণি রোডের এই শান্তিপূর্ণ সমাবেশ শেষে কৃষকদের একটি প্রতিনিধি দল তাঁদের বিভিন্ন পেশাগত দাবিদাওয়া সম্বলিত স্মারকলিপি মুখ্যমন্ত্রীর হাতে তুলে দেন। এই প্রসঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী তার সামাজিক মাধ্যমে লেখেন, 'কলকাতায় রাষ্ট্রবাদী সংগঠন ভারতীয় কিষান সংঘের প্রতিনিধি দলের সদস্যদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে তাঁদের দেওয়া একটি দাবিপত্র গ্রহণ করলাম।'

রবীন্দ্রসদনে উদযাপিত হল হ্যালোউন ফেস্টিভ্যাল। ছবি: অদিতি সাহা

সাউথ সিটি কমপ্লেক্সের ২৭ তলায় বিধ্বংসী আগুন, লিফট বন্ধ থাকায় হুড়োহুড়ি, আতঙ্কে বাসিন্দারা

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: দক্ষিণ কলকাতার অন্যতম অভিজাত আবাসন সাউথ সিটি কমপ্লেক্সে সাতসকালে ঘটে গেল এক ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড। শুক্রবার, ৩০ অক্টোবর সকালে বহুতল এই আবাসনের ৩ নম্বর টাওয়ারের ২৭ তলায় আচমকাই আগুন লেগে যায়। সার্ভেন্টস কোয়ার্টারের পাশে প্রথম আগুনটি দেখা যায় বলে স্থানীয় সূত্রে খবর। ৩০ তলার এই বিশালাকার টাওয়ারের উঁচুতলায় আগুন লাগার খবর ছড়িয়ে পড়তেই পুরো আবাসন চত্বরে প্রবল আতঙ্ক ও হুড়োহুড়ির সৃষ্টি হয়। খবর পেয়েই ঘটনাস্থলে পৌঁছয় দমকলের ৭টি ইঞ্জিন এবং যাদবপুর থানার পুলিশ। এরপর যুদ্ধকালীন তৎপরতায় কাজ করে দমকল কর্মীরা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনলেও এখনও পর্যন্ত ক্ষয়ক্ষতির সঠিক পরিমাণ জানা যায়নি।

এদিনের অগ্নিকাণ্ডের ঘটনার বিবরণ দিতে গিয়ে সাউথ সিটি রেসিডেন্স অ্যাসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক দেবাশিস বসু

বলেন, ৩ নম্বর টাওয়ারে আগুন লেগেছে। বাসিন্দাদের নিরাপদে নিচে নামিয়ে আনা হচ্ছে। যাদবপুর থানার পুলিশ ও দমকল দ্রুত ঘটনাস্থলে এসে কাজ শুরু করেছে। ঘটনা প্রসঙ্গে প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, আগুন লাগার সঙ্গে সঙ্গেই সুরক্ষাজনিত কারণে পুরো টাওয়ারের বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন করে দেওয়া হয়। বিদ্যুৎ না থাকায় স্বয়ংক্রিয় লিফটগুলিও স্তব্ধ হয়ে পড়ে। ফলে সাতসকালে প্রাণ হাতে নিয়ে ওপরের তলার বাসিন্দা, বিশেষ করে শিশু ও বৃদ্ধদের সংকীর্ণ সিঁড়ি দিয়ে নিচে নামাতে গিয়ে চরম বেগ পেতে হয় আবাসিকদের। যদিও দমকলের প্রাথমিক অনুমান, শর্টসার্কিট থেকেই এই অগ্নিকাণ্ডের সূত্রপাত হয়ে থাকতে পারে। বহুতলের একেবারে উঁচুতলায় আগুন লাগার কারণে প্রথম দিকে পকেট ফায়ার নেভাতে দমকল কর্মীদের যথেষ্ট কসরত করতে হয়। দীর্ঘ সময়ের চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আনা সম্ভব হয়েছে। তবে বিলাসবহুল এই আবাসনের ফ্ল্যাটের ভেতরের কতটা অংশ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, তা খতিয়ে দেখছেন আধিকারিকেরা। সপ্তাহের শেষে এই ধরণের একটি হাইরাইজ বিল্ডিংয়ে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা শহরের বহুতলগুলির অগ্নি-সুরক্ষা ব্যবস্থাকে আরও একবার বড়সড় প্রশ্নের মুখে দাঁড় করিয়ে দিল বলেই মনে করছে এলাকাবাসী।

বিরোধী ঐক্যের নড়বড়ে ভিত

গণতন্ত্রের ডাকেও ইন্ডি জোটের ভাঙা স্বর

কণাদ দাশগুপ্ত

গণতন্ত্র বাঁচানোর আগে নিজেদের জোটটাকেই বাঁচানো দরকার; 'ইন্ডিয়া'র সাম্প্রতিক তৎপরতা দেখে এমন প্রশ্ন উঠতেই পারে। যে বিরোধী মঞ্চ নির্বাচন কমিশনের নিরপেক্ষতা নিয়ে দেশকে একজোট হওয়ার আহ্বান জানাচ্ছে, সেই মঞ্চই একটি অভিন্ন কর্মসূচিতে নিজেদের গুরুত্বপূর্ণ শরিকদের ধরে রাখতে পারছে না। আম আদমি পার্টি নেই, ডিএমকে নেই, সমাজবাদী পার্টির নেতৃত্বের উপস্থিতি নিয়েও অনিশ্চয়তা। ফলে গণতন্ত্রের বিপন্নতার যে ছবি বিরোধীরা আঁকতে চাইছে, তার ফ্রেমেই প্রথমে ধরা পড়ছে তাদের নিজেদের রাজনৈতিক অসংগতি।

এখানে সমস্যাটি নিছক কে কোন মিছিলে থাকল, কে থাকল না; এতটুকু নয়। আরও গভীর প্রশ্ন হল, 'ইন্ডিয়া' কি সত্যিই কোনও নীতির জোট, না কি বিজেপি-বিরোধী কয়েকটি দলের নির্বাচনী প্রয়োজনের সাময়িক সমাবেশ? এই দুইয়ের তফাত বিরাট। একটি স্থায়ী রাজনৈতিক বিকল্প তৈরি করতে পারে, অন্যটি কেবল ক্ষমতার পালাবদলের অঙ্ক কষে। নির্বাচন কমিশন নিয়ে বিরোধীদের উদ্বেগের নিজস্ব গুরুত্ব আছে, কিন্তু সেই উদ্বেগকে একটি বৃহত্তর গণতান্ত্রিক অবস্থানে রূপ দেওয়ার ক্ষমতা জোটের ভিতরে কতটা রয়েছে, সাম্প্রতিক ঘটনাই তার পরীক্ষা।

আপের আপত্তি কংগ্রেসকে নিয়ে। পাঞ্জাবে দুই দল সরাসরি প্রতিদ্বন্দ্বী; অন্য কয়েকটি রাজ্যেও তাদের রাজনৈতিক স্বার্থ পরস্পরকে ছেদ করে। ডিএমকের ক্ষেত্রেও কংগ্রেসের সঙ্গে সম্পর্কের টানাপোড়েন এবং তামিলনাড়ুর সাম্প্রতিক রাজনৈতিক সমীকরণ বড় হয়ে উঠেছে। ডিএমকের বক্তব্য আরও তাৎপর্যপূর্ণ; নির্দিষ্ট ইস্যুতে তারা বিরোধীদের পাশে থাকতে পারে, কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে তারা 'ইন্ডিয়া' জোটের অংশ।

অর্থাৎ, বিরোধী ঐক্যের ভিতটি যতটা মতাদর্শে, তার চেয়ে অনেক বেশি নির্বাচনী সুবিধা-অসুবিধার উপর দাঁড়ানো। যে কারণে দিল্লিতে একই গণতান্ত্রিক প্রশ্নে পাশাপাশি দাঁড়ানোর আহ্বান উঠলেও পাঞ্জাব, গুজরাত, গোয়া কিংবা তামিলনাড়ুর রাজনৈতিক অঙ্ক সামনে এলেই সেই ঐক্যের সীমানা স্পষ্ট হয়ে যায়।

এখানেই 'ইন্ডিয়া'র সবচেয়ে বড় রাজনৈতিক দুর্বলতা। বিজেপির বিরোধিতা কোনও রাজনৈতিক দর্শন নয়। সেটি একটি অবস্থান, কখনও একটি প্রয়োজন, কখনও নির্বাচনী কৌশল। কিন্তু একটি দেশকে শাসন করার বিকল্প দর্শন তৈরি করতে হলে তার চেয়ে অনেক বেশি কিছু লাগে। লাগে অর্থনীতি নিয়ে অভিন্ন ভাবনা, প্রতিষ্ঠান নিয়ে অভিন্ন অবস্থান, ফেডারেল কাঠামো নিয়ে অভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি, প্রশাসন ও উন্নয়ন নিয়ে ন্যূনতম ঐকমত্য। সর্বোপরি লাগে পরস্পরের রাজনৈতিক উচ্চাকাঙ্ক্ষাকে কিছুটা সংযত করার ক্ষমতা।

'ইন্ডিয়া' ঠিক সেই জায়গাতেই বার বার থমকে যায়। এক দিকে তারা বলছে, নির্বাচন ব্যবস্থা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। অন্য দিকে নিজেদের মধ্যেই এমন রাজনৈতিক দূরত্ব যে কংগ্রেসের সঙ্গে একই মঞ্চে দাঁড়ানো কারও কাছে ভবিষ্যৎ নির্বাচনের ঝুঁকি। এই দ্বৈততা শুধু জোটের দুর্বলতা প্রকাশ করে না, তাদের প্রতিবাদের নৈতিক ভিত্তি নিয়েও প্রশ্ন তোলে। যে দলগুলি নিজেদের নির্বাচনী প্রতিদ্বন্দ্বিতার ঊর্ধ্বে একটি বৃহত্তর গণতান্ত্রিক অবস্থান তৈরি করতে পারে না, তারা দেশকে বৃহত্তর গণতান্ত্রিক ঐকমত্যের আহ্বান জানালে সেই আহ্বানের শক্তি স্বাভাবিক ভাবেই কমে যায়।

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, সিপিএমের এম এ বেবি-সহ কয়েক জন নেতা আপ ও ডিএমকের সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করেছেন বলে খবর। জোটের বাইরের দলগুলিকেও কাছে আনার উদ্যোগ হয়েছে। কিন্তু রাজনীতিতে যোগাযোগ আর ঐকমত্য এক নয়। দরজায় কড়া নাড়া যায়, রাজনৈতিক দূরত্ব তাতে ঘুচে না। বিশেষত যখন প্রত্যেক দলের সামনে আলাদা রাজ্য, আলাদা প্রতিদ্বন্দ্বী, আলাদা ভোটব্যাঙ্ক এবং আলাদা ভবিষ্যৎ নেতৃত্বের হিসাব থাকে।

এই কারণেই 'ইন্ডিয়া'র সমস্যা সাংগঠনিকের চেয়ে অনেক বেশি কাঠামোগত। জোটটি এখনও ঠিক করতে পারেনি; তার প্রধান পরিচয় কী? বিজেপি-বিরোধী মঞ্চ, না একটি বিকল্প শাসনব্যবস্থার প্রস্তাব? প্রথম পরিচয়টি যতদিন মুখ্য থাকবে, ততদিন কংগ্রেসের সঙ্গে আপের, কংগ্রেসের সঙ্গে ডিএমকের, তৃণমূলের সঙ্গে অন্য শরিকদের কিংবা এক রাজ্যের সঙ্গে অন্য রাজ্যের স্বার্থের সংঘাত অনিবার্য হয়ে থাকবে।

আর একটি বিষয়ও উপেক্ষা করা যায় না। বিরোধী জোটের রাজনীতিতে বার বার উঠে আসছে কে নেতৃত্ব দেবেন, কে কতটা জায়গা পাবেন, কোন রাজ্যে কে কাকে হারাবেন; এই প্রশ্নগুলি। অথচ সাধারণ ভোটারের সামনে বৃহত্তর প্রশ্নটি হল, ক্ষমতার বিকল্প হিসেবে তাঁরা আসলে কী দিতে চান? শুধু 'ওঁদের সরাতে হবে' কোনও পূর্ণাঙ্গ রাজনৈতিক বক্তব্য নয়। মানুষ জানতে চাইবে, তার পরে কী? এই উত্তরটি এখনও অস্পষ্ট।

তাই নির্বাচন কমিশন নিয়ে বিরোধীদের যে কোনও অভিযোগকে তার নিজস্ব তথ্য-প্রমাণের ভিত্তিতে বিচার করা প্রয়োজন; রাজনৈতিক জোটের উপস্থিতি বা অনুপস্থিতি দিয়ে অভিযোগের সত্যতা নির্ধারিত হয় না। কিন্তু একই সঙ্গে বিরোধী জোটের দাবির বিশ্বাসযোগ্যতাও প্রশ্নহীন নয়। গণতন্ত্রের প্রশ্নে ঐক্য চাইলে প্রথমে নিজেদের মধ্যে গণতান্ত্রিক মতপার্থক্য সামলানোর পরিণতিও দেখাতে হয়। বিরোধিতা মানে শুধু সরকারের বিরুদ্ধে দাঁড়ানো নয়; নিজেদের মধ্যকার স্বার্থসংঘাতকে একটি বৃহত্তর নীতির অধীনে আনার ক্ষমতাও তার অংশ।

'ইন্ডিয়া' এখনও সেই পরীক্ষার মুখোমুখি। ঐক্যের ছবি তৈরি করা যায়। নেতাদের এক সারিতে বসানো যায়। একই স্লোগান লেখা যায়। কিন্তু রাজনৈতিক ঐক্য তৈরি হয় অন্য জায়গায়; যেখানে দলীয় লাভের আগে নীতি, রাজ্যগত অঙ্কের আগে বৃহত্তর স্বার্থ এবং ব্যক্তিগত নেতৃত্বের আগে প্রতিষ্ঠানকে রাখা যায়।

সেই জায়গাতেই ফাটলটি সবচেয়ে স্পষ্ট। বিরোধীরা যদি নিজেদের রাজনৈতিক অঙ্কের বাইরে উঠতেই না পারে, তবে তাদের 'ঐক্য' আসলে একটি ছাতা; বৃষ্টি নামলেই যার নীচে সবাই জায়গা পায় না। আর গণতন্ত্রের দীর্ঘ লড়াই ছাতা দিয়ে নয়, স্থায়ী বিশ্বাস দিয়ে লড়তে হয়।

শিক্ষার স্বার্থেই পরীক্ষায় পাশ-ফেল প্রথা ফিরিয়ে আনা অত্যন্ত জরুরি

স্বপনকুমার মণ্ডল

রাজ্যের বর্তমান সরকারের সিলেবাস কমিটি পঞ্চম অথবা ষষ্ঠ শ্রেণি থেকে পাশ-ফেল প্রথা ফেরানোর উদ্যোগী হয়েছে। এমনিতেই শিক্ষাব্যবস্থায় ছাত্র-শিক্ষকের পবিত্র সম্পর্কের অভাববোধে বা তীব্র অবনতিতে শিক্ষকের হাতে বেত ফিরিয়ে দেওয়া থেকে পাশ-ফেল প্রথা ফিরিয়ে আনার কথা আকছার শোনা যায়। এ বছর শিক্ষক দিবসের পরিসরে জলপাইগুড়ি জিলা স্কুলের ছাত্রদের হাতে প্রধান শিক্ষকের অনভিপ্রেত প্রহৃত হওয়ার আকস্মিক ঘটনা সংবাদ মাধ্যমের দৌলতে জনমানসে তীব্র প্রভাব বিস্তার করে। সেক্ষেত্রে শিক্ষায় মূল্যবোধের অভাব অত্যন্ত প্রকট হয়ে ওঠে। অন্যদিকে পাশ-ফেলের অবসান যে শিক্ষার মানই তলানিতে ঠেকেছে,তাও প্রাসঙ্গিকতা লাভ করে। শুধু তাই নয়, তার সঙ্গে ছাত্রছাত্রীদের নৈতিক অধঃপতনে বিস্তার লাভ করে। সেক্ষেত্রে সর্বশিক্ষা অভিযানের সাফল্যের আলোতেই অশিক্ষা ও কুশিক্ষার যুগলমিলনে তার অন্ত্যজ অন্ধকার আরও প্রকট হয়ে ওঠে। স্কুলছুট যাতে না হয় তার জন্যে পরীক্ষায় ফেলের ধারণাই মুছে দেওয়ার আয়োজন করা হয়। তাতে দেখা যায়, শিক্ষার্থীরা অনায়াসেই পাশ করে, অথচ তার শিক্ষা ব্যবস্থাই ফেল করে বসে। ১৯৮২-তে বামফ্রন্ট সরকারের আমলে চতুর্থ শ্রেণি পর্যন্ত পাশ-ফেল প্রথা তুলে দেওয়া হয়। এতে পরবর্তীতে তীব্র আন্দোলন গড়ে উঠলেও তা আর ফেরেনি। উল্টে তা আরও সম্প্রসারিত হয়। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ভারতের শিক্ষার অধিকারে 'নো ডিটেনশন পলিসি' শুরু হয় সতের বছর আগে ২০০৯-এ। সেখানে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত ফেল করলেও নতুন ক্লাসে উঠিয়ে দেওয়ার কথা বলা হয়েছিল । অর্থাৎ সেক্ষেত্রে ছকবন্দি পাশফেলের ধারণাই তুলে দেওয়া হয় যাতে সবাই পাশ করে । তার লক্ষ্যেই ছিল সবার শিক্ষার অধিকার ও তার বিস্তার সুনিশ্চিত করা । ফেল করে পড়াশোনা ছেড়ে দেওয়া বা ফেলের ভয়ে স্কুলছুট হওয়ার প্রবণতা যাতে সক্রিয় হতে না পারে,তার জন্যই সবাইকে পাশ করিয়ে দেওয়ার নির্দেশিকা জারি হয়েছিল । তাতে স্বাভাবিক ভাবেই পক্ষে বিপক্ষের মতে বিতর্ক দেখা দেয়। শুধু তাই নয়, শিক্ষার মান নিয়েও বহুবিধ প্রশ্নের অবতারণা স্বাভাবিক হয়ে ওঠে । সেক্ষেত্রে অবাধে শিক্ষার বিস্তারে যে তার লক্ষ্য পূরণে নিশ্চয়তারই অভাব ছিল,পরবর্তীতে ২০১৯-এ অর্থাৎ দশ বছর পরে সেই শিক্ষার অধিকার আইন সংশোধনের উদ্যোগেই তা প্রতীয়মান । এজন্য রাজ্যগুলোর উপরেই পাশ-ফেল ব্যবস্থা চালু রাখা বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা প্রদান করা হয় । এতে কেন্দ্রীয় সরকার দায়িত্ব থেকে হাত তুলে নিলেও তা আর পুরনো পাশফেল প্রথায় ফিরে আসেনি। বিষয়টি যে শিক্ষাক্ষেত্রে ফলপ্রসূ হয়ে ওঠেনি,সে-বিষয়ে দীর্ঘ টালবাহানা থেকে দড়িটানাটানিতেই তা প্রতীয়মান। ২০২৪-এর ২৩ ডিসেম্বরে কেন্দ্রীয় সরকারের পুনরায় পঞ্চম ও অষ্টম শ্রেণিতে পাশফেল প্রথা ফিরিয়ে আনার ঘোষণাতেই সেই দোলাচলতা কাটিয়ে ওঠার প্রয়াস প্রকট হয়ে ওঠে । আপাতভাবে মনে হবে স্কুলছুট ছাত্রছাত্রীদের স্কুলমুখো করাতেই তার আয়োজন । সেক্ষেত্রে স্বাভাবিক ভাবেই শিক্ষার প্রসারে দারিদ্রপীড়িত দেশে পাশফেল প্রথা তুলে দিয়ে সবাইকে পাশ করানোর সবচেয়ে সহজ উপায় হয়ে ওঠে । শুধু তাই নয়, যেখানে প্রতিযোগিতার বালাই নেই, সেখানে অবাধ বিচরণের সদিচ্ছায় পড়াশোনায় কোনওরকম অনীহাবোধ জেগে না উঠাই দস্তুর । শুধু তাই নয়, তার সঙ্গে আরও চাহিদা পূরণের প্রয়াস জারি শ্রীবৃদ্ধি লাভ করে । মিড-ডে মিল, বইপত্র থেকে বিদ্যালয়ের পোশাক ও আরও নানাবিধ সরকারি সুযোগসুবিধার নিবিড় আয়োজন সেখানে । একে সবাই পাশ,তার উপরে বিনামূল্যে প্রয়োজনীয় সবকিছু উপহার হিসেবে পাওয়ার আনন্দ । অথচ তাতে আয়োজনের ফুল প্রয়োজনের ফলে পরিণত হতে পারেনি বা পারে না। আসলে শিক্ষা দানের বিষয় নয়,গ্রহণ বা অর্জনের অমূল্য সম্পদ । সেক্ষেত্রে ছাত্রের দারিদ্রমোচন করে নিশ্চিত পাশের বন্দোবস্তেই শিক্ষার বিস্তার অনিশ্চিত হয়ে পড়ে । তাতে স্বাক্ষরতার হার বাড়ে, সাক্ষরতার হারও বাড়িয়ে দেখানো যায়,কিন্তু শিক্ষার বিস্তার ঘটে না।

আসলে শিক্ষার সঙ্গেই পরীক্ষার অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক, অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত । পরীক্ষার গুরুত্বেই শিক্ষার সৌরভ ছড়িয়ে পড়ে। সেই গুরুত্বকেই লঘু করে অকেজো করলে শিক্ষার আসল উদ্দেশ্যই ব্যাহত হয় । পরীক্ষার লক্ষ্যে থাকে যাচাই আর বাছাই। প্রথমটির সঙ্গেই থাকে দ্বিতীয়টির যোগ। কতটা শিক্ষা হল থেকে সেই শিক্ষার পরবর্তী ধাপে উত্তরণ বিষয়ে মূল্যায়ন করাই সেই পরীক্ষার লক্ষ্য প্রসারিত হয়। সেক্ষেত্রে যাচাইকে গুরুত্ব না দিলে যাচাই যাচ্ছেতাই-এ পরিণত হয়, যা চাই তা কখনওই মেলে না। সেক্ষেত্রে বাছাই করার প্রক্রিয়াও স্বাভাবিক ভাবেই প্রবেশ অবাধের ছাড়পত্রে পরীক্ষা ব্যবস্থাটাই অসার হয়ে পড়ে। পরীক্ষা থাকবে আর তাতে পাশফেল থাকবে না বা সবাইকে পাশ করিয়ে দিতে হবে,এ রকমের ধারণাই অশিক্ষামূলক। সেখানে তো শুধু নম্বর তোলার প্রতিযোগিতাই থাকে না,তাতে শিক্ষার্থীর আত্মসমীক্ষারও অবকাশ মেলে । নম্বরের ইঁদুরদৌড়ে কৃতিত্ব জাহিরের বাইরেও পরীক্ষার গুরুত্ব অপরিসীম । সেক্ষেত্রে কী শিখলাম বা জানলাম থেকে কত শেখা বাকি বা কত অজানা থেকে গেছে তা নিয়ে ওয়াকিবহাল হওয়াটাও জরুরি । তাতে ব্যর্থতার সোপান বেয়ে সাফল্যে পৌঁছানোই তার লক্ষ্য নিঃস্ব হয়ে পড়ে না । তাতে নিজেকে আবিষ্কার করার ক্ষেত্রেও অসফলতা বিষয়ে আত্মসচেতনতাও জরুরি । শিক্ষা তো শুধু কত কিছু জানির পরিচয় নয়, কত কিছুই জানি না'র আবিষ্কারও। সেক্ষেত্রে পরীক্ষায় ফেলের ভীতি দূর করে শিক্ষার বাধা দারিদ্রকে চিহ্নিত করলে তার সমাধান করা সহজ হয়, কিন্তু শিক্ষার সঙ্গে শিক্ষার্থীর সংযোগ তাতে বাড়ে না, বরং পরীক্ষাকে গুরুত্বহীন করে তার আকর্ষণহীনতার দূরত্ব বেড়ে চলে,শিক্ষা নেওয়ার সদিচ্ছাই হারিয়ে যায় । এমনিতেই যা পরীক্ষায় আসে না,তার প্রতি শিক্ষার্থীর মনোযোগ থাকে না। সেখানে যে শিক্ষা পরীক্ষায় জরুরি নয়,তার প্রতি অনাগ্রহ অত্যন্ত স্বাভাবিক । সেক্ষেত্রে পরীক্ষার জুজু কাটিয়ে স্কুলছুটে রাশ টানার সিদ্ধান্তটি সাফল্য পেতে পারে না,তা পুনরায় পরীক্ষার প্রচলিত প্রথা ফিরিয়ে আনাতেই প্রতীয়মান । সেক্ষেত্রে শুধু পঞ্চম ও অষ্টম শ্রেণিতেই নয়, সুবিধাজনক যে পদ্ধতিতেই হোক,প্রথম শ্রেণি থেকে সব ক্লাসেই পরীক্ষা ব্যবস্থা চালু করা জরুরি ।

পাশফেল প্রথা ফিরিয়ে আনার বিপক্ষে সবচেয়ে যে জোরালো যুক্তিটি সেদিন উঠে এসেছিল,তা হল পাশফেলের দৌরাত্ম্যে গরিব ও প্রান্তিক শিক্ষার্থীরা আরও বেশি স্কুলছুট হয়ে পড়বে, শিক্ষা থেকে পিছিয়ে যাবে। কথাটা যে অযৌক্তিক ও অপ্রাসঙ্গিক,ইতিমধ্যেই তার পরিচয় প্রকট হয়ে উঠেছে । আমাদের রাজ্যে ২০২০ থেকে পরীক্ষা ব্যবস্থা চালু রেখে ফেল না করিয়ে পাশ করানো হলেও স্কুলছুটের প্রবণতা এখনও জারি। অন্যদিকে পরীক্ষা ব্যবস্থা চালু রেখে বেসরকারি স্কুলের আকর্ষণ ও বিস্তার বিশেষ ভাবে লক্ষণীয় । শিক্ষাক্ষেত্রে শিক্ষা দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পরীক্ষার ব্যবস্থা অত্যন্ত নিবিড় । সেক্ষেত্রে পরীক্ষা অপ্রাসঙ্গিক হওয়ায় শিক্ষা ব্যবস্থাই অকেজো হয়ে ওঠে । পরীক্ষা অপ্রাসঙ্গিক হওয়ায় শিক্ষকের নিয়মিত ক্লাস করা, সযত্নে পাঠদান করা, সিলেবাস শেষ করা থেকে শিক্ষার্থীকে প্রস্তুত করা সর্বত্র অনাগ্রহ ও অনীহা প্রকট হয়ে ওঠায় শিক্ষানিকেতনটাই নিয়ম রক্ষার অফিসে পরিণত হয় । সেক্ষেত্রে শিক্ষার সঙ্গে পরীক্ষাকে আকর্ষণীয় করে শিক্ষা ব্যবস্থার মানোন্নয়ন করা জরুরি । তাতে মাথা ব্যথা হলে মাথা না কেটে তার ওষুধ সন্ধানের মতো পরীক্ষা ব্যবস্থাকেই আরও মনোগ্রাহী ও আকর্ষণীয় এবং সময়োপযোগী করে তুললে আখেরে শিক্ষার আলোতে শিক্ষার্থী তার নিজের জীবনের পথ খুঁজে পাওয়ার স্বার্থেই স্কুলমুখো হবে।

লেখক: অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, সিধো-কানহো-বীরসা বিশ্ববিদ্যালয়

সম্পাদকীয়

অ্যামাজনে ফের ছাঁটাই, অশনি সংকেত আইটি ও ই-কমার্সে

ফের ছাঁটাইয়ের কোপ নেমে এল বহুজাতিক সংস্থা অ্যামাজনের কর্মীদের ওপর। চলতি অক্টোবর মাসেই দু'দফায় বড় সংখ্যায় কর্মী ছাঁটাই করল তারা। ২৮ অক্টোবর সকালে ই-মেল করে সংস্থার ডিভাইস অ্যান্ড সার্ভিসেস বিভাগের প্রায় আড়াইশো কর্মীকে ছাঁটাই করা হয়েছে। যাদের বেশিরভাগই সফটওয়্যার ডেভেলপার। সপ্তাহ দু'য়েক আগে অক্টোবরের শুরুতে অ্যামাজন তাদের কোর রিটেইল বিভাগ থেকে প্রায় এক হাজার কর্মীকে ছাঁটাই করেছিল। অ্যামাজনের তরফে জানানো হয়েছে, কোম্পানির প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো পুঙ্খানুপুঙ্খ পর্যালোচনার পর এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। যদিও বলা হয়েছে, এর উদ্দেশ্য হল কাজের গতি ও দক্ষতা বাড়ানো এবং সংস্থার ভবিষ্যতের রোডম্যাপের সঙ্গে কো-অর্ডিনেশান করা। সংস্থার তরফে এই কথা বলা হলেও বিশেষজ্ঞদের মতে, ব্যয় সংকোচের কথা বলা হলেও এর পিছনে মূল কারণ হলো কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বা এআই। সূত্রের খবর বলছে, এআই গবেষণায় অ্যামাজন বিপুল বিনিয়োগ করেছে। এআই ও ডেটা সেন্টারের পরিকাঠামো গড়তে কোম্পানি বিপুল টাকা বরাদ্দ করছে, যার ফলে প্রচলিত সফটওয়্যার ও রিটেল বিভাগগুলোতে কর্মী সংখ্যা কমানো হচ্ছে। এই দফায় মূলত সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ারিং টিম ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। এর আগের দফায় কাস্টমার সার্ভিস ও মার্কেটপ্লেস সাপোর্টের কর্মীরা চাকরি হারিয়েছেন। এই ছাঁটাইয়ের প্রভাব আমেরিকা, ব্রিটেনের পাশাপাশি ভারতের ওপরও পড়েছে। উৎসবের মরশুমের শুরুতেই চাকরি যাওয়ার খবরে বিপাকে পড়ল কয়েক হাজার পরিবার। এই ঘটনায় ফের আরও একবার এআই নিয়ে আশঙ্কা আরও বাড়ল। যতদিন যাচ্ছে, দেখা যাচ্ছে, এআই নিয়ে তৈরি আশঙ্কা ক্রমশ চেপে বসছে। বিশেষ করে ই-কমার্স সংস্থাগুলির কর্মীদের মধ্যে আতঙ্ক তৈরি হচ্ছে। এখন প্রশ্ন হল এর শেষ কোথায়? আইটি থেকে ই কমার্স সেক্টরের জন্য কিন্তু এই সব ঘটনা কিন্তু অশনি সঙ্কেত।

শব্দছক ২৯৮

রবি দাস

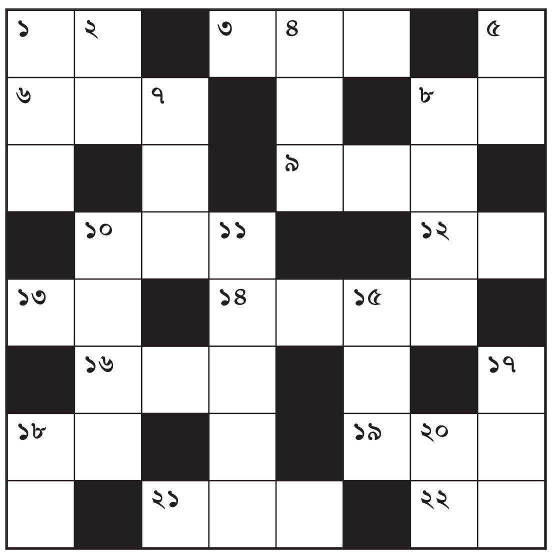

পাশাপাশি: ১. নদী বা সমুদ্রের তট ৩. মীমাংসা ৬. গাবজাতীয় বিশাল বৃক্ষ ৮. কানে খাটো ৯. কাদা ময়লাযুক্ত ১০. পেঁচার এক প্রজাতি ১২. নয়ন ১৩. এককাট্টা বা সমবেত ১৪. ক্ষতিকারক ১৬. বাঘের ডাকে হালুম হুলুম-এর দ্বিতীয়টি ১৮. শকট বা যন্ত্রযান ১৯. রাজহংস ২১. বেঁটে ২২. তার বা তাঁর

ওপর-নিচ: ১. চাকরীতে মাসোয়ারা ২. বৌদ্ধ ভিক্ষু ৪. পরিচ্ছদ ৫. ভুলোমনা ৭. লজ্জায় ম্রিয়মান ৮. কাজে ফাঁকিবাজ ১০. অনেকের একসাথে দ্রুত কর্মসম্পাদন প্রয়াস ১১. সুমহান ১৫. পদক্ষেপ বা বর্ষার ফুল ১৭. আলসেমি ১৮. গর্দভ ২০. রাত্রি

সমাধান ২৯৭ — পাশাপাশি: ১. জলাঞ্জলি ৪. গোপাল ৬. মামা ৭. পিঙ্গল ৮. পাকা ৯. হর ১০. রমিত ১২. স্থবির ১৪.ত সাকিন ১৫. ভেষজ ১৭. কাল ১৮. গোদ ১৯. মারীচ ২০. কান্না ২১. কঠিন ২২. রম্যরথ

ওপর-নিচ: ১. জমাদার ২. লামা ৩. লিপিকা ৪. গোল ৫. লস্কর ৮. পাতকি ৯. হরষ ১১. মিসাল ১৩. বিভেদ ১৬. জগন্নাথ ১৭. কায়িক ১৮. গোচর ১৯. মান ২০. কার

আজকের দিন

- **১৫১৭** — মার্টিন লুথার তাঁর বিখ্যাত '৯৫টি থিসিস' প্রকাশ করেছিলেন।
- **১৯৮৪** — ভারতের প্রথম ও একমাত্র মহিলা প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী নয়াদিল্লিতে তাঁর বাসভবনে নিজেরই নিরাপত্তারক্ষীদের গুলিতে নিহত হন।

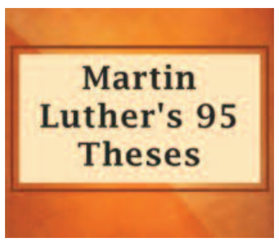

জন্মদিন

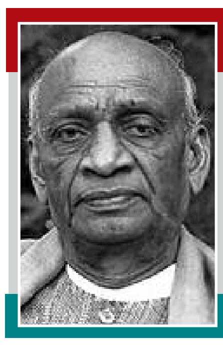

১৮৭৫ *বিশিষ্ট স্বাধীনতা সংগ্রামী সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের জন্মদিন।*

১৮৯৫ *বিশিষ্ট ক্রিকেট খেলোয়াড় সিকে নাইডুর জন্মদিন।*

১৯৮৯ *বিশিষ্ট চলচ্চিত্রাভিনেত্রী পার্নো মিত্রের জন্মদিন।*

সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল

মননের আলো

অধ্যাপক স্বপন কুমার মণ্ডল

সাফল্য ব্যর্থতা সব ক্ষণস্থায়ী। সফলতা পূর্বের ব্যর্থতাকে ঢেকে দেয়, ব্যর্থতা সাফল্যকেই আড়াল করে। শ্রেষ্ঠত্বের প্রমাণ দিতে হয় আজীবন।

কোট-আনকোট

২০১৪ সাল পর্যন্ত কেন্দ্র সরকারের সিদ্ধান্ত ছিল যে রায়গঞ্জে এইমস হবে। কিন্তু রাজ্য সরকার জমি দেয়নি বলেই তা হয়নি। অথচ ওখানকার মানুষ তৈরি ছিলেন জমি দিতে। তখন ঠিক হয়, এটা কল্যাণীতে হবে। রাজ্য সরকার তো এইমস করতে পারবে না, করতে হবে কেন্দ্র সরকারকে। রাজ্য জমি দিতে পারবে শুধু। এখন চাইব, শুধু ঘোষণা নয়, মানুষের দাবি এটা, তা পূরণ হোক। আমাদের কোনও প্রয়োজন হলে আমরা সবসময়ই আছি।

দীপা দাশমুন্সি, কংগ্রেস নেত্রী

লেখা পাঠান

সময়োপযোগী উত্তর সম্পাদকীয় লেখা পাঠান। যে কোনও বিষয়ে আপনার মতামত বা অভিযোগ জানিয়ে পাঠান চিঠিপত্র। অবশ্যই Unicode-এ টাইপ করে পাঠাতে হবে।

email : dailyekdin1@gmail.com

মায়াপুরে খাদ্য সুরক্ষা দপ্তরের অভিযান

একাধিক হোটেল বন্ধের নির্দেশ

নিজস্ব প্রতিবেদন, নদিয়া: আন্তর্জাতিক পর্যটন কেন্দ্র মায়াপুরে রাস্তার ধারে সরকারি জায়গা ফুটপাথ দখল করে থাকা বিভিন্ন হোটেলে হানা দিল খাদ্য সুরক্ষা দপ্তর এবং সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিকের একটি দল। এদিন পুলিশকে সাথে নিয়ে বিভিন্ন হোটেলে হানা দিয়ে বেশিরভাগ হোটেলগুলোতেই অস্বাস্থ্যকর পরিবেশের ছবি ধরা পড়ে। একইসঙ্গে বেশিরভাগ হোটেলের কোনরকম সরকারি বৈধ লাইসেন্স নেই বলেও জানা গেছে। এদিন যে সমস্ত হোটেলের মালিক বৈধ লাইসেন্স বা নথি দেখাতে পারেনি সেই সমস্ত হোটেলগুলোকে বন্ধ করে দেওয়া হয়। হোটেল এবং হোটেলের রান্নাঘর অস্বাস্থ্যকর পরিস্থিতির জন্য বিভিন্ন হোটেল ও রেস্তোরাঁর মালিকদের

নোটিশ ধরানো হয় খাদ্য সুরক্ষা দপ্তরের পক্ষ থেকে। ইসকনের আন্তর্জাতিক হেডকোয়ার্টার মায়াপুরে প্রতিদিন হাজার হাজারে পর্যটক আসে মায়াপুর ভ্রমণে। রাস্তার ধারে গজিয়ে ওঠা হোটেল গুলোতে প্রতিনিয়ত খাওয়া দাওয়া করে। সাধারণ পর্যটকদের কথা মাথায় রেখে খাবারের গুণগতমান পরীক্ষা-সহ বিভিন্ন রকম পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা হয় খাদ্য সুরক্ষা দপ্তরের পক্ষ থেকে। যে সমস্ত হোটেলে প্রচুর ত্রুটি বিচ্যুতি ধরা পড়েছে তাদের সরকারি আইনানুগ অনুসারে নোটিশ দেওয়া হয়। এইরকম অভিযান আগামী দিনেও চলবে বলে জানান খাদ্য সুরক্ষা দপ্তরের আধিকারিকরা। এবিষয়ে ফুড সেফটি অফিসার দিশা হাজরা জানান, 'আগামী ৪ নভেম্বর পর্যন্ত এই ফুড সেফটি ড্রাইভ চলবে আর বিভিন্ন প্রান্তে। একইভাবে এদিন মায়াপুরের বিভিন্ন হোটেলে এই অভিযান চলল। বেশ কিছু হোটেলে বৈধ লাইসেন্স নেই বলে দেখা গেছে তাদের নোটিশ দেওয়া হলো। অনেক হোটেল বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। সরকারি নিয়ম অনুসারে যে সমস্ত হোটেলে খাদ্য সামগ্রী এবং পরিস্কার পরিচ্ছন্নতার অভাব রয়েছে সেই সমস্ত হোটেলগুলোকে চিহ্নিত করা হলো এদিন। আগামী দিনে ও জেলার বিভিন্ন প্রান্তে এই অভিযান চলবে বলে জানান তিনি।

ছাত্রীদের বিজ্ঞান প্রদর্শনী দেখে আপ্লুত মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা

নিজস্ব প্রতিবেদন, আসানসোল: আসানসোলের একটি বেসরকারি ইংরেজি মাধ্যম স্কুলের উদ্যোগে আয়োজিত বিজ্ঞান প্রদর্শনী অনুষ্ঠানে শুক্রবার উপস্থিত হন রাজ্যের পুর ও নগরোন্নয়ন মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পল। এদিন প্রদর্শনী ঘুরে দেখার পাশাপাশি এই প্রদর্শনীর বিভিন্ন বিভাগে প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান অধিকারী পড়ুয়াদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পল। মন্ত্রী বলেন, 'ষষ্ঠ শ্রেণি থেকে দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত ছাত্রদের এই প্রদর্শনীতে অনেক কিছু শিক্ষণীয় বিষয় আছে। এখানে ফিজিক্স, কেমিস্ট্রি জিওগ্রাফি ছাড়াও এআই প্রযুক্তি এবং অগ্নি নির্বাপনের জন্য স্প্রিংলার ব্যবহারের প্রযুক্তি ছাত্রীদের কাছে সত্যি শিক্ষণীয়। শুধু তাই নয় তার দপ্তরের বিভিন্ন কাজে এই প্রযুক্তি ব্যবহার করা যেতে পারে।' তিনি

বলেন, 'বেসরকারি স্কুলের সাথে সরকারি স্কুল গুলোতেও যাতে এরকম প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়, সেই ব্যাপারে সরকার অতি অবশ্যই চিন্তা ভাবনা করবে।'

ইডব্লিউএস শংসাপত্র দেওয়ার নামে ঘুষ! গ্রেপ্তার রেভিনিউ ইনস্পেক্টর

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান: অর্থনৈতিকভাবে অনগ্রসর শ্রেণির ইকনমিকালি উইকার সেকশন অর্থাৎ ইডব্লিউএস শংসাপত্র তৈরি করে দেওয়ার নামে ঘুষ নেওয়ার অভিযোগে হাতেনাতে গ্রেপ্তার হলেন এক সরকারি আধিকারিক। পশ্চিমবঙ্গ দুর্নীতি দমন শাখার আধিকারিকরা ফাঁদ পেতে আউশগ্রাম-১ ব্লকের ভূমি ও ভূমি সংস্কার দপ্তরের রেভিনিউ ইনসপেক্টর অলোক ধারাকে গ্রেপ্তার করেছেন। বৃহস্পতিবার বিকেলে গুসকরা রেল স্টেশন চত্বরে অভিযান চালানো হয়। দপ্তর সূত্রে খবর, আউশগ্রাম-১ ব্লকের এক বাসিন্দা তাঁর ইডব্লিউএস শংসাপত্রের জন্য আবেদন করেছিলেন। অভিযোগ, সেই শংসাপত্রটি অনুমোদনের বিনিময়ে রেভিনিউ ইনসপেক্টর অলোক ধারা ওই ব্যক্তির কাছে ৪ হাজার টাকা ঘুষ দাবি করেন। ওই ব্যক্তি ঘুষ দিতে অস্বীকার করেন এবং সরাসরি রাজ্য দুর্নীতি দমন শাখার দ্বারস্থ হন। অভিযোগ পেয়েই দুর্নীতি দমন শাখার গোয়েন্দারা বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় গুসকরা রেল স্টেশন এলাকায় একটি বিশেষ ফাঁদ প্রস্তুত করেন। পরিকল্পনা অনুযায়ী, অভিযোগকারী ব্যক্তি যখন রাসায়নিক মাখানো ৪ হাজার টাকা ওই সরকারি আধিকারিকের হাতে তুলে দিচ্ছিলেন, ঠিক তখনই ওত পেতে থাকা দুর্নীতি দমন শাখার আধিকারিকরা অলোক ধারাকে হাতেনাতে ধরে ফেলেন। তার কাছ থেকে ঘুষের টাকাও উদ্ধার করা হয়েছে। এই ঘটনার পর ধৃত রেভিনিউ ইনস্পেক্টরকে আটক করে জেরা করা হয় এবং তার বিরুদ্ধে নির্দিষ্ট ধারায় মামলা রুজু করা হয়। আউশগ্রাম-১ ব্লকের ভূমি ও ভূমি সংস্কার দপ্তরের এক দায়িত্বপ্রাপ্ত আধিকারিকের এভাবে ঘুষসহ হাতেনাতে গ্রেপ্তার হওয়ার ঘটনায় গোটা পূর্ব বর্ধমান জেলার প্রশাসনিক মহলে তীব্র চাঞ্চল্য ও আলোড়ন ছড়িয়ে পড়েছে। এই চক্রের সাথে আর কেউ জড়িত আছে কি না, তা খতিয়ে দেখছেন তদন্তকারীরা। ধৃতকে শুক্রবার আদালতে পেশ করা হয়

সিকিম ঢেকেছে বরফের চাদরে, দার্জিলিংয়ে লাগল শীতের পরশ

সোমা মুখোপাধ্যায়

শিলিগুড়ি থেকে দার্জিলিং। পারদ নেমেছে অনেকটাই, সঙ্গে হিমেল হাওয়া। শুক্রবার সকাল থেকেই আকাশের মুখভার ছিল, কোথাও টিপটিপ বৃষ্টি, কোথাও আবার কালো মেঘের আনাগোনা। পাহাড় থেকে সমতল উত্তরবঙ্গের আবহাওয়ায় থাকছে চমকের পর চমক। দার্জিলিং, কালিম্পং থেকে জলপাইগুড়ি, কোচবিহার কিংবা ডুয়ার্স আবহাওয়ার পূর্বাভাস অনুসারে, দার্জিলিং ও পাহাড়ি অঞ্চলে কিছু কিছু স্থানে হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি অথবা গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। দিনের শুরুতে বা সকালের দিকে বৃষ্টির সম্ভাবনা বেশি থাকতে পারে। যার ফলে দার্জিলিংয়ের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা প্রায় ১৭ ডিগ্রি সেলসিয়াস থেকে ২০ ডিগ্রি সেলসিয়াস এবং সর্বনিম্ন তাপমাত্রা প্রায় ১৩ ডিগ্রি সেলসিয়াস থেকে ১৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস-এর মধ্যে থাকবে শনিবার।

ঘূর্ণিঝড় অর্ণবের প্রভাবে বৃহস্পতিবার ভোর থেকেই তাপমাত্রা কমেছে, যা সিকিমের উচ্চভূমি অঞ্চলে আবহাওয়ার আকস্মিক পরিবর্তন ঘটিয়েছে। উত্তর সিকিমের বেশ কিছু এলাকা এবং পূর্ব সিকিমের জনপ্রিয় পর্যটন কেন্দ্র, যেমন সোমগো (চাঙ্গু) হ্রদ, নাথুলা, কুপুপ ও ইয়ুমথাং উপত্যকা, তাজা বরফের ঘন চাদরে ঢেকেছে। এই অপ্রত্যাশিত তুষারপাত পর্যটকদের আনন্দিত করলেও, তাপমাত্রা তীব্রভাবে কমে যাওয়ায় দৃশ্যমানতা হ্রাস পেয়েছে এবং এর ফলে যান চলাচলে সামান্য বিঘ্নিতও আরোপ করা হয়েছে। গ্যাংটক আবহাওয়া কেন্দ্রের পরিচালক গোপীনাথ রাহা ব্যাখ্যা করেছেন যে, বঙ্গোপসাগরে সৃষ্ট ঘূর্ণিঝড় এবং এরসঙ্গে সম্পর্কিত বায়ুমণ্ডলীয় নিম্নচাপের ফলেই পার্বত্য অঞ্চলে তাপমাত্রার এই আকস্মিক পতন ঘটেছে। তিনি বলেন, এর ফলে সিকিমে উচ্চভূমিতে ঋতুভিত্তিক তুষারপাত হয়েছে এবং সমতল ও সংলগ্ন পাহাড়ি এলাকায় বৃষ্টিপাত হচ্ছে। তিনি আরও বলেন, যেহেতু আগামী দুই দিন তাপমাত্রা কম থাকার সম্ভাবনা রয়েছে, তাই ভ্রমণকারী এবং যারা পাহাড়ি অঞ্চলে যাতায়াত করেন, তাদের অতিরিক্ত সতর্কতা অবলম্বন করার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। আবহাওয়া কেন্দ্রের প্রতিবেদন অনুসারে, সিকিমের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ৩১.৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস এবং সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ১১.৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস রেকর্ড করা হয়েছে। সিকিমের অন্যান্য শহরে গ্যাংটকে ১৩.৭ ডিগ্রি সেলসিয়াস, গেজিং-এ ১১.৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস এবং পাকিয়ং-এ ১৪.৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয়েছে। ঘূর্ণিঝড় অর্ণব এবং পরিবর্তনশীল আবহাওয়ার কারণে সমগ্র উত্তরবঙ্গ অঞ্চলে মেঘলা ও প্রতিকূল আবহাওয়া বিরাজ করছে।

আবহাওয়া দপ্তরের কর্তৃপক্ষ আলিপুরদুয়ার ও দার্জিলিং-এর মতো পাহাড়ি এলাকায় আকস্মিক ভূমিধসের ঝুঁকি সম্পর্কে সতর্ক করেছে। খোলা জায়গায় বজ্রপাতের ঝুঁকির কথা বিবেচনা করে, জনগণকে নিরাপদ আশ্রয়ে যেতে এবং গাছের নিচে বা বিদ্যুতের খুঁটির কাছে দাঁড়ানো এড়িয়ে চলার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। এছাড়াও, নিচু রাস্তা জলমগ্ন হয়ে পড়তে পারে বলে গাড়ি চালকদের সতর্ক থাকতে বলা হয়েছে।

পঞ্জাবে তথ্য পাচার-কাণ্ডে গ্রেপ্তার হাসিমারার জওয়ান

নিজস্ব প্রতিবেদন, দার্জিলিং: হাসিমারায় পোস্টিং ছিল অভিযুক্ত সেনা জওয়ান। এখান থেকেই সেনার তথ্য পঞ্জাবে এক মহিলাকে পাঠাতেন। সেই সমস্ত তথ্য মহিলা পঞ্জাবে আইএসআইকে দিতেন বলে অভিযোগ। ইতিমধ্যেই পঞ্জাবের ফাজিলকায় সেই মহিলাকে গ্রেপ্তার করেছে পঞ্জাব পুলিশের স্টেট স্পেশ্যাল অপারেশন সেল। মহিলাকে জিজ্ঞাসাবাদ করে হাসিমারা থেকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে রাজবীর সিংকে। শুক্রবার সেনা জওয়ানকে শিলিগুড়ি আদালতে তুলে ২ দিনের ট্রানজিট রিমান্ডে নিয়ে পঞ্জাব রওনা দিয়েছে তদন্তকারীরা।

সাঁইথিয়ায় বিজেপির বিজয়া সম্মেলন

নিজস্ব প্রতিবেদন, বীরভূম: কর্মীদের সঙ্গে সম্পর্ক দৃঢ় করতে বিজয়া সম্মেলনের আয়োজন করল সাঁইথিয়া বিধানসভা বিজেপি নেতৃবৃন্দ। সাঁইথিয়া রবীন্দ্রভবনে বিজয়ার শুভেচ্ছার পাশাপাশি দীপাবলীর আগাম শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানালেন বীরভূম বিজেপির জেলা সভাপতি উদয় শঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়। এই বিজয়া সম্মিলনীতে উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক কৃষ্ণকান্ত সাহা, জেলা বিজেপির সাধারণ সম্পাদক শ্যামসুন্দর গড়াই শান্তনু মণ্ডল, বিশ্বজিৎ সাহা-সহ সাঁইথিয়া শহর ও ব্লক নেতৃবৃন্দ।

ভারতীয় সেনাবাহিনীর ত্রিশক্তি কোর পশ্চিমবঙ্গের জলপাইগুড়ি সন্ন্যাসিকাটা হাই স্কুলের শিক্ষার্থীদের জন্য দিল্লি, দেরাদুন এবং চণ্ডীগড়ের একটি 'জাতীয় সংহতি সফর'-এর আয়োজন করেছিল। বিভিন্ন শীর্ষ স্থানীয় শিক্ষামূলক, বৈজ্ঞানিক ও প্রতিরক্ষা প্রতিষ্ঠানে পরিদর্শনের মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা বৈজ্ঞানিক অগ্রগতি, সামরিক ঐতিহ্য এবং ক্যারিয়ারের নানা সুযোগ-সুবিধা সম্পর্কে ধারণা লাভ করেছে। ঐতিহাসিক স্থান ও জাতীয় স্মৃতিসৌধগুলো ঘুরে দেখার ফলে শিক্ষার্থীরা ভারতের সমৃদ্ধ ঐতিহ্য এবং সৈন্যদের বীরত্বগাথা সম্পর্কে জানার সুযোগ পেয়েছে।

উত্তরপাড়া থানার উদ্যোগে বিজয়া সম্মেলন

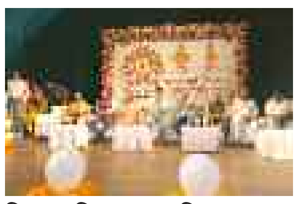

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: চন্দননগর পুলিশ কমিশনারেটের উত্তরপাড়া থানার উদ্যোগে বিজয়া সম্মেলনের আয়োজন করা হয়। হুগলির উত্তরপাড়ার গণভবনে উপস্থিত ছিলেন উত্তরপাড়ার বিধায়ক দীপাঞ্জন চক্রবর্তী, ডিসিপি অর্ণব বিশ্বাস, এসিপি ৩ সুকান্ত হাজরা, উত্তরপাড়া থানার আইসি বিকাশ দত্ত, বিজেপি নেতা আচ্ছালাল যাদব, বর্ষিয়ান বিজেপি নেত্রী কৃষ্ণা ভট্টাচার্য। উপস্থিত ছিলেন বিজেপি উত্তরপাড়া মাখলা উত্তরপাড়া কোতরং ও কোন্নগর অঞ্চলের মন্ডল সভাপতিরা ও উপস্থিত ছিলেন পুলিশ প্রশাসনের আধিকারিকরা ও উত্তরপাড়া বিধানসভা এলাকার পুজো কমিটির সদস্যারা এবং সাধারণ মানুষ জন।

বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-9331059060

এসবিআই ওয়েলেসলি পার্ক ব্রাঞ্চ (০০১৭২৩)
মোঃ মহসীন স্কোয়ার, ১, হাজি, ওয়েলেসলি পার্ক, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ ৭০০০১৬

স্বর্ণালঙ্কার নিলাম বিজ্ঞপ্তি

কিছু ব্যক্তি/জনগণ যারা স্বর্ণের অলঙ্কার বন্ধক রেখে **এসবিআই ওয়েলেসলি পার্ক** থেকে গোল্ড লোন নিয়েছিলেন, তারা সময়সূচী অনুযায়ী তা পরিশোধ করতে খেলাপি হয়েছেন। যারা নোটিশ / নোটিশের যথাযথ উত্তর দেননি বা নোটিশ অবিলিকৃত অবস্থায় ফিরে এসেছে, এই পরিস্থিতিতে, উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে যদি **২৫.১১.২০২৬-এর** আগে গোল্ড লোন(গুলি) পরিশোধ করা না হয়, তবে ব্যাঙ্ক আগের দিনের আর কোনো নোটিশ ছাড়াই বন্ধক রাখা অলঙ্কারগুলি বিক্রি করবে, নিলামের দিন, বন্ধক রাখা অলঙ্কারগুলি পরবর্তী কোনো নোটিশ ছাড়াই ব্রাঞ্চ প্রেমিসেস/গোল্ড হাব-এ নীচে উল্লিখিত সময় এবং তারিখে প্রকাশ্যে নিলাম করা হবে। এই বিষয়ে হওয়া সমস্ত খরচ ঋণগ্রহীতাদের বহন করতে হবে। ব্যাঙ্ক যে কোনো সময় নিলাম স্থগিত/প্রত্যাহার করার এবং মাঝপথে নিলাম বন্ধ করার অধিকার সংরক্ষণ করে। সফল বিডার সম্পূর্ণ অর্থ প্রদান করে অলঙ্কারের দখল পেতে পারেন।

ক্রমিক নং	নিলামের তারিখ	নিলামের প্রস্তাবিত সময়	বিশুদ্ধতা (ক্যারেট)	স্বর্ণের অলঙ্কারের ওজন (গ্রাম)	আইটেমের সংখ্যা
১.	২৫.১১.২০২৬	০৪.০০ টা থেকে ০৫.০০ টা	২২ ক্যারেট	গ্রস ওজন ৫৩.৫০ গ্রাম নিট ওজন ৫২.৪৫ গ্রাম	২ পিস জালি বালা
২.	২৫.১১.২০২৬	০৪.০০ টা থেকে ০৫.০০ টা	২২ ক্যারেট	গ্রস ওজন ৪২.৯৪ গ্রাম নিট ওজন ৪০.৮০ গ্রাম	১ পিস চেইন

তারিখ: ৩১.১০.২০২৬
স্থান: কলকাতা
অনুমোদিত অফিসার
এসবিআই ওয়েলেসলি পার্ক

এসএমই সেন্টার, বালিগঞ্জ (১৫৭৪৩)
৫০এ, গড়িয়াহাট রোড, ৪র্থ ফ্লোর কলকাতা-৭০০০১৯
ই-মেইল: sbi.64202@sbi.co.in

দখল বিজ্ঞপ্তি
(স্থাবর সম্পত্তির জন্য)
[রুল-৮(১)]

যেহেতু:
সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ এর অধীনে স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া-এর অনুমোদিত অফিসার হিসেবে নিম্নস্বাক্ষরকারী এবং সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২ এর রুল ৩ এর সাথে পঠিত ধারা ১৩ (১২) এর অধীনে অর্পিত ক্ষমতা প্রয়োগ করে ২১.০৭.২০২৬ তারিখে একটি ডিমান্ড নোটিশ জারি করেছিলেন যা **ঋণগ্রহীতা মেসার্স প্লাসকন মেশিনস অ্যান্ড টুলস, প্রোপ্রাইটর শ্রী শ্রীনিবাস বণিক, ২২, বুড়োশিবতলা মেইন রোড, কলকাতা-৭০০০৩৮ এবং গ্যারান্টার শ্রী শ্রীনিবাস বণিক এবং শ্রীমতী দেবিকা বণিক, ফ্ল্যাট নং এ-২ (ফার্স্ট ফ্লোর), ৩, যাদবপুর নর্থ রোড, কলকাতা- ৭০০০৩২-কে** নোটিশে উল্লিখিত **২০.০৭.২০২৬ তারিখ অনুযায়ী ২০,৭৬,৬২৯.৩৫ টাকা (কুড়ি লক্ষ ছিয়াত্তর হাজার ছয়শো ঊনত্রিশ টাকা এবং পঁয়ত্রিশ পয়সা মাত্র)** এবং উক্ত নোটিশ প্রাপ্তির তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে পরবর্তী সুদ, আনুষঙ্গিক ব্যয়, খরচ, চার্জ ইত্যাদি সহ পরিশোধ করার আহ্বান জানিয়েছিল।
ঋণগ্রহীতা/গ্যারান্টার উক্ত পরিমাণ অর্থ পরিশোধ করতে ব্যর্থ হওয়ায়, এতদ্বারা ঋণগ্রহীতা/গ্যারান্টার এবং সাধারণভাবে জনসাধারণকে নোটিশ দেওয়া হচ্ছে যে, সিকিউরিটিজ ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২ এর রুল ৮ এর সাথে পঠিত উক্ত আইনের ১৩ নম্বর ধারার উপ-ধারা (৪) এর অধীনে তার উপর অর্পিত ক্ষমতা প্রয়োগ করে নিম্নস্বাক্ষরকারী এই **২০২৬ সালের ৩০শে অক্টোবর তারিখে** এখানে নীচে বর্ণিত সম্পত্তির দখল নিয়েছেন।
বিশেষ করে ঋণগ্রহীতা এবং সাধারণভাবে জনসাধারণকে এতদ্বারা সম্পত্তিটি নিয়ে কোনো লেনদেন না করার জন্য সতর্ক করা হচ্ছে এবং সম্পত্তিটির সাথে কোনো লেনদেন স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া-এর **২০.০৭.২০২৬ তারিখ অনুযায়ী ২০,৭৬,৬২৯.৩৫ টাকা (কুড়ি লক্ষ ছিয়াত্তর হাজার ছয়শো ঊনত্রিশ টাকা এবং পঁয়ত্রিশ পয়সা মাত্র)** এবং তার উপর পরবর্তী সুদ, আনুষঙ্গিক ব্যয়, খরচ, চার্জ ইত্যাদির চার্জের সাপেক্ষে হবে।
সুরক্ষিত সম্পদ মুক্ত করার জন্য উপলব্ধ সময়ের সাপেক্ষে আইনের ১৩ নম্বর ধারার উপ-ধারা (৮)-এর বিধানগুলির প্রতি ঋণগ্রহীতা/গ্যারান্টারদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে।

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ

বুক নং- ১, সিডি ভলিউম নং ১, ৮৬০৮ থেকে ৮৬৩৭ নং পৃষ্ঠায় নিবন্ধিত, যা ২০১১ সালের জন্য কলকাতা-১ এর অতিরিক্ত রেজিস্ট্রার অফ **অ্যাসুরেন্সে ০০৪০২ নং।**
মালিক: শ্রী শ্রীনিবাস বণিক এবং শ্রীমতী দেবিকা বণিক।
১ম ফ্লোরে ১৬০০ বর্গফুট কমবেশি সুপার বিল্ট আপ এরিয়ার একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ আবাসিক ফ্ল্যাটের সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল, এর সাথে ১২৫ বর্গফুট পরিমাপের একটি কার পার্কিং স্পেস এবং প্রেমিসেস নং ৩, যাদবপুর নর্থ রোড, থানা- যাদবপুর, কলকাতা - ৭০০০৩২, কলকাতা মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন এডি-এসআর আলিপুর, জেলা: দক্ষিণ ২৪-পরগনা-এর সীমানার মধ্যে ৯৩ নং ওয়ার্ডে অবস্থিত ভবনে অবিভক্ত আনুপাতিক জমির অংশ, সাধারণ সুবিধা এবং সাধারণ অধিকার সহ। **সম্পত্তিটি নিম্নলিখিতভাবে বেষ্টিত এবং সীমাবদ্ধ: উত্তরে:** প্রেমিসেস নং ১৭, নর্থ রোড দ্বারা, দক্ষিণে: প্রেমিসেস নং ২, নর্থ রোড দ্বারা, পূর্বে: কে.এম.সি. রোড দ্বারা, পশ্চিমে: প্রেমিসেস নং ১৫/১, নর্থ রোড দ্বারা।

তারিখ: ৩০.১০.২০২৬, স্থান: কলকাতা — অনুমোদিত অফিসার, স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

এগ্রি অ্যান্ড এমএসএমই ক্রেডিট সেন্টার (৬২৯৭৬)
১ম ফ্লোর, সাইট্রাস কোভ বিল্ডিং, কমলগাজী মোড়ের কাছে
পশ্চিমবঙ্গ, পিন:৭০০১০৩, ই-মেইল: sbi.62976@sbi.co.in

দখল বিজ্ঞপ্তি
(স্থাবর সম্পত্তির জন্য)
[রুল-৮(১)]

যেহেতু:
সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ এর অধীনে **স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, এগ্রি অ্যান্ড এমএসএমই ক্রেডিট সেন্টার (৬২৯৭৬)-এর** অনুমোদিত অফিসার হিসেবে নিম্নস্বাক্ষরকারী এবং সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২ এর রুল ৩ এর সাথে পঠিত ধারা ১৩ (১২) এর অধীনে অর্পিত ক্ষমতা প্রয়োগ করে ০৫.০৬.২০২৬ তারিখে একটি ডিমান্ড নোটিশ জারি করেছিলেন যা **ফেমাস ইলেকট্রনিক্স অ্যান্ড ফার্নিচার এবং ফেমাস অটোমোবাইল সেন্টার-এর প্রোপ্রাইটর ঋণগ্রহীতা শ্রীমতী পায়েল মিস্ত্রি-কে** নোটিশে উল্লিখিত **২৭,১৯,২৭৬.০০ টাকা (সাতাশ লক্ষ উনিশ হাজার দুইশো ছিয়াত্তর টাকা মাত্র) এবং উক্ত নোটিশ প্রাপ্তির তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে ০৫.০৬.২০২৬** থেকে অর্জিত সুদ পরিশোধ করার আহ্বান জানিয়েছিল।
ঋণগ্রহীতা উক্ত পরিমাণ অর্থ পরিশোধ করতে ব্যর্থ হওয়ায়, এতদ্বারা ঋণগ্রহীতা এবং সাধারণভাবে জনসাধারণকে নোটিশ দেওয়া হচ্ছে যে, সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস ২০০২ এর রুল ৮ এর সাথে পঠিত উক্ত আইনের ১৩ নম্বর ধারার উপ-ধারা (৪) এর অধীনে তার উপর অর্পিত ক্ষমতা প্রয়োগ করে নিম্নস্বাক্ষরকারী এই **২০২৬ সালের ২৭শে অক্টোবর তারিখে** এখানে নীচে বর্ণিত সম্পত্তির দখল নিয়েছেন।
বিশেষ করে ঋণগ্রহীতা এবং সাধারণভাবে জনসাধারণকে এতদ্বারা সম্পত্তিটি নিয়ে কোনো লেনদেন না করার জন্য সতর্ক করা হচ্ছে এবং সম্পত্তিটির সাথে কোনো লেনদেন স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া-এর **২৭,১৯,২৭৬.০০ টাকা (সাতাশ লক্ষ উনিশ হাজার দুইশো ছিয়াত্তর টাকা মাত্র) এবং ০৫.০৬.২০২৬** থেকে তার উপর পরবর্তী সুদ এবং অন্যান্য চার্জের সাপেক্ষে হবে।
সুরক্ষিত সম্পদ মুক্ত করার জন্য উপলব্ধ সময়ের সাপেক্ষে আইনের ১৩ নম্বর ধারার উপ-ধারা (৮)-এর বিধানগুলির প্রতি ঋণগ্রহীতার দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে।

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ

সম্পত্তির মালিক: শ্রীমতী পায়েল মিস্ত্রি
২০২২ সালের ডিড নং ২৬১৮, এডিএসআর মথুরাপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা।
শ্রীমতী পায়েল মিস্ত্রির নামে জেলা দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ, পিন-৭৪৩৩৩৮-এ লালপুর গ্রাম পঞ্চায়েত, থানা এবং এডিএসআর মথুরাপুর-এর সীমানার মধ্যে আর.এস. খতিয়ান নং ১৮১, এল.আর. খতিয়ান নং ২০৮৮ বর্তমানে ২১৯৩-এর অধীনে আর.এস. এবং এল.আর. দাগ নং ৯৪-এর অন্তর্ভুক্ত, তৌজি নং ১০৬৪, মৌজা পূর্ব রানাঘাট, পরগনা- হাতিয়াগড়, জে.এল. নং ৩৩, বর্তমানে ২৮-এ অবস্থিত ০৩ ডেসিম্যাল পরিমাপের জমি এবং এর উপর অবস্থিত ১২০০ বর্গফুট পরিমাপের দোতলা বাসভবনের সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল।
নিম্নলিখিতভাবে বেষ্টিত এবং সীমাবদ্ধ: উত্তরে- ৬ ফুট চওড়া সাধারণ পথ এবং তারপর ভঞ্জু গোলদার এবং অন্যান্যরা; দক্ষিণে- আমজাদ আলী গোলদারের ডাঙা জমি; পূর্বে- সইফুল্লাহ গোলদারের জমি; পশ্চিমে- গ্রাম পঞ্চায়েতের ৮ ফুট চওড়া পাকা রাস্তা।

এই বিষয়ে সারফেসি (SARFAESI) অ্যাক্ট ২০০২-এর অধীনে জারি করা আমাদের পূর্ববর্তী **১০.০৮.২০২৬ এবং ১৭.০৮.২০২৬ তারিখের** ১৩(৪) নোটিশগুলি প্রত্যাহার করা হয়েছে এবং বাতিল করা হয়েছে।

তারিখ: ২৭.১০.২০২৬
স্থান: এএমসিসি বারুইপুর
অনুমোদিত অফিসার
স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

অ্যাক্সিস ফাইন্যান্স লিমিটেড
(CIN U65921MH1995PLC212675)
অ্যাক্সিস হাউস, সি-২, ওয়াদিয়া ইন্টারন্যাশনাল সেন্টার, পান্ডুরং বুধকর মার্গ, ওরলি, মুম্বই - ৪০০ ০২৫

পরিশিষ্ট ৪
[রুল ৮(১) দ্রষ্টব্য]
প্রতীকী দখল বিজ্ঞপ্তি
(স্থাবর সম্পত্তির জন্য)
[সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২ এর রুল ৮(১) এর সাথে পঠিত পরিশিষ্ট ৪ অনুযায়ী]

যেহেতু,
সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ এর অধীনে **অ্যাক্সিস ফাইন্যান্স লিমিটেড (এএফএল)**-এর অনুমোদিত অফিসার হিসেবে নিম্নস্বাক্ষরকারী এবং সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২ এর রুল ৩ এর সাথে পঠিত ধারা ১৩ (১২) এর অধীনে অর্পিত ক্ষমতা প্রয়োগ করে **১০ আগস্ট, ২০২৬** তারিখে একটি দাবি নোটিশ জারি করেছিলেন এবং ঋণগ্রহীতা/গ্যারান্টার/বন্ধকদাতা **(১) তাজ প্লাই** ঠিকানা গোলাবাড়ি বাজার, বকুণ্ডা, টাকি রোড শাসন, পশ্চিমবঙ্গ, উত্তর ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ-৭৪৩৪২৩, **(২) শ্রী মহ. বাবুল আহমেদ** ঠিকানা গোলাবাড়ি বাজার, বকুণ্ডা ডাকাতপোতা, বকণ্ডা, উত্তর ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ-৭৪৩৪২৩ অন্যান্য ঠিকানা পিতা- মহ. আখের আহমেদ, বকুণ্ডা (ডাকাতপোতা) গোলাবাড়ি বাজার, বকণ্ডা বৈদ্যপুর, উত্তর ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ-৭৪৩৪২৩, **(৩) শ্রীমতী রুকসোনা খাতুন** ঠিকানা বকুণ্ডা, ডাকাতপোতা, বকণ্ডা, গোলাবাড়ি বাজার, উত্তর ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ-৭৪৩৪২৩, অন্যান্য ঠিকানা মারফৎ- মহ. বাবুল আহমেদ বকুণ্ডা (ডাকাতপোতা) গোলাবাড়ি বাজার, বকণ্ডা বৈদ্যপুর, উত্তর ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ-৭৪৩৪২৩, যারা নীচে বিশেষভাবে বর্ণিত স্থাবর সম্পত্তি বন্ধক রেখেছেন, তাদের উক্ত নোটিশ প্রাপ্তির তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে নোটিশে উল্লিখিত **১০.০৮.২০২৬ তারিখ অনুযায়ী ৯১,২৬,১৮৩/- টাকা (একানব্বই লক্ষ ছাব্বিশ হাজার একশো তিরাশি টাকা)** এবং পরিশোধের তারিখ পর্যন্ত তার উপর চুক্তিবদ্ধ হারের পরবর্তী সুদ পরিশোধ করার আহ্বান জানিয়েছিলেন।
ঋণগ্রহীতা/গ্যারান্টার/বন্ধকদাতা উক্ত পরিমাণ অর্থ পরিশোধ করতে ব্যর্থ হওয়ায়, এতদ্বারা ঋণগ্রহীতা/গ্যারান্টার/বন্ধকদাতা এবং সাধারণভাবে জনসাধারণকে নোটিশ দেওয়া হচ্ছে যে, সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২ এর রুল ৮ এর সাথে পঠিত উক্ত আইনের ১৩ (৪) ধারা এর অধীনে তার উপর অর্পিত ক্ষমতা প্রয়োগ করে নিম্নস্বাক্ষরকারী এই **২০২৬ সালের ২৯ অক্টোবর তারিখে** এখানে নীচে বর্ণিত সম্পত্তির প্রতীকী দখল নিয়েছেন। বিশেষ করে ঋণগ্রহীতা/গ্যারান্টার/বন্ধকদাতা এবং সাধারণভাবে জনসাধারণকে এতদ্বারা সম্পত্তিটি নিয়ে কোনো লেনদেন না করার জন্য সতর্ক করা হচ্ছে এবং সম্পত্তিটির সাথে কোনো লেনদেন অ্যাক্সিস ফাইন্যান্স লিমিটেড-এর ২৯.১০.২০২৬ তারিখ অনুযায়ী **৯৩,০০,২৬৯/- টাকা (তিরানব্বই লক্ষ দুইশো উনসত্তর টাকা)** এবং সম্পূর্ণ অর্থ প্রদান বা পুরোপুরি আদায় না হওয়া পর্যন্ত চুক্তিবদ্ধ হারে তার উপর পরবর্তী সুদ এবং অ্যাক্সিস ফাইন্যান্স লিমিটেডের খরচ, চার্জ ইত্যাদির চার্জের সাপেক্ষে হবে।
সুরক্ষিত সম্পদ মুক্ত করার জন্য উপলব্ধ সময়ের সাপেক্ষে উক্ত আইনের ১৩ নম্বর ধারার উপ-ধারা (৮) এবং উপ-ধারা (১৩)-এর বিধানগুলির প্রতি ঋণগ্রহীতা/গ্যারান্টার/বন্ধকদাতার দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে।

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ

মোট ১০.৫০ ডেসিম্যাল পরিমাপের সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল জমি, যার মধ্যে আর.এস./এল.আর. দাগ নং ১৫৯ এর অধীনে প্রায় ০৭.৫০ ডেসিম্যাল পরিমাপের জমি এবং আর.এস./ এল.আর. দাগ নং ১৬১ এর অধীনে প্রায় ০৩ ডেসিম্যাল পরিমাপের জমি, যা মৌজা - বকণ্ডা, তৌজি নং ১৫৬, জে.এল. নং ১৪৯, এল.আর. খতিয়ান নং ১৪৪২, থানা বর্তমানে শাসন, পূর্বে বারাসাত, পরগনা - আনোয়ারপুর, ফলতি বেলিয়াঘাটা গ্রাম পঞ্চায়েতের মধ্যে, জেলা উত্তর ২৪ পরগনায় অবস্থিত।
জমিটি নিম্নলিখিতভাবে বেষ্টিত এবং সীমাবদ্ধ :
উত্তরে : ৬০ ফুট চওড়া পিডব্লিউডি টাকি রোড;
দক্ষিণে : জসিমুদ্দিনের জমি
পূর্বে : সাহাঙ্গীর আলীর জমি
পশ্চিমে : জাকির হোসেনের বাড়ি

তারিখ : ২৯.১০.২০২৬
স্থান : কলকাতা
অনুমোদিত অফিসার
অ্যাক্সিস ফাইন্যান্স লি.

ফর্ম নং ইউআরসি-২
একুশ নম্বর অধ্যায়ের প্রথম খণ্ডের অধীনে নিবন্ধনের বিষয়ে বিজ্ঞপ্তি প্রদানকারী বিজ্ঞাপন
কোম্পানি অ্যাক্ট, ২০১৩-এর ৩৭৪(বি) নম্বর ধারা এবং কোম্পানি (নিবন্ধনের জন্য অনুমোদিত) রুলস, ২০১৪-এর রুল ৪(১) অনুযায়ী)

১. এতদ্বারা নোটিশ দেওয়া হচ্ছে যে কোম্পানি অ্যাক্ট, ২০১৩-এর ৩৬৬ নম্বর ধারার উপ-ধারা (২) অনুযায়ী, কলকাতার রেজিস্ট্রারের কাছে একটি আবেদন করা হয়েছে যাতে এসআরএস স্ম্যাশ এরিনা স্পোর্টস অ্যান্ড এন্টারটেইনমেন্ট এলএলপি (এলএলপিআইএন ACK-2843), একটি লিমিটেড লায়াবিলিটি পার্টনারশিপ, কোম্পানি অ্যাক্ট, ২০১৩-এর একুশ নম্বর অধ্যায়ের প্রথম খণ্ডের অধীনে শেয়ার দ্বারা সীমাবদ্ধ কোম্পানি হিসেবে নিবন্ধিত হতে পারে।
২. কোম্পানির প্রধান উদ্দেশ্যগুলি নিম্নরূপ :
ক) ভারত বা ভারতের বাইরে যেকোনো স্থানে খেলাধুলা, গেমস, ফিটনেস সেন্টার, বিনোদনমূলক এলাকা বা স্পোর্টস, ফিটনেস এবং হেলথ ক্লাব সহ অন্যান্য খেলাধুলা-সম্পর্কিত ব্যবসার মালিকানা, পরিচালনা বা ব্যবস্থাপনা করা এবং ইনডোর ও আউটডোর খেলাধুলা বা গেমসের জন্য সুবিধা এবং বাসস্থান, পোশাক পরিবর্তনের ঘর, জলখাবার এবং অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা প্রদান করা এবং পিকেলবল, টেনিস এবং অন্যান্য গেমস, অ্যাথলেটিক স্পোর্টস এবং বিনোদনের প্রচার করা।
খ) পরামর্শ, প্রশিক্ষণ, কোচিং, উপদেশ প্রদান, সিস্টেম, প্রক্রিয়া এবং প্রযুক্তির বিকাশ করা এবং খেলাধুলা ও গেমস সম্পর্কিত টেক্সটাইল, আনুষাঙ্গিক, পণ্য এবং পরিষেবাগুলি কেনা, বিক্রি, আমদানি, রপ্তানি, ব্যবসা এবং উৎপাদন সহ উল্লিখিত উদ্দেশ্যগুলির সাথে সম্পর্কিত সমস্ত কাজ, ব্যবসায়িক ক্রিয়াকলাপ সম্পাদন করা।
গ) এককভাবে বা কোনো অ্যাসোসিয়েশন, ক্লাব বা ব্যক্তিদের সাথে যৌথভাবে সভা, প্রতিযোগিতা এবং ম্যাচের প্রচার বা আয়োজন করা।
৩. প্রস্তাবিত কোম্পানির খসড়া মেমোরেন্ডাম এবং আর্টিকলস অফ অ্যাসোসিয়েশনের একটি অনুলিপি উত্তালিকা, ৬ষ্ঠ ফ্লোর ০২, ৪০৫, বড়খোলা, মুকুন্দপুর, কলকাতা- ৭০০০৯৯-এ নিবন্ধিত কার্যালয়ে পরিদর্শন করা যেতে পারে।
৪. এতদ্বারা নোটিশ দেওয়া হচ্ছে যে এই আবেদনে আপত্তিকারী যে কোনো ব্যক্তি এই নোটিশ প্রকাশের তারিখ থেকে একুশ দিনের মধ্যে কলকাতার রেজিস্ট্রারের কাছে লিখিতভাবে তাদের আপত্তি জানাতে পারেন, যার একটি অনুলিপি কোম্পানির নিবন্ধিত কার্যালয়ে পাঠাতে হবে।

এসআরএস স্ম্যাশ এরিনা স্পোর্টস অ্যান্ড এন্টারটেইনমেন্ট এলএলপি-এর পক্ষে
স্বা/-
রঞ্জীব ব্যানার্জি
ডেজিগনেটেড পার্টনার
তারিখ : ৩১ অক্টোবর, ২০২৬

আইডিবিআই ব্যাঙ্ক লিমিটেড, রিটেইল রিকভারি ডিপার্টমেন্ট
CIN : L65190MH2004GOI148838
৪৪, শেক্সপিয়ার সরণি, ২য় ফ্লোর, কলকাতা - ৭০০০১৭
ফোন নং : (০৩৩) ৬৬৫৫ ৭৮৪৮

পরিশিষ্ট ৪ [রুল ৮(১)]
দখল বিজ্ঞপ্তি
(স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

যেহেতু,
সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ (২০০২ এর ৫৪) এর অধীনে **আইডিবিআই ব্যাঙ্ক লিমিটেড**-এর অনুমোদিত অফিসার হিসেবে নিম্নস্বাক্ষরকারী এবং সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস ২০০২ এর রুল ৩ এর সাথে পঠিত ১৩(১২) ধারার অধীনে অর্পিত ক্ষমতা প্রয়োগ করে অ্যাকাউন্টগুলির বিপরীতে উল্লিখিত তারিখে **ঋণগ্রহীতা / সহ-ঋণগ্রহীতা / আইনি উত্তরাধিকারীদের** একটি দাবি নোটিশ জারি করেছিলেন, ঋণ পরিশোধ করতে ব্যর্থ হওয়ায়, এতদ্বারা সাধারণভাবে জনসাধারণকে এবং বিশেষ করে ঋণগ্রহীতা / সহ-ঋণগ্রহীতা / আইনি উত্তরাধিকারীদের নোটিশ দেওয়া হচ্ছে যে, সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২ এর রুল ৮ এর সাথে পঠিত উক্ত আইনের ১৩ নম্বর ধারার উপ-ধারা (৪) এর অধীনে তার উপর অর্পিত ক্ষমতা প্রয়োগ করে নিম্নস্বাক্ষরকারী এখানে এরপরে উল্লিখিত তারিখে নীচে বর্ণিত সম্পত্তিগুলির দখল নিয়েছেন।
বিশেষ করে **ঋণগ্রহীতা / সহ-ঋণগ্রহীতা / আইনি উত্তরাধিকারীদের** এবং সাধারণভাবে জনসাধারণকে এতদ্বারা সম্পত্তিটি নিয়ে কোনো লেনদেন না করার জন্য সতর্ক করা হচ্ছে এবং সম্পত্তিটির সাথে কোনো লেনদেন নোটিশে উল্লিখিত পরিমাণের সাথে পরবর্তী সুদ, দণ্ডমূলক সুদ, চার্জ, খরচের জন্য **আইডিবিআই ব্যাঙ্ক লিমিটেড**-এর চার্জের সাপেক্ষে হবে।
সুরক্ষিত সম্পদ মুক্ত করার জন্য উপলব্ধ সময়ের সাপেক্ষে অ্যাক্ট, ২০০২ এর ১৩ নম্বর ধারার উপ-ধারা (৮)-এর বিধানগুলির প্রতি ঋণগ্রহীতা/আইনি উত্তরাধিকারীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে।

ক্রম নং	১) ঋণগ্রহীতা/ সহ-ঋণগ্রহীতাদের নাম ২) অ্যাকাউন্ট নম্বর	১) দাবি নোটিশের তারিখ ২) বাস্তবিক দখলের তারিখ ৩) দাবি নোটিশ অনুযায়ী দাবি করা পরিমাণ	স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ
১.	১) সেখ হাবিবুল্লাহ (ঋণগ্রহীতা) এবং তুহিনা চৌধুরী (সহ-ঋণগ্রহীতা) ২) ল্যান ০২৫৯৬৭৫১০০০১৫৬৭৭ ০২৫৯৬৭৩১০০০০০০৮২ ০২৫৯৬৭৫১০০০১৫৬৮৬	১. ২৪.০৭.২০২৬ ২. ৩০.১০.২০২৬ ৩. ৭৬,৪৫,৯৮৫.৮৮ টাকা (ছিয়াত্তর লক্ষ পঁয়তাল্লিশ হাজার নয়শো পঁচাশি টাকা এবং অষ্টআশি পয়সা) ১০/০১/২০২৬ তারিখ অনুযায়ী বকেয়া (০৯-০১-২০২৬ পর্যন্ত হিসাব করা সুদ সহ)।	মৌজা গলিগ্রাম, জে.এল. নং ৫৪, থানা গলসি, ডিএসআর-১ বর্ধমান, জেলা পূর্ব বর্ধমান-এর সীমানার মধ্যে এল.আর. খতিয়ান নং ৫৭৭-এর সমতুল্য আর.এস প্লট নং ৫৪১৪-এর অন্তর্ভুক্ত ১০ ডেসিম্যাল পরিমাপের জমির সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল। সম্পত্তিটি উচ্চগ্রাম গ্রাম পঞ্চায়েতের সীমানার মধ্যে অবস্থিত। প্লটটি **নিম্নলিখিতভাবে বেষ্টিত এবং সীমাবদ্ধ : উত্তরে :** হারুন চৌধুরীর কৃষি জমি, **দক্ষিণে :** তরুণ হুই-এর কৃষি জমি, **পূর্বে :** দেবী প্রসাদ ভট্টাচার্য, **পশ্চিমে :** হারুন চৌধুরীর কৃষি জমি।
২.	১) রুম্পা ঘোষ (ঋণগ্রহীতা) এবং সুশান্ত ঘোষ (সহ-ঋণগ্রহীতা) ২) ল্যান ০২৫৯৬৭৫১০০০১৬৮০৭ ০২৫৯৬৭৫১০০০১৬৮৫২	১. ১৩.০৮.২০২৬ ২. ৩০.১০.২০২৬ ৩. ২২৪০৫৬৩/- টাকা (বাইশ লক্ষ চল্লিশ হাজার পাঁচশো তেষট্টি টাকা) ০৯-০৫-২০২৬ তারিখ অনুযায়ী বকেয়া (০৯-০৫-২০২৬ পর্যন্ত হিসাব করা সুদ সহ)	উখরিদ গ্রাম পঞ্চায়েতের সীমানার মধ্যে মৌজা চাগ্রাম জেএল নং-৮৪, দাগ নং-আর.এস. এবং এল.আর.- ৬০৬৩, খতিয়ান নং - এল.আর.- ৩৫২, বর্তমান এল.আর. খতিয়ান নং, (ঋণগ্রহীতা) - ৩৯৭৯ এডিএসআর- খণ্ডঘোষ, ডিএসআর- পূর্ব বর্ধমান, থানা- খণ্ডঘোষ, জেলা-পূর্ব বর্ধমান-এ অবস্থিত ৬.৩৩ ডেসিমেল পরিমাপের জমির একটি এলাকা। **প্লটটি নিম্নলিখিতভাবে বেষ্টিত এবং সীমাবদ্ধ : পূর্বে :** বাস্তু জমি, **পশ্চিমে :** বাস্তু জমি, **উত্তরে :** পাকা রাস্তা, **দক্ষিণে :** পুকুর।

তারিখ : ৩১.১০.২০২৬
স্থান : বর্ধমান
স্বা/-
অনুমোদিত অফিসার, আইডিবিআই ব্যাঙ্ক লি.

GIC HOUSING FINANCE LTD.

জিআইসি হাউজিং ফাইন্যান্স লি.
নিবন্ধিত কার্যালয় : ন্যাশনাল ইন্স্যুরেন্স বিল্ডিং, ৬ষ্ঠ ফ্লোর, ১৪ জামশেদজি টাটা রোড, চার্চগেট, মুম্বই-৪০০০২০
ব্রাঞ্চ অফিস (দুর্গাপুর) : এমএনএভি-২০, নর্থ অ্যাভিনিউ, বেঙ্গল অম্বুজা হাউজিং কমপ্লেক্স, সিটি সেন্টার, দুর্গাপুর, পশ্চিমবঙ্গ, পিন-৭১৩২১৬।

প্রতীকী দখল বিজ্ঞপ্তি
রেফারেন্স : সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর রুল ৮-এর উপ-রুল (১)-এর অধীনে দখল বিজ্ঞপ্তি

যেহেতু সারফেসি অ্যাক্ট ২০০২-এর ১৩(২) ধারার অধীনে নীচে দেওয়া নিজ নিজ তারিখে জারি করা দাবি নোটিশ অনুযায়ী, **জিআইসিএইচএফএল**-এর অনুমোদিত অফিসার হিসাবে নিম্নস্বাক্ষরকারী আপনাকে/নিম্নোক্ত ঋণগ্রহীতাদের নিজ নিজ নোটিশ প্রাপ্তির তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে বকেয়া পরিশোধ করার আহ্বান জানিয়েছিলেন।
যাইহোক, আপনি/সমস্ত ঋণগ্রহীতারা নির্ধারিত সময়ের মধ্যে উক্ত বকেয়া পরিশোধ করতে ব্যর্থ হয়েছেন, তাই সারফেসি অ্যাক্ট, ২০০২-এর ১৩ নম্বর ধারার উপ-ধারা (৪)-এর বিধান এবং এর অধীনে প্রণীত রুলস দ্বারা অর্পিত অধিকার প্রয়োগ করে **জিআইসিএইচএফএল** এখানে নীচে উল্লিখিত সিকিউরড সম্পদের **প্রতীকী দখল** নিয়েছে :

ক্রম নং	ঋণগ্রহীতা(দের) নাম এবং লোন অ্যাকাউন্ট নং	বন্ধক রাখা সম্পত্তির ঠিকানা	দাবি নোটিশ অনুযায়ী বকেয়া পরিমাণ (টাকায়)	দাবি নোটিশের তারিখ	প্রতীকী দখলের তারিখ
১.	শ্রী জয়দেব দাস WB0460610002042 (দুর্গাপুর ব্রাঞ্চ অফিস)	প্লট নং ৯৬৯, খতিয়ান নং ৫৪/১০৯, এলআর খতিয়ান নং ১২৬, মৌজা রানীপুর, জেএল নং ৪৮, থানা- মেজিয়া, রামচন্দ্রপুরে সালতোড় জেলা সাব রেজিস্ট্রি অফিসের অধীনে, জেলা বাঁকুড়া, গ্রাম-রানীপুর, প্রাইমারি স্কুলের কাছে, থানা-মেজিয়া, পোঃ-গঙ্গাজলঘাটি, জেলা-বাঁকুড়া, পশ্চিমবঙ্গ-৭২২১৩৩-এ অবস্থিত 3½ শতক পরিমাপের জমি এবং এর মধ্যে থাকা কাঠামো।" (১৫.১২.২০০৯ তারিখের ১৫.১২.২০০৯ ডিড নং-১-০১৪১০ অনুযায়ী সিকিউরড সম্পদ হিসাবে)। সম্পত্তিটি নিম্নলিখিতভাবে বেষ্টিত এবং সীমাবদ্ধ : উত্তরে : কৃষ্ণা দাস এবং রসিক দাসের প্লট দ্বারা, দক্ষিণে : ৯৬৯ নং প্লট দ্বারা, পূর্বে : আদিত্য দাসের প্লট এবং ৯৬৯ নং প্লট দ্বারা, পশ্চিমে : ৯৬৯ নং প্লট দ্বারা।	৬,৯৫,৩৩০/-	১১.০৬.২০২৬	২৭.১০.২০২৬
২.	শ্রী তৌসিফ শাকিল এবং শ্রীমতী জেবা পারভীন WB0460610002745 (দুর্গাপুর ব্রাঞ্চ অফিস)	মৌজা- নরসিংবাঁধ, আর.এস. জে.এল. নং ২১, এল.আর. জে.এল. নং ১২১, যা যথাক্রমে আর.এস. খতিয়ান নং ৩৮৭৭, ৩৯৮৭, এল.আর খতিয়ান ৪৭৮৩ এর সাথে সম্পর্কিত, আর.এস. প্লট নং-৫২৯৪ এর অন্তর্ভুক্ত, থানা-হীরাপুর, আসানসোল মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের সীমানার মধ্যে, ৪৩ নং ওয়ার্ডের অধীনে, জেলা-পশ্চিম বর্ধমান, পশ্চিমবঙ্গ (০৬.০৬.২০২৩ তারিখের ডিড নং-I-4823 অনুযায়ী সিকিউরড সম্পদ হিসাবে)-এ অবস্থিত ২ কাঠা পরিমাপের বাস্তু জমির অংশ এবং পার্সেল এবং এর সাথে ৯৩২ বর্গফুট এলাকার একতলা ভবন। সম্পত্তিটি নিম্নলিখিতভাবে বেষ্টিত এবং সীমাবদ্ধ- উত্তরে : অন্যদের সম্পত্তি দ্বারা, দক্ষিণে : অন্যদের সম্পত্তি দ্বারা, পূর্বে : অন্যদের সম্পত্তি দ্বারা, পশ্চিমে : ১০ ফুট চওড়া রাস্তা দ্বারা	১৫,৩৪,৪৮৩/-	১১.০৬.২০২৬	২৮.১০.২০২৬
৩.	শ্রীমতী নাগমা সদর এবং শ্রী মেহবুব খান WB0460610002759 (দুর্গাপুর ব্রাঞ্চ অফিস)	মৌজা- ইসমাইল, জে.এল. নং ২২, যা আর.এস. খতিয়ান নং ৭৮৬, এল.আর. খতিয়ান নং ৮৮৯৬ এর সাথে সম্পর্কিত, যা আর.এস. প্লট নং ৯৯১ এর অন্তর্ভুক্ত, যা এল.আর. প্লট নং ৭১৪৩ এর সমতুল্য, সাব প্লট নং ৩৯/এ, থানা হীরাপুর এর অধীনে, আসানসোল মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের সীমানার মধ্যে, এপিজে আব্দুল কালাম রোড, ওয়ার্ড নং পুরানো ৩৮/৮৩ নতুন, হোল্ডিং নং ১৭৫/নতুন, জেলা- পশ্চিম বর্ধমান, পশ্চিমবঙ্গে অবস্থিত প্রায় ২ কাঠা ০১ ছটাক ১৫ বর্গফুট বা কমবেশি ৩.৪৩৭৫ ডেসিমেল পরিমাপের বাস্তু জমির অংশ এবং পার্সেল। সম্পত্তিটি নিম্নলিখিতভাবে বেষ্টিত এবং সীমাবদ্ধ- উত্তরে : ১০ ফুট চওড়া ইসমাইল শাস্ত্রী নগর রোড; উত্তরে : ১০ ফুট চওড়া ইসমাইল ষষ্ঠী নগর রোড; দক্ষিণে : সাব প্লট নং ৩৯/বি-তে সম্পত্তি; পূর্বে : ৮ ফুট চওড়া ইসমাইল ষষ্ঠী নগর রোড বাই লেন; পশ্চিমে : সাব প্লট নং ৪০/বি-তে জমি।	৩৮,৯৮,৪৪২/-	১১.০৬.২০২৬	২৮.১০.২০২৬

অধিকন্তু, এই নোটিশের মাধ্যমে ঋণগ্রহীতাদের এই নোটিশের তারিখ থেকে ৭ দিনের মধ্যে নিজ নিজ সম্পত্তির খালি এবং শান্তিপূর্ণ দখল **জিআইসিএইচএফএল**-এর কাছে হস্তান্তর করার আহ্বান জানানো হচ্ছে, অন্যথায় নিম্নস্বাক্ষরকারী বাধ্য হয়ে জোরপূর্বক উপরোক্ত সম্পত্তিগুলির **বাস্তবিক দখল** নিতে অগ্রসর হবেন এবং/অথবা সারফেসি অ্যাক্ট ২০০২ এবং এর রুলস-এর অধীনে প্রদত্ত পদ্ধতি(গুলি) অবলম্বন করে এই তারিখের ৩০ দিন পরে উপরোক্ত সম্পত্তিগুলি বিক্রি করতে অগ্রসর হবেন।
ঋণগ্রহীতা এবং সাধারণভাবে জনসাধারণকে এতদ্বারা উপরোক্ত সম্পত্তি/সিকিউরড সম্পদ বা এর কোনো অংশ নিয়ে কোনো লেনদেন না করার জন্য সতর্ক করা হচ্ছে এবং উক্ত সম্পত্তি/সিকিউরড সম্পদের সাথে কোনো লেনদেন জিআইসিএইচএফএল-এর সম্পত্তি/সিকিউরড সম্পদের বিপরীতে উপরে উল্লিখিত পরিমাণের চার্জের সাপেক্ষে হবে যা **সম্পূর্ণ অর্থ প্রদান না হওয়া পর্যন্ত তার উপর পরবর্তী সুদ সহ প্রদেয়।**
সুরক্ষিত সম্পদ মুক্ত করার জন্য উপলব্ধ সময়ের সাপেক্ষে আইনের ১৩ নম্বর ধারার উপ-ধারা (৮)-এর বিধানগুলির প্রতি ঋণগ্রহীতার দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে।

তারিখ : ৩১.১০.২০২৬
স্থান : দুর্গাপুর
জিআইসি হাউজিং ফাইন্যান্স লি.-এর পক্ষে
স্বা/-
অনুমোদিত অফিসার

২৯০ কোটির ব্যাঙ্ক প্রতারণা

কোহিনুর পাওয়ারের ডেরায় ইডির ম্যারাথন তল্লাশি

নিজস্ব প্রতিবেদন, দুর্গাপুর: প্রায় ২৯০ কোটি টাকার ব্যাঙ্ক জালিয়াতি মামলায় এবার সাঁড়াশি অভিযান শুরু করল এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি)। তদন্তের জল গড়াল কোহিনূর পাওয়ার প্রাইভেট লিমিটেডের অন্দরমহলে। শুক্রবার ভোর থেকেই কলকাতা ও শিল্পাঞ্চল দুর্গাপুর-সহ রাজ্যের মোট ৭ টি কৌশলগত ঠিকানায় একযোগে ম্যারাথন তল্লাশি চালাচ্ছেন কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার আধিকারিকরা।

শুক্রবার ভোরে দুর্গাপুরের বিধাননগরের অভিজাত এলাকায় কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ান ও রাজ্য পুলিশকে সঙ্গে নিয়ে শিল্পপতি সোনু আগরওয়ালের বিলাসবহুল বাসভবন ঘিরে ফেলে ইডি। একই সঙ্গে অভিযান চলে ওই বিদ্যুৎ উৎপাদন সংস্থার সঙ্গে যুক্ত একাধিক ডিরেক্টর ও প্রভাবশালীদের দপ্তর ও ঠিকানায়। আকস্মিক এই হানায় শিল্পমহলে ব্যাপক চাঞ্চল্য

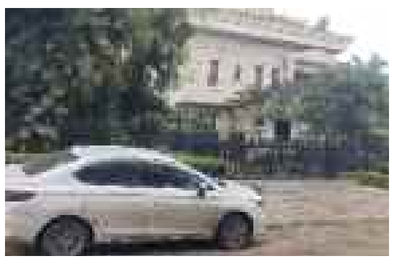

ছড়িয়ে পড়ে। ইডি সূত্রে খবর, মামলার শিকড় রয়েছে ঝাড়খণ্ডের এক বিদ্যুৎ প্রকল্পে। সেখানে ৬৬ মেগাওয়াটের একটি বিদ্যুৎ কেন্দ্র গড়ে তোলার নাম করে একাধিক রাষ্ট্রায়ত্ত ও বেসরকারি ব্যাঙ্ক থেকে প্রায় ২৯০ কোটি টাকা ঋণ নেয় কোহিনূর পাওয়ার প্রাইভেট লিমিটেড। তবে অভিযোগ, সেই বিপুল অঙ্কের অর্থ প্রকল্পের কাজে ব্যবহার না করে অত্যন্ত পরিকল্পিতভাবে ঘুরপথে (মানি ট্রেল) অন্য সহযোগী ও শেল কোম্পানিতে পাচার করা হয়। এমনকি ঋণের বড় একটি অংশ ডিরেক্টরদের ব্যক্তিগত ভোগবিলাসে খরচ করারও জোরালো প্রমাণ মিলেছে তদন্তে। দীর্ঘদিন ধরে ব্যাঙ্কের পাওনা মেটাতে টালবাহানা করার পরই কেন্দ্রীয় এজেন্সির নজরে আসে এই আর্থিক কারচুপি। এ দিন সকাল থেকেই সংশ্লিষ্ট সমস্ত ঠিকানায় আর্থিক লেনদেন, অডিট রিপোর্ট এবং ঋণ সংক্রান্ত নথিপত্র খতিয়ে দেখতে দীর্ঘ জিজ্ঞাসাবাদ চালাচ্ছেন আধিকারিকরা। বাজেয়াপ্ত করা হচ্ছে ডিজিটাল এভিডেন্স। তল্লাশি প্রক্রিয়া শেষ না হওয়া পর্যন্ত উদ্ধার হওয়া নথি বা সম্ভাব্য আটকের বিষয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে কিছু জানায়নি ইডি। তবে এই আর্থিক কেলেঙ্কারির জাল যে আরও গভীরে বিস্তৃত, তা স্পষ্ট করে দিচ্ছেন তদন্তকারীরা।

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক Indian Bank ইলাহাবাদ ALLAHABAD

নবদ্বীপ পোড়ামাতলা ব্রাঞ্চ
নদীয়া প্লাজা, পোড়ামাতলা রোড
দোপালি মোড়, নবদ্বীপ, নদীয়া
পশ্চিমবঙ্গ, পিন - ৭৪১ ৩০২

স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়ের জন্য বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

পরিশিষ্ট - ৪ - এ [রুল ৮(৬) এবং ৯(১) এর শর্তাবলী দ্রষ্টব্য]

সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২ এর রুল ৮(৬) এবং ৯(১) এর শর্তাবলীর সাথে পঠিত সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ এর অধীনে স্থাবর সম্পদ বিক্রয়ের জন্য ই-নিলাম বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি।

এতদ্বারা সর্বসাধারণকে এবং বিশেষ করে ঋণগ্রহীতা(দের) এবং গ্যারান্টার(দের) নোটিশ দেওয়া হচ্ছে যে, সিকিউরড পাওনাদারের কাছে বন্ধক রাখা / চার্জ করা নীচে বর্ণিত স্থাবর সম্পত্তি, যার বাস্তবিক দখল **ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক, নবদ্বীপ পোড়ামাতলা ব্রাঞ্চ (সিকিউরড পাওনাদার)**-এর অনুমোদিত অফিসার নিয়েছেন, তা **ঋণগ্রহীতা এবং বন্ধকদাতা সিধু বিশ্বাস,** পিতা- দয়াল বিশ্বাস, গ্রাম - সন্তোষপুর, পোঃ - ভালুকা, নদীয়া, পিন-৭৪১ ৩১৭-এর কাছ থেকে **ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক, নবদ্বীপ পোড়ামাতলা ব্রাঞ্চ (সিকিউরড পাওনাদার)**-এর **২৯.১০.২০২৬ তারিখ অনুযায়ী বকেয়া ২১,৩৭,৬৪৭.০০ টাকা (একুশ লক্ষ সাঁয়ত্রিশ হাজার ছয়শো সাতচল্লিশ টাকা)** এবং তার উপর সুদ / চার্জ এবং আনুষঙ্গিক ব্যয় আদায়ের জন্য **২০.১১.২০২৬ তারিখে "যেমন আছে যেখানে আছে ভিত্তিতে", "যেমন যা আছে ভিত্তিতে" এবং "যা কিছু আছে ভিত্তিতে"** বিক্রি করা হবে।

ই-নিলামের মাধ্যমে বিক্রয়ের জন্য নির্ধারিত সম্পত্তির নির্দিষ্ট বিবরণ নীচে বর্ণনা করা হলো :

ক্রম নং	ক) অ্যাকাউন্ট / ঋণগ্রহীতার নাম খ) ব্রাঞ্চের নাম	স্থাবর সম্পত্তির বিস্তারিত বিবরণ	সিকিউরড পাওনাদারদের বকেয়া পাওনা	ক) সংরক্ষিত মূল্য খ) ইএমডি পরিমাণ গ) বিড বৃদ্ধির পরিমাণ ঘ) প্রপার্টি আইডি ঙ) সম্পত্তির উপর দায়বদ্ধতা চ) দখলের ধরন
১.	ক) **ঋণগ্রহীতা এবং বন্ধকদাতা সিধু বিশ্বাস,** পিতা- দয়াল বিশ্বাস, গ্রাম - সন্তোষপুর, পোঃ - ভালুকা, নদীয়া, পিন-৭৪১ ৩১৭। **খ) নবদ্বীপ পোড়ামাতলা ব্রাঞ্চ**	২০০৩ সালের ৮৪৫৯ নং সেল ডিড, খতিয়ান নং ৪৮২৭, জে.এল. নং ৬০, প্লট নং ১৩২৮, শ্রেণীবিভাগ বাড়ি, পরিমাণ ০.০৬ একর। **নিম্নলিখিতভাবে বেষ্টিত এবং সীমাবদ্ধ :** উত্তরে ক্রেতার নিজস্ব জমি, দক্ষিণে চরণ রুদ্রের কৃষি জমি, পূর্বে শ্যামল মণ্ডলের জমি, পশ্চিমে সাগর বৈরাগ্যের বাড়ি।	**২১,৩৭,৬৪৭.০০ টাকা** (একুশ লক্ষ সাঁয়ত্রিশ হাজার ছয়শো সাতচল্লিশ টাকা) **২৯.১০.২০২৬** তারিখ অনুযায়ী বকেয়া, এবং তার উপর সুদ / চার্জ এবং আনুষঙ্গিক ব্যয়।	**ক) ২,৪৩,০০০.০০ টাকা (*)** (দুই লক্ষ তেতাল্লিশ হাজার টাকা) **খ) ২৪,৩০০.০০ টাকা** (চব্বিশ হাজার তিনশো টাকা) **গ) ১০,০০০.০০ টাকা** (দশ হাজার টাকা মাত্র) **ঘ) IDIB11278984687** **ঙ) ব্যাঙ্কের কাছে অজানা** **চ) বাস্তবিক দখল**

(*) বিক্রয় মূল্য সংরক্ষিত মূল্যের বেশি হওয়া উচিত।

ই-নিলামের তারিখ এবং সময় : তারিখ - ২০.১১.২০২৬; সময় - সকাল ১১.০০ টা থেকে বিকেল ০৫.০০ টা।
ই-নিলাম পরিষেবা প্রদানকারীর প্ল্যাটফর্ম : https://baanknet.com

অনলাইন বিডে অংশগ্রহণ করার জন্য বিডারদের আমাদের ই-নিলাম পরিষেবা প্রদানকারী **পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রাইভেট লিমিটেড** -এর ওয়েবসাইট (**https://baanknet.com**) পরিদর্শন করার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। প্রযুক্তিগত সহায়তার জন্য অনুগ্রহ করে **পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রাইভেট লিমিটেড, হেল্পডেস্ক নং ৮২৯১২ ২০২২০, ই-মেইল আইডি support.BAANKNET@psballiance.com** এবং পরিষেবা প্রদানকারীর হেল্পডেস্কে উপলব্ধ অন্যান্য হেল্পলাইন নম্বরগুলিতে কল করুন। **পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রাইভেট লিমিটেড**-এর সাথে নিবন্ধনের অবস্থা এবং ইএমডি-র অবস্থার জন্য, অনুগ্রহ করে **support.BAANKNET@psballiance.com** -এ যোগাযোগ করুন। সম্পত্তির বিবরণ এবং সম্পত্তির ছবি এবং নিলামের শর্তাবলীর জন্য অনুগ্রহ করে দেখুন **https://baanknet.com** এবং এই পোর্টাল সম্পর্কিত ব্যাখ্যার জন্য, অনুগ্রহ করে **হেল্পডেস্ক নং ৮২৯১২ ২০২২০**-এ যোগাযোগ করুন। **https://baanknet.com ওয়েবসাইটে সম্পত্তি অনুসন্ধান করার সময় বিডারদের উপরে উল্লিখিত প্রপার্টি আইডি নম্বর ব্যবহার করার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।**

দ্রষ্টব্য : এটি ঋণগ্রহীতা(দের) / বন্ধকদাতা(দের) / গ্যারান্টার(দের) জন্যও একটি নোটিশ

তারিখ : ২৯.১০.২০২৬
স্থান : নবদ্বীপ পোড়ামাতলা

অনুমোদিত অফিসার
ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক Indian Bank ইলাহাবাদ ALLAHABAD

শিমুরালি ব্রাঞ্চ
চাঁদুরিয়া পঞ্চায়েত রোড, গ্রাম - শিমুরালি
শিমুরালি, নদীয়া, পশ্চিমবঙ্গ
পিন-৭৪১ ২৪৮

স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়ের জন্য বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

পরিশিষ্ট - ৪-এ [রুল ৮(৬) এবং ৯(১) এর শর্তাবলী দ্রষ্টব্য]

সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২ এর রুল ৮(৬) এবং ৯(১) এর শর্তাবলীর সাথে পঠিত সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ এর অধীনে স্থাবর সম্পদ বিক্রয়ের জন্য ই-নিলাম বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি।

এতদ্বারা সর্বসাধারণকে এবং বিশেষ করে ঋণগ্রহীতা(দের) এবং গ্যারান্টার(দের) নোটিশ দেওয়া হচ্ছে যে, সিকিউরড পাওনাদারের কাছে বন্ধক রাখা / চার্জ করা নীচে বর্ণিত স্থাবর সম্পত্তি, যার **প্রতীকী দখল ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক, শিমুরালি ব্রাঞ্চ (সিকিউরড পাওনাদার)**-এর অনুমোদিত অফিসার নিয়েছেন, তা **ঋণগ্রহীতা মেসার্স প্রসন্ন কমিউনিকেশন, প্রোপ্রাইটর প্রবীর বিশ্বাস,** গ্রাম - ভ্রমরপাড়া, পোঃ - শিমুরালি, থানা - চাকদহ, জেলা - নদীয়া পশ্চিমবঙ্গ, পিন - ৭৪১ ২৪৮-এর কাছ থেকে **ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক, শিমুরালি ব্রাঞ্চ (সিকিউরড পাওনাদার)-এর পাওনা ১৭,৩৯,৩৬৭.০০ টাকা (সতেরো লক্ষ উনচল্লিশ হাজার তিনশো সাতষট্টি টাকা)** (বিবি + এমওআই = ১১,৪২,২৩৭.৩৯ টাকা + ৫,৯৭,১২৯.৬১ টাকা) এবং তার উপর সুদ / চার্জ এবং আনুষঙ্গিক ব্যয় আদায়ের জন্য **২০.১১.২০২৬ তারিখে "যেমন আছে যেখানে আছে ভিত্তিতে", "যেমন যা আছে ভিত্তিতে" এবং "যা কিছু আছে ভিত্তিতে"** বিক্রি করা হবে।

ই-নিলামের মাধ্যমে বিক্রয়ের জন্য নির্ধারিত সম্পত্তির নির্দিষ্ট বিবরণ নীচে বর্ণনা করা হলো :

ক্রম নং	ক) অ্যাকাউন্ট / ঋণগ্রহীতার নাম খ) ব্রাঞ্চের নাম	স্থাবর সম্পত্তির বিস্তারিত বিবরণ	সিকিউরড পাওনাদারদের বকেয়া পাওনা	ক) সংরক্ষিত মূল্য খ) ইএমডি পরিমাণ গ) বিড বৃদ্ধির পরিমাণ ঘ) প্রপার্টি আইডি ঙ) সম্পত্তির উপর দায়বদ্ধতা চ) দখলের ধরন
১.	**ক) ১. ঋণগ্রহীতা : মেসার্স প্রসন্ন কমিউনিকেশন প্রোপ্রাইটর : শ্রী প্রবীর বিশ্বাস** গ্রাম - ভ্রমপাড়া, পোঃ - শিমুরালি, থানা - চাকদহ, জেলা - নদীয়া পশ্চিমবঙ্গ, পিন - ৭৪১ ২৪৮। **২. প্রোপ্রাইটর : শ্রী প্রবীর বিশ্বাস,** পিতা- স্বর্গীয় প্রশান্ত বিশ্বাস গ্রাম - ভ্রমপাড়া, পোঃ - শিমুরালি, থানা - চাকদহ, জেলা - নদীয়া পশ্চিমবঙ্গ, পিন - ৭৪১ ২৪৮। **৩. বন্ধকদাতা এবং গ্যারান্টার** **শ্রীমতী আরতি বিশ্বাস,** স্বামী- স্বর্গীয় প্রশান্ত বিশ্বাস গ্রাম - ভ্রমপাড়া, পোঃ - শিমুরালি, থানা - চাকদহ, জেলা - নদীয়া পশ্চিমবঙ্গ, পিন - ৭৪১ ২৪৮। **৪. গ্যারান্টার : শ্রীমতী সাগরিকা বিশ্বাস,** স্বামী- শ্রী প্রবীর বিশ্বাস গ্রাম - ভ্রমপাড়া, পোঃ - শিমুরালি, থানা - চাকদহ, জেলা - নদীয়া পশ্চিমবঙ্গ, পিন - ৭৪১ ২৪৮। **খ) শিমুরালি ব্রাঞ্চ**	**শ্রীমতী আরতি বিশ্বাস,** স্বামী- প্রয়াত প্রশান্ত বিশ্বাস-এর নামে থাকা প্রায় ০৫ ডেসিমেল জমির উপর অবস্থিত জমি ও ভবনের সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল, যা জে.এল. নং ১০৬, মৌজা - ব্রহ্মপাড়া, আরএস এবং এলআর প্লট নং ৩৩৬, আরএস খতিয়ান নং ১৪২, এলআর খতিয়ান নং ১২৫/১ হাল এলআর খতিয়ান নং ৯২৭ এর অধীনে, চাঁদুরিয়া-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীনে, গ্রাম - ব্রহ্মপাড়া, পোঃ -শিমুরালি, থানা - চাকদহ, জেলা - নদীয়া, পিন-৭৪১ ২৪৮-এ অবস্থিত, যার ২০০১ সালের ১২.০৩.২০০১ তারিখের সেল ডিড নং ৮৪৩, যা এডিএসআরও-কল্যাণী-তে বুক নং ১, ভলিউম নং ১১, ৩৯৯ থেকে ৪০৪ নং পৃষ্ঠায় নিবন্ধিত। **নিম্নলিখিতভাবে বেষ্টিত এবং সীমাবদ্ধ :** উত্তরে : ৬ ফুট চওড়া পঞ্চায়েত রাস্তা, দক্ষিণে : নারায়ণ চন্দ্র নন্দীর বাড়ি, পূর্বে : ৩ ফুট চওড়া সাধারণ পথ তারপর সুধাংশু দাসের বাড়ি, পশ্চিমে : শেখর দের ডোবা।	**১৭,৩৯,৩৬৭.০০ টাকা** (সতেরো লক্ষ উনচল্লিশ হাজার তিনশো সাতষট্টি টাকা) (বিবি + এমওআই = ১১,৪২,২৩৭.৩৯ টাকা + ৫,৯৭,১২৯.৬১ টাকা) এবং তার উপর সুদ / চার্জ এবং আনুষঙ্গিক ব্যয়।	**ক) ২৩,১৫,৮৪২.০০ টাকা (*)** (তেইশ লক্ষ পনেরো হাজার আটশ বিয়াল্লিশ টাকা) **খ) ২,৩১,৫৮৫.০০ টাকা** (দুই লক্ষ একত্রিশ হাজার পাঁচশ পঁচাশি টাকা) **গ) ১০,০০০.০০ টাকা** (দশ হাজার টাকা মাত্র) **ঘ) IDIB30212388272** **ঙ) ব্যাঙ্কের কাছে অজানা** **চ) প্রতীকী দখল**

(*) বিক্রয় মূল্য সংরক্ষিত মূল্যের বেশি হওয়া উচিত।

ই-নিলামের তারিখ এবং সময় তারিখ - ২০.১১.২০২৬; সময় - সকাল ১১.০০ টা থেকে বিকেল ০৫.০০ টা।
ই-নিলাম পরিষেবা প্রদানকারীর প্ল্যাটফর্ম : https://baanknet.com

অনলাইন বিডে অংশগ্রহণ করার জন্য বিডারদের আমাদের ই-নিলাম পরিষেবা প্রদানকারী **পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রাইভেট লিমিটেড**-এর ওয়েবসাইট (**https://baanknet.com**) পরিদর্শন করার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। প্রযুক্তিগত সহায়তার জন্য অনুগ্রহ করে **পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রাইভেট লিমিটেড, হেল্পডেস্ক নং ৮২৯১২ ২০২২০, ই-মেইল আইডি support.BAANKNET@psballiance.com** এবং পরিষেবা প্রদানকারী হেল্পডেস্কে উপলব্ধ অন্যান্য হেল্পলাইন নম্বরগুলিতে কল করুন। পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রাইভেট লিমিটেড-এর সাথে নিবন্ধনের অবস্থা এবং ইএমডি-র অবস্থার জন্য, অনুগ্রহ করে **support.BAANKNET@psballiance.com** -এ যোগাযোগ করুন। সম্পত্তির বিবরণ এবং সম্পত্তির ছবি এবং নিলামের শর্তাবলীর জন্য অনুগ্রহ করে দেখুন **https://baanknet.com** এবং এই পোর্টাল সম্পর্কিত ব্যাখ্যার জন্য, অনুগ্রহ করে **হেল্পডেস্ক নং ৮২৯১২ ২০২২০**-এ যোগাযোগ করুন। **https://baanknet.com ওয়েবসাইটে সম্পত্তি অনুসন্ধান করার সময় বিডারদের উপরে উল্লিখিত প্রপার্টি আইডি নম্বর ব্যবহার করার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।**

দ্রষ্টব্য : এটি ঋণগ্রহীতা(দের) / বন্ধকদাতা(দের) / গ্যারান্টার(দের) জন্যও একটি নোটিশ

তারিখ : ২৯.১০.২০২৬
স্থান : শিমুরালি

অনুমোদিত অফিসার
ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক

এল&টি ফাইনান্স লিমিটেড
রেজিস্টার্ড অফিস: এল&টি ফাইনান্স লিমিটেড, বৃন্দবন বিল্ডিং, প্লট নং 177, কালিনা, সিএসটি রোড, মার্সিডিজ শোরুমের কাছে, সান্তাক্রুজ (পূর্ব), মুম্বাই 400 098
CIN No.: L67120MH2008PLC181833
ব্রাঞ্চ অফিস: কোলকাতা

L&T Finance

দখল বিজ্ঞপ্তি
[রুল–8(1)]

যেহেতু নিম্নস্বাক্ষরকারী সিকিউরিটাইজেশন অ্যাণ্ড রিকনষ্ট্রাকশন অফ ফিন্যান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যাণ্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেষ্ট অ্যাক্ট 2002–এর অধীনে এল অ্যাণ্ড টি ফিন্যান্স লিমিটেড (পূর্বেকার এল অ্যাণ্ড টি ফিন্যান্স হোল্ডিংস লিঃ)–এর অনুমোদিত আধিকারিক হওয়ায় এবং সিকিউরিটি ইন্টারেষ্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, 2002–এর [রুিল 3] সহ পঠিত উক্ত অ্যাক্টের ধারা 13(12) দ্বারা নিহিত ক্ষমতা ব্যবহার করে, দাবি বিজ্ঞপ্তির তারিখ থেকে পেমেন্ট/আদায় পর্যন্ত অধিকন্তু সুদ ও অন্যান্য মাসুল সহ একত্রে কথিত বিজ্ঞপ্তি প্রাপ্তির তারিখ থেকে 60 দিনের মধ্যে নিম্নে যুক্ত করা দাবি বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখিত অর্থ পরিমাণ পরিশোধ করতে ঋণগ্রহীতা/সহ–ঋণগ্রহীতাগণ এবং জামিনদারদের তলব করে একটি দাবি বিজ্ঞপ্তি জারি করেন। ঋণগ্রহীতা/সহ–ঋণগ্রহীতাগণ/জামিনদারগণ অর্থ পরিমাণ পরিশোধ করতে ব্যর্থ হওয়ায়, এতদ্বারা ঋণগ্রহীতা/সহ–ঋণগ্রহীতাগণ/জামিনদারগণ এবং সর্বসাধারণের কাছে বিজ্ঞপ্তি দিচ্ছেন যে, নিম্নস্বাক্ষরকারী এই বিজ্ঞপ্তিতে উক্ত রুলের রুল 8 সহ পঠিত উক্ত অ্যাক্টের ধারা 13 অধীনে তাঁর উপর নিহিত ক্ষমতা ব্যবহার করার অধীনে এরমধ্যে বর্ণিত সম্পত্তির দখল গ্রহণ করেছেন।

লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর	ঋণগ্রহণকারী / রা এবং সহ-ঋণগ্রহণকারী / রা এবং গ্যারেন্টারের নাম	বন্ধকী সম্পত্তির বিবরণ	ডিমান্ড নোটিশ: তারিখ	ডিমান্ড নোটিশ: বকেয়া অ্যাকাউন্ট (₹)	তারিখ এবং পজেশনের গ্রহণের ধরণ
H1729929 09210300 11	1. মেসার্স জে. এস. এন্টারপ্রাইস – ঋণগ্রহীতা 2. জয়ন্ত সাহা – সহ–ঋণগ্রহীতা 3. রাজশ্রী সাহা – সহ–ঋণগ্রহীতা	**অনুসূচি-I** সমগ্র স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ – উত্তর 24 পরগণা জেলাতে, থানা – দমদম, দমদম মিউনিসিপ্যালিটির সীমার মধ্যেই, ওয়ার্ড নং 10 অধীনে, উহাতে অন্তর্ভুক্ত থাকা সমস্ত সুবিধার অধিকার সহ একত্রে হোল্ডিং নং 15/10, ইতলগাচ রোডে, মৌজা – সুলতানপুরে, জে.এল নং 10, আর.এস. নং 148, তৌজি নং 172 এবং 173 অন্তর্গত খতিয়ান নং 448 এবং 121 অধীনে, দাগ নং 667 এবং 689'য়ে থাকা ও অবস্থিত উহার ওপর অধিষ্ঠিত তিনতলা ইমারতে বেশী বা কম একত্রে 3 কাঠা, 5 ছটাক পরিমাপের বাস্তু জমির ওপর কাঠামোগত বেশী বা কম 1300 বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এরিয়া থাকা সেকেণ্ড ফ্লোরে আবাসিক ফ্ল্যাট নং "এ", যেটা নিম্নরূপে সীমানাবদ্ধ : পূর্বে: 12 ফুট চওড়া রোড পশ্চিমে: অন্যের জমি উত্তরে: দাগ নং 578 দক্ষিণে: 8 ফুট চওড়া রোড	21/07/2026	21/07/2026 তারিখের হিসাবে টাঃ47,81,716.99/- (টাকা সাতচল্লিশ লাখ একাশি হাজার সাত'শো ষোলো এবং নিরানব্বই পয়সা মাত্র।)	28.10.2026 প্রতীকমূলক দখল
H082HL24 10151737 35, H082HL24 10151737 35L	1. অমিত দত্ত – ঋণগ্রহীতা 2. প্রিয়া দত্ত – সহ–ঋণগ্রহীতা	**অনুসূচি-I** সমগ্র স্বয়ংসম্পূর্ণ মার্বেল ফ্লোরিং (লিফ্ট সুবিধা) আবাসনিক ফ্ল্যাট নং বি, ফাষ্ট ফ্লোরে, যার পরিমাপ সুপার বিল্ট–আপ এরিয়া 1188 বর্গফুট, বেশী বা কম 891 বর্গফুট, যেটা "সার্থক" নামক G+4 তলা ইমারতের সঙ্গে একত্রে বেশী বা কম 4 কাঠার সমতুল্য 6.75 ডেসিম্যাল পরিমাপের বাস্তু জমি ওপর কাঠামোগত, যা উত্তর 24 পরগণা জেলাতে, বারাসাত মিউনিসিপ্যালিটি ওয়ার্ড নং 05, হোল্ডিং নং 48, এন.ডি.পি–2, গুপ্তা কলোনীর সীমার মধ্যেই, থানা – বারাসাত অধীনে, পরগণা আনওয়ারপুরে, তৌজি নং 146, জে.এল নং 83, আর.এস. দাগ নং 2160, পরবর্তীকালে আর.এস. দাগ নং 2160ৰ3093 হিসাবে পরিবর্তিত হওয়ার অন্তর্গত সি.এস. দাগ নং 1152–তে অন্তর্গত, পরিবর্তিত আর.এস. খতিয়ান নং 1175–এর সঙ্গে সম্বন্ধিত আর.এস. খতিয়ান নং 1137–এর অনুরূপ সি.এস. খতিয়ান নং 349 অধীনে নোয়াপাড়া মৌজাতে অবস্থিত, যেটা নিম্নরূপে সীমানাবদ্ধ : চতুর্সীমা — পূর্বে: ফ্ল্যাট নং এ; পশ্চিমে: খোলা আকাশ; উত্তরে: খোলা আকাশ; দক্ষিণে: খোলা আকাশ	10.08.2026	06–08–2026 তারিখের হিসাবে টাঃ3873363.19/- (টাকা আটত্রিশ লাখ তিয়াত্তর হাজার তিন'শো তেষট্টি এবং উনিশ পয়সা মাত্র।)	28.10.2026 প্রতীকমূলক দখল
H0350222 12230646 23, H0350222 12230646 23L	1. জনি দাস – ঋণগ্রহীতা 2. চন্দ্রলেখা পাড়ুই দাস – সহ–ঋণগ্রহীতা 3. মেসার্স ওয়ার্ল্ড ফুডস গ্রুপ, ইহার মালিক জনি দাস মাধ্যমে – সহ–ঋণগ্রহীতা	**অনুসূচি-I** কোলকাতা মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন, ওয়ার্ড নং 30, পিনকোড – 700 054 সীমার মধ্যেই দক্ষিণ 24 পরগণা জেলাতে, থানা – ফুলবাগান অধীনে, পরিসর নং 127বি, মৌলানা আবুল কামাল আজাদ সরণী, পূর্বতন 127বি নারকেলডাঙ্গা মেন রোডে থাকা ও অবস্থিত সামান্য বেশী বা কম 17 কাঠা 8 ছটাক, 3 বর্গফুট পরিমাপের জমির ওপর কাঠামোগত "সোভনা অ্যাপার্টমেন্ট" ইমারতের সেকেণ্ড ফ্লোরে সামান্য বেশী বা কম সুপার বিল্ট আপ এরিয়া 855.6 বর্গফুট পরিমাপের সমগ্র মার্বেল ফ্লোর আবাসনিক ফ্ল্যাট নং "2সি"ৎ যেটা নিম্নরূপে সীমানাবদ্ধ : চতুর্সীমা — পূর্বে: পরিসর নং 127এ, নারকেলডাঙ্গা মেন রোড।; পশ্চিমে: কমন প্যাসেজ, পরিসর নং 12, নারকেলডাঙ্গা মেন রোডের দিকে।; উত্তরে: পরিসর নং 12, নারকেলডাঙ্গা মেন রোড, বস্তি।; দক্ষিণে: 80 ফুট চওড়া রোড আবুল কালাম সরণী।	21.07.2026	21/07/2026 তারিখের হিসাবে টাঃ60,80,055.51/- (টাকা ষাট লাখ আশি হাজার পঞ্চান্ন এবং একান্ন পয়সা মাত্র।)	29.10.2026 প্রতীকমূলক দখল

বিশেষ করে ঋণগ্রাহীতা / উপ-ঋণগ্রাহীতা এবং গ্যারেন্টর্স এবং সাধারণ জনগণকে সতর্ক করা হচ্ছে তাঁরা যেন এই সম্পত্তির কোনও লেনদেন না করেন এবং সম্পত্তির কোনও রকম লেনদেনের জন্য এল&টি ফাইনান্স লিমিটেড দ্বারা উক্ত ডিমান্ড নোটিশে ঘোষিত অ্যামাউন্ট ধার্য করা হবে একত্রে সেই সঙ্গে পরবর্তী সুদ এবং অন্যান্য চার্জ ডিমান্ড নোটিশের তারিখ থেকে পেমেন্ট / রিয়েলাইজেশন পর্যন্ত ধার্য করা হবে।

তারিখ: 31.10.2026
স্থান: কোলকাতা

স্বাক্ষরিত
অনুমোদিত আধিকারিক
এল&টি ফাইনান্স লিমিটেড-এর তরফে

GIC HOUSING FINANCE LTD.

জিআইসি হাউজিং ফাইন্যান্স লিমিটেড
নিবন্ধিত কার্যালয়: রয়্যাল ইন্স্যুরেন্স বিল্ডিং, ৬ষ্ঠ ফ্লোর, ১৪, জামশেদজি টাটা রোড, চার্চগেট, মুম্বাই-৪০০০২০।
ব্রাঞ্চ অফিস (কলকাতা ব্রাঞ্চ): ৫, নেতাজি সুভাষ রোড, ফেয়ারলি প্লেস, বি.বি.ডি বাগ, রয়্যাল ইন্স্যুরেন্স বিল্ডিং, পিন-৭০০০০১।
ব্রাঞ্চ অফিস (গড়িয়া ব্রাঞ্চ): ২১, গড়িয়া স্টেশন রোড, আনন্দ আবাসন, বরহাঁস, গড়িয়া, কলকাতা, পিন-৭০০০৮৪

দাবি বিজ্ঞপ্তি (সারফেসি অ্যাক্ট, ২০০২ এর ১৩(২) নম্বর ধারা অনুযায়ী)

জিআইসিএইচএফ লিমিটেড কলকাতা/বারাসাত/গড়িয়া ব্রাঞ্চগুলি জিআইসিএইচএফ লিমিটেড-এর অনুকূলে ন্যায়সঙ্গত বন্ধক তৈরি করে আবাসিক প্রেমিসেস/ফ্ল্যাট বা আবাসিক সম্পত্তির বিপরীতে লোন কেনার জন্য নিম্নলিখিত ঋণগ্রহীতাদের লোন মঞ্জুর এবং বিতরণ করেছে। লোনের পরিশোধ অনিয়মিত এবং অ্যাকাউন্টগুলিকে অবশেষে ন্যাশনাল হাউজিং ব্যাঙ্কের নির্দেশ এবং নির্দেশিকা অনুসারে নন-পারফর্মিং অ্যাসেট হিসাবে শ্রেণীবদ্ধ করা হয়েছে।
জিআইসিএইচএফ লিমিটেড কলকাতা/বারাসাত/গড়িয়া ব্রাঞ্চগুলি তাই সারফেসি অ্যাক্ট, ২০০২-এর ১৩(২) নম্বর ধারার অধীনে তার অধিকার প্রয়োগ করেছে এবং সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুল ২০০২ এর রুল ৩ অনুযায়ী এই ডিমান্ড নোটিশ প্রকাশের তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে ঋণগ্রহীতাদের তাদের বিপরীতে উল্লিখিত সম্পূর্ণ বকেয়া পরিশোধ করার আহ্বান জানিয়েছে, এর সাথে অর্থ প্রদান এবং/অথবা আদায় না হওয়া পর্যন্ত বকেয়া আসলের উপর চুক্তিবদ্ধ হারে পরবর্তী সুদ, দণ্ডমূলক সুদ এবং চার্জ সহ, তা না হলে আমরা উক্ত আইনের ১৩(৪) নম্বর ধারার অধীনে যে কোনো বা সমস্ত অধিকার প্রয়োগ করতে স্বাধীন হব, যা অনুগ্রহ করে লক্ষ্য করুন।
আপনাকে এও নোটিশ দেওয়া হচ্ছে যে উক্ত আইনের ১৩ নম্বর উপ-ধারার শর্তাবলী অনুযায়ী, আপনি জিআইসিএইচএফএল-এর লিখিত সম্মতি না নিয়ে সিকিউরড সম্পদ বিক্রি, লিজ বা অন্য কোনোভাবে হস্তান্তর করতে পারবেন না, তা করলে আপনি উক্ত আইনের ২৯ নম্বর ধারার অধীনে শাস্তিযোগ্য অপরাধের জন্য দায়ী থাকবেন।
এই নোটিশটি জিআইসিএইচএফএল-এর অধিকারের কোনো ক্ষতি না করেই, আইনের অন্য কোনো প্রযোজ্য বিধানের অধীনে প্রয়োজনীয় বলে মনে করা অন্যান্য আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য।
নিম্নস্বাক্ষরকারী নোটিশ জারি করার এবং উপরোক্ত আইনের উপ-ধারা ১২ এর অধীনে ক্ষমতা প্রয়োগ করার জন্য জিআইসিএইচএফএল-এর যথাযথ অনুমোদিত অফিসার।

ক্র. নং	ঋণগ্রহীতা, সহ-ঋণগ্রহীতা এবং গ্যারান্টারের নাম / লোন ফাইল নং/শাখার নাম	বন্ধকীকৃত সম্পত্তির ঠিকানা	দাবি বিজ্ঞপ্তি পাঠানোর তারিখ	দাবি বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী বকেয়া পাওনা (টাকায়)
১.	শ্রী চন্দ্র শেখর সাহানি এবং শ্রীমতী বিদ্যাবর্তী সাহানি WB0070610003289 (কলকাতা ব্রাঞ্চ অফিস)	সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল ২য় ফ্লোরে ৮৩ এবং ৮৪ নং ফ্ল্যাটে ভবনের উত্তর দিকে অবস্থিত প্রায় ৮০০ বর্গফুট সুপার বিল্ট-আপ এরিয়ার একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ ফ্ল্যাট, যাতে দুটি বেডরুম, দুটি টয়লেট, একটি রান্নাঘর কাম ডাইনিং, একটি বারান্দা রয়েছে, এর সাথে মৌজা-পারুল, জে.এল. নং-৩, আর.এস. দাগ নং ২৯৬৮, আর.এস. নং ৮০, খতিয়ান নং ৮৭৫ এর অধীনে, যা প্রেমিসেস নং ৩৮৭, হো-চি-মিন সরণি, থানা-পর্ণশ্রী, কলকাতা-৭০০০৬১, কে.এম.সি.-এর অধীনে ওয়ার্ড নং ১২৮-এ অ্যাসেসি নং ৪১১২৮১১০৪৬৬৮ হিসাবে পরিচিত এবং সংখ্যাযুক্ত, কলকাতা মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের সীমানার মধ্যে অবস্থিত, নিম্নলিখিতভাবে বেষ্টিত এবং সীমাবদ্ধ: -উত্তরে- সুদীপ্ত সরকারের জমি ও বাড়ি দ্বারা, দক্ষিণে- মঞ্জু চক্রবর্তী এবং অন্যান্যদের সম্পত্তি দ্বারা, পূর্বে- নটবর সাউ এবং অন্যান্যদের সম্পত্তি দ্বারা, পশ্চিমে- ১২ ফুট চওড়া কে.এম.সি রাস্তা দ্বারা	১৬.১০.২০২৬	৮,০০,৮৮৫/-
২.	শ্রী কমল দাস এবং শ্রীমতী তনুশ্রী দাসহালদার WB0070610002446 (কলকাতা ব্রাঞ্চ অফিস)	সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল ১ম ফ্লোরে ৩ তলা ভবনের পূর্ব দিকে প্রায় ৬৫০ বর্গফুট সুপার বিল্ট-আপ এরিয়ার একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ আবাসিক ফ্ল্যাট, যা হোল্ডিং নং-২০৩ এবং মিউনিসিপ্যাল প্রেমিসেস নং ৩৫বি, কৈলাশ বোস স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০০৬, থানা আমহার্স্ট স্ট্রিট, কলকাতা মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের এখতিয়ারের মধ্যে, ২৭ নং ওয়ার্ডে, জেলা কলকাতায় অবস্থিত এবং নিম্নলিখিতভাবে বেষ্টিত এবং সীমাবদ্ধ: উত্তরে- প্রেমিসেস নং ৩৫সি, কৈলাশ বোস স্ট্রিট (আদি মহাকালী পাঠশালা স্কুল) দ্বারা, দক্ষিণে- উক্ত প্রেমিসেস নং ৩৫বি, কৈলাশ বোস স্ট্রিটের দক্ষিণ ব্লক দ্বারা, পূর্বে- ১২ ফুট চওড়া সাধারণ পথ দ্বারা, পশ্চিমে- ফাঁকা বিধিবদ্ধ স্থান এবং তারপর শিব চাঁদ দের বাড়ি প্রেমিসেস নং ৩৩, কৈলাশ বোস স্ট্রিট কলকাতা দ্বারা।	১৬.১০.২০২৬	১০,৫৪,০৭৫/-
৩.	শ্রী বিধান দাস এবং শ্রীমতী পপি দাস WB0070610003975 এবং WB0070110004146 (কলকাতা ব্রাঞ্চ অফিস)	সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল ১ কাঠা ৪ বর্গফুট কমবেশি পরিমাপের জমির অংশ বা পার্সেল, মৌজা মানসপুর, জে.এল. নং ৪ এর অধীনে, আর.এস. দাগ নং ৪৩৫ এবং ৪৩৮ এর অন্তর্ভুক্ত, এল.আর. দাগ নং ৭২৯ এবং ৭৩২ এর সমতুল্য, এল.আর. খতিয়ান নং ৫১২৫ বর্তমান ৫২৩৭ এবং ৫১২৬ এর অধীনে, যা হোল্ডিং নং ৪৩১০, মানসপুর, থানা চুঁচুড়া, দেবানন্দপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীনে, জেলা- হুগলি, এ.ডি.এস.আর. চুঁচুড়ার এখতিয়ার কার্যালয়ের মধ্যে অবস্থিত এবং নিম্নলিখিতভাবে বেষ্টিত ও সীমাবদ্ধ: উত্তরে- প্লট নং ১৭, দক্ষিণে- প্লট নং ১৮, পূর্বে- প্লট নং ১৯, পশ্চিমে- ১২ ফুট চওড়া সাধারণ পথ।	১৬.১০.২০২৬	৮,১৩,১৫৪/- এবং ৪,৭৯,২৫৬/-
৪.	শ্রী বিশ্বজিৎ আচার্য এবং শ্রীমতী ববিতা আচার্য WB0070610001836 (কলকাতা ব্রাঞ্চ অফিস)	সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল ফার্স্ট ফ্লোরে ভবনের পিছনের দিকে প্রায় ১০৮০ বর্গফুট পরিমাপের (পিছনের দিকে ৩০% সুপার বিল্ট আপ এরিয়া সহ) এফ-২ নং একটি সম্পূর্ণ আবাসিক ফ্ল্যাট, যা আর.এস. দাগ নং-৫৭৫০, এল.আর. দাগ নং-৫৯৮৩ এর সমতুল্য, এল.আর. খতিয়ান নং- ১৯২১/৩, ১৯৩২০/4, ৩৮৮/১ এবং ৬৪৬৫/২ এর অধীনে, মৌজা শ্রীরামপুর, জে.এল নং-১৩ এর মধ্যে অবস্থিত, মিউনিসিপ্যাল হোল্ডিং নং ২৮, নব কৃষ্ণ গুইন লেন, ওয়ার্ড নং ৮, শ্রীরামপুর মিউনিসিপ্যালিটির সীমানার মধ্যে, থানা- শ্রীরামপুর, জেলা-হুগলি, সম্পত্তিটি নিম্নলিখিতভাবে বেষ্টিত এবং সীমাবদ্ধ: উত্তরে- এন.কে. গুইন লেন: দক্ষিণে- ঘনশ্যাম ভট্টাচার্য এবং অন্যান্যদের সম্পত্তি, পূর্বে- মানস দাস এবং অন্যান্যদের সম্পত্তি, পশ্চিমে- দীপক সেন এবং অন্যান্যদের সম্পত্তি।	১৬.১০.২০২৬	২২,৯৪,১০৪/-
৫.	শ্রী সুরজিৎ দাস এবং শ্রীমতী জোৎস্না দাস WB0070610003842 (কলকাতা ব্রাঞ্চ অফিস)	সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল ফার্স্ট ফ্লোরে ৪ নং একটি নির্মাণাধীন স্বয়ংসম্পূর্ণ আবাসিক ফ্ল্যাট, যার পরিমাপ প্রায় ১০০০ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এরিয়া কমবেশি, উক্ত জি+২ তলা ভবনে, যা মৌজা-রাজাপুর, পরগনা-খাসপুর, জে.এল. নং ২৩, শিট নং ১, আর.এস. নং ১৪, সি.এস. খতিয়ান নং ৩৮১ এর অধীনে, আর.এস. খতিয়ান নং ৩৮৭ এর সমতুল্য, মডিফাইড খতিয়ান নং ৫৯৯, সি.এস. দাগ নং ২৭৬ এর অন্তর্ভুক্ত, আর.এস. দাগ নং ৩১৩ এর সমতুল্য, কলকাতা মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের স্থানীয় সীমানার মধ্যে, ওয়ার্ড নং ১০২, মিউনিসিপ্যাল প্রেমিসেস নং ২৫০, পশ্চিম রাজাপুর, মেইলিং ঠিকানা ১২, চিত্তরঞ্জন পার্ক, থানা যাদবপুর, কলকাতা-৭০০০৩২, জেলা ২৪ পরগনা (দক্ষিণ) এ অবস্থিত এবং যা নিম্নলিখিতভাবে বেষ্টিত এবং সীমাবদ্ধ: উত্তরে: রেলওয়ের সম্পত্তি দ্বারা, দক্ষিণে: হিরন্ময় চক্রবর্তীর সম্পত্তি দ্বারা, পূর্বে: ৮ ফুট চওড়া রাস্তা দ্বারা, পশ্চিমে: কর্পোরেশন পার্ক দ্বারা।	১৬.১০.২০২৬	১৩,৮৩,৫৬৯/-
৬.	শ্রী পলাশ রায় এবং শ্রীমতী সরস্বতী রায় WB0070610004371 (কলকাতা ব্রাঞ্চ অফিস)	সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল একটি ভবন সহ ১৮ ডেসিম্যাল কমবেশি পরিমাপের জমির মধ্যে ০২ কাঠা বাস্তু জমি যা মৌজা মৃগালা জে.এল.নং ১০২ আর.এস. নং ১৭৭৩ তৌজি নং ১৬৪ প্রজা খতিয়ান নং ১৯৯১ দাগ নং ১৫৩৫ এল.আর.দাগ নং ২২২৯ এল.আর.খতিয়ান নং ১০৪৭৫ ডানকুনি মিউনিসিপ্যালিটির মধ্যে হোল্ডিং নং ৪৪১(এন) দক্ষিণ সুভাষ পল্লী ওয়ার্ড নং ১৩ জেলা হুগলিতে অবস্থিত যা নিম্নলিখিতভাবে বেষ্টিত এবং সীমাবদ্ধ: উত্তরে- রামপ্রসাদ দাসের বাড়ি, দক্ষিণে- ১২২৯ মিমি চওড়া সাধারণ পথ, পূর্বে- রেণুকা চক্রবর্তীর বাড়ি, পশ্চিমে- রবি নাইয়ার বাড়ি।	২২.১০.২০২৬	১৫,১২,৫০৭/-
৭.	শ্রী রঞ্জন মেটিয়া এবং শ্রীমতী আভা মেটিয়া WB0070610004261 (কলকাতা ব্রাঞ্চ অফিস)	মৌজা-বেহালা, সি.এস দাগ নং ৬৫৮০, সি.এস খতিয়ান নং ১৯০৬ এর অধীনে, জে.এল নং ২, প্রেমিসেস নং ১২১/১, নেতাজি সুভাষ রোড, থানা-বেহালা, জেলা-দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পিন-৭০০০৩৪-এ অবস্থিত প্রায় ০৩ কাঠা ০০ ছটাক ২১ বর্গফুট পরিমাপের জমির সাথে দোতলা ভবনের ন্যায়সঙ্গত বন্ধক। সম্পত্তিটি নিম্নলিখিতভাবে বেষ্টিত এবং সীমাবদ্ধ: উত্তরে- জগৎ বন্ধু সেনের বাড়ি দ্বারা, দক্ষিণে- পাকা রাস্তা এবং ড্রেন দ্বারা, পূর্বে- কুরুনি বালা দাসীর সম্পত্তি দ্বারা, পশ্চিমে- রাধানাথ নাথের জমি দ্বারা।	২২.১০.২০২৬	১৬,৫৫,০২৩/-
৮.	শ্রী উত্তম কাঞ্জিলাল এবং শ্রীমতী স্বর্ণালী চক্রবর্তী WB0070110004308 এবং WB0070610003091 (কলকাতা ব্রাঞ্চ অফিস)	সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল ১ম ফ্লোরে দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে ৬৫৭ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এরিয়ার ০৫ নং একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ আবাসিক ফ্ল্যাট যা মৌজা পশ্চিম নিশ্চিন্তপুর, জেএল নং ৮০, তৌজি নং ৮২, আর.এস.নং ২৪১, আর.এস দাগ নং ৪৭৮, আর.এস. খতিয়ান নং ৩৮২ এল.আর.খতিয়ান নং ১৬৪৯ এল.আর.দাগ নং ৫৯৫ রাজপুর সোনারপুর মিউনিসিপ্যালিটির মধ্যে, ওয়ার্ড নং ৩৩ হোল্ডিং নং ২৯৯ রোড পশ্চিম নিশ্চিন্তপুর থানা-সোনারপুর, জেলা দক্ষিণ ২৪পরগনায় অবস্থিত, যা নিম্নলিখিতভাবে বেষ্টিত এবং সীমাবদ্ধ: উত্তরে- ১২ ফুট চওড়া সাধারণ পথ/রাস্তা, দক্ষিণে- কুঞ্জ দাসের জমি, পূর্বে- আর.এস ৪৭৮ নং দাগের মধ্যে থাকা জমির অংশ, পশ্চিমে - শওকত মণ্ডলের জমি এবং ৮ ফুট চওড়া সাধারণ পথ।	১৮.০৮.২০২৬	৭,২৫,৫০৮/- এবং ৬,৫২,২৭৯/-
৯.	শ্রী গোপীনাথ পাল এবং শ্রীমতী সোমা পাল WB0071300104329 (কলকাতা ব্রাঞ্চ অফিস)	সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল ৩ কাঠা ২৫ বর্গফুট বা ০৪.৯৫ শতক পরিমাপের রায়তি জমি যা মৌজা নৈহাটি, আর.এস.দাগ নং ৪২৩১, এল.আর.দাগ নং ৩৬১৮, আর.এস.খতিয়ান নং ১০৯, এল.আর.খতিয়ান নং ৩১৪২ এর অধীনে এবং আর.এস.দাগ নং ৪২১৯, আর.এস.খতিয়ান নং ১৩৯৩, এল.আর. খতিয়ান নং ৩১৪২ এর অধীনে, তৌজি নং ৬৩০, পূর্বে তৌজি নং ২৫০৮, খতিয়ান নং ১৩৭৭, রেসা নং ২১, জে.এল.নং ৩, নৈহাটি মিউনিসিপ্যালিটির স্থানীয় সীমানার মধ্যে, ওয়ার্ড নং ২৩, হোল্ডিং নং ১৮৯৮/২, ন্যাশনাল পার্ক, নৈহাটি থানা এবং সাব-রেজিস্ট্রি অফিসের অধীনে, জেলা উত্তর ২৪-পরগনায় অবস্থিত, যা গোপাল চন্দ্র পালের পুত্র গোপীনাথ পালের অন্তর্গত। উপরোক্ত সম্পত্তিটি নিম্নলিখিতভাবে বেষ্টিত এবং সীমাবদ্ধ: উত্তরে সুকমল চন্দ্র ধরের জমি দ্বারা, দক্ষিণে- পরেশ কর্মকারের জমি দ্বারা, পূর্বে- ১৬ ফুট চওড়া মিউনিসিপ্যাল রাস্তা দ্বারা, পশ্চিমে- বরুণ সেনগুপ্ত এবং অন্যান্যদের জমি দ্বারা।	২৭.১০.২০২৬	৩,৮২,০৮৪/-
১০.	শ্রী সনৎ মুর্মু এবং শ্রীমতী বিনা মুর্মু WB0700610001906 (গড়িয়া ব্রাঞ্চ অফিস)	সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল ৮৬ শতক জমির মধ্যে একটি ভবন সহ প্রায় ০২ কাঠা ০২ ছটাক ২১ বর্গফুট পরিমাপের বাস্তু জমি, যা মৌজা মাদরাল, আর. এস. দাগ নং ৫৪০/৮০০, এল. আর. দাগ নং ৯০৮, আর. এস. খতিয়ান নং ১০০৮ এর অধীনে, এল. আর. খতিয়ান নং ৭১১, তৌজি নং ১৪৬, জে. এল. নং ২, ভাটপাড়া মিউনিসিপ্যালিটির স্থানীয় সীমানার মধ্যে ঘোষাল পাড়া, হোল্ডিং নং ৪৩৫৭, ওয়ার্ড নং ৩২, থানা-জগদ্দল, নৈহাটি সাব রেজিস্ট্রি অফিস, জেলা উত্তর ২৪ পরগনায় অবস্থিত। (যাকে এরপর থেকে "উক্ত সম্পত্তি" হিসেবে উল্লেখ করা হবে)। উপরোক্ত সম্পত্তিটি নিম্নলিখিতভাবে বেষ্টিত এবং সীমাবদ্ধ: উত্তরে: ৮ ফুট চওড়া সাধারণ পথ দ্বারা; দক্ষিণে: কেশব বেরা এবং অন্যান্যদের সম্পত্তি দ্বারা; পূর্বে:- ধ্রুব রঞ্জন পালের বাড়ি দ্বারা, পশ্চিমে- অন্যদের সম্পত্তি দ্বারা;	১৫.১০.২০২৬	১০,৭৯,৮১৬/-
১১.	শ্রী সুদীপ সেনগুপ্ত এবং শ্রীমতী সুদীপা সেনগুপ্ত WB0700610001792 (গড়িয়া ব্রাঞ্চ অফিস)	সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল ফার্স্ট ফ্লোরে ভবনের দক্ষিণ মুখী এফ ৩ নং প্রায় ৬০০ বর্গফুট পরিমাপের ফ্ল্যাট যা উত্তর ২৪ পরগনা জেলায় অবস্থিত। হোল্ডিং নং ১৭/২১, প্রেমিসেস নং ৮/১, পঞ্চাননতলা রোড, কলকাতা-৭০০০৫৮, মৌজা বেলঘরিয়া, জে.এল. নং ৩, আর.এস. নং ১৭, তৌজি নং ১৭৮, খতিয়ান নং ২৭০৮, দাগ নং ২৮২, থানা বেলঘরিয়া, কামারহাটি মিউনিসিপ্যালিটির সীমানার মধ্যে ২২ নং ওয়ার্ডের অধীনে, জমিটি নিম্নলিখিতভাবে বেষ্টিত এবং সীমাবদ্ধ: উত্তরে: দীনেশ সরকারের জমি, দক্ষিণে সতীশ চন্দ্র দাস এবং অন্যান্যদের জমি; পূর্বে পঞ্চাননতলা রোড; পশ্চিমে: দুলাল চন্দ্র দের জমি।	১৬.১০.২০২৬	২,১০,৭১৩/-
১২.	স্বর্গীয় শ্রী বিনায়ক কানু তার আইনি উত্তরাধিকারীদের মাধ্যমে পরিবেশিত (ঋণগ্রহীতা) এবং শ্রীমতী আশা দেবী (সহ-ঋণগ্রহীতা) WB0700610002956 (গড়িয়া ব্রাঞ্চ অফিস)	সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল ২ কাঠা ৮ ছটাক জমি এবং ৭১৮ বর্গফুট পরিমাপের ভবন যা মৌজা- নোয়াপাড়া জেএল নং ২-এ অবস্থিত, আর.এস. দাগ নং ১৮১৫/১৮৬৪ এর অন্তর্ভুক্ত, খতিয়ান নং ১৪৮৮ এর অধীনে এল.আর. দাগ নং ৬৪৮৭ এর সমতুল্য খতিয়ান নং ৬৪৮৪ এর অধীনে, কাউগাছি ১ নং গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীনে, হোল্ডিং নং ১০৫৩৮, বিবেক নগর, পোঃ-শ্যামনগর এবং থানা নোয়াপাড়া, এ.ডি.এস.আর ব্যারাকপুরের সীমানার মধ্যে, জেলা উত্তর ২৪ পরগনা। উপরোক্ত সম্পত্তিটি নিম্নলিখিতভাবে বেষ্টিত এবং সীমাবদ্ধ: উত্তরে: মুক্তা দাসের সম্পত্তি; দক্ষিণে: ডি. গুপ্তের সম্পত্তি; পূর্বে: ৮ ফুট চওড়া সাধারণ পথ; পশ্চিমে: অন্যদের জমি	২২.১০.২০২৬	৬,১৪,৬৯০/-
১৩.	শ্রী সঞ্জীব গাঙ্গুলী এবং শ্রীমতী ঝর্ণা গাঙ্গুলী WB0700610002451 (গড়িয়া ব্রাঞ্চ অফিস)	সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল প্রায় ১ কাঠা ৮ ছটাক ৩৫ বর্গফুট পরিমাপের বসত জমি কমবেশি এবং ৭১০ বর্গফুট কভার্ড এরিয়া সহ একতলা পাকা ভবন যা মৌজা: বনহুগলি, আর.এস.দাগ নং-১৮৭৯, ১৮৮০ এবং ১৮৮১, আর.এস.খতিয়ান নং-১২৬ এর অধীনে, তৌজি নং ৩০২৭, আর. এস. নং-৫, জেএল নং-৬, হোল্ডিং নং ৭৭৩, প্রেমিসেস নং ২৭/১২/এ, মতিলাল মল্লিক লেন, ওয়ার্ড নং-১২: বরাহনগর মিউনিসিপ্যালিটির স্থানীয় সীমানার মধ্যে, কলকাতা-৩৫, থানা-বরাহনগর, সাব রেজিস্ট্রি অফিস কাশীপুর দম দম, জেলা-উত্তর ২৪ পরগনা-এ অবস্থিত। উপরোক্ত সম্পত্তিটি নিম্নলিখিতভাবে বেষ্টিত এবং সীমাবদ্ধ: উত্তরে:- প্লট নং ১২ এর জমি দ্বারা; দক্ষিণে:- প্লট নং ১৪ এর জমি দ্বারা; পূর্বে:- ১৬ ফুট চওড়া সাধারণ পথ দ্বারা; পশ্চিমে:- প্লট নং ৮ এর জমি দ্বারা	২২.০৯.২০২৬	২৩,২৬,১২৫/-
১৪.	শ্রী ভিকি রাম (ঋণগ্রহীতা) WB0700610003816 (গড়িয়া অফিস)	সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল ৪র্থ ফ্লোরের উত্তর-পূর্ব-পশ্চিম দিকে ৪৮ নং একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ আবাসিক ফ্ল্যাট, যাতে মার্বেল ফ্লোরিং রয়েছে এবং লিফট সুবিধা নেই, যার সুপার বিল্ট আপ এরিয়া প্রায় ৫০০ বর্গফুট, যা প্রায় ০৮ কাঠা কমবেশি পরিমাপের বাস্তু জমির উপর নির্মিত এবং এর উপর অবস্থিত জি+৪ তলা ভবনটি মৌজা- বরাহনগর, জে.এল. নং ০৫, আর.এস. নং ০৬, তৌজি নং ১০৬৮/২৮৩৩, আর.এস. দাগ নং ২৬৮২, আর.এস. খতিয়ান নং ৪৩৬৯ এর অন্তর্ভুক্ত, ১০৪, মহারাজা নন্দ কুমার রোড (উত্তর), হোল্ডিং নং ১৮০, বরাহনগর মিউনিসিপ্যালিটির ওয়ার্ড নং ১২ (পুরানো), ০৬ (নতুন), এ.ডি.এস.আর. কাশীপুর, দম দম জেলা-উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা-৭০০০৩৫-এ অবস্থিত। উপরোক্ত সম্পত্তিটি নিম্নলিখিতভাবে বেষ্টিত এবং সীমাবদ্ধ:-উত্তরে-আংশিক প্রেমিসেস নং ১০৪/১ এবং ১০৪/২, মহারাজা নন্দ কুমার রোড (উত্তর)। দক্ষিণে-১৬ ফুট মহারাজা নন্দ কুমার রোড (উত্তর), পূর্বে-প্রেমিসেস নং ১০৩, মহারাজা নন্দ কুমার রোড (উত্তর)। পশ্চিমে- স মিল	২৯.১০.২০২৬	১৬,২৩,৫১৩/-

এই নোটিশটি ঋণগ্রহীতাদের সর্বশেষ পরিচিত ঠিকানার বাইরের দরজাতেও সাঁটানো হচ্ছে।

তারিখ: ৩১.১০.২০২৬
স্থান: কলকাতা

স্বা/-
জিআইসি হাউজিং ফাইন্যান্স লিমিটেড-এর পক্ষে,
অনুমোদিত অফিসার

দিল্লি-সহ ছয় রাজ্যে এসআইআরের সময়সীমা বাড়াল কমিশন, চূড়ান্ত তালিকা প্রকাশের নতুন দিন ঘোষণা

নয়াদিল্লি, ৩০ অক্টোবর: দিল্লি-সহ ছয় রাজ্যে ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধন বা এসআইআর কর্মসূচির সময়সীমা বাড়াল নির্বাচন কমিশন। দিল্লি, মহারাষ্ট্র, হরিয়ানা, অন্ধ্রপ্রদেশ, তেলঙ্গানা এবং নাগাল্যান্ডে দাবি ও আপত্তি জমা দেওয়া, সেগুলির নিষ্পত্তি এবং চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশের নির্ধারিত সূচিতে পরিবর্তন আনা হয়েছে। সংশ্লিষ্ট রাজ্যগুলির মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকদের অনুরোধ এবং পরিস্থিতি পর্যালোচনার পর এই সংশোধিত কর্মসূচি জারি করেছে কমিশন। নির্বাচন কমিশনের অবর সচিব সন্দীপ কুমার এবং সচিব পবন দেওয়ানের জারি করা নির্দেশে সংশ্লিষ্ট রাজ্যগুলির মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকদের সংশোধিত সময়সূচি বিভিন্ন প্রচারমাধ্যমে ব্যাপক ভাবে প্রচারের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। স্বীকৃত রাজনৈতিক দলগুলিকেও লিখিত ভাবে নতুন সময়সূচি জানানোর কথা বলা হয়েছে। এর উদ্দেশ্য, যোগ্য ভোটারেরা যাতে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে ভোটার তালিকায় নাম অন্তর্ভুক্ত করার সুযোগ পান।

কমিশনের নির্দেশ অনুযায়ী, দিল্লিতে ১ অক্টোবরকে যোগ্যতা নির্ধারণের তারিখ ধরে চলা সংশোধন কর্মসূচিতে দাবি ও আপত্তি জমা দেওয়ার শেষ দিন বাড়িয়ে ২৫ নভেম্বর করা হয়েছে। রাজধানীতে খসড়া ভোটার তালিকা প্রকাশিত হয়েছিল ৩১ আগস্ট। আগে দাবি ও আপত্তি জানানোর শেষ দিন ছিল ৩০ অক্টোবর। সংশোধিত সূচি অনুযায়ী, নোটিস জারি এবং জমা পড়া দাবি ও আপত্তির নিষ্পত্তির কাজ ১৫ ডিসেম্বরের মধ্যে শেষ করতে হবে। চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশিত হবে ২২ ডিসেম্বর ২০২৬।

মহারাষ্ট্রেও ১ অক্টোবরের যোগ্যতা নির্ধারণের তারিখ অনুযায়ী সংশোধন কর্মসূচির সময়সীমা বাড়ানো হয়েছে। ভোটার তালিকায় নাম তোলা, নাম বাদ দেওয়া কিংবা প্রয়োজনীয় সংশোধনের জন্য দাবি ও আপত্তি জমা নেওয়া হবে ১৩ নভেম্বর পর্যন্ত। নোটিস জারি এবং সেগুলির নিষ্পত্তির কাজ শেষ করতে হবে ২৫ নভেম্বরের মধ্যে। রাজ্যে চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশের দিন ধার্য হয়েছে ৩০ নভেম্বর।

হরিয়ানায় ১ জুলাইকে যোগ্যতা নির্ধারণের তারিখ ধরে চলা এসআইআর কর্মসূচিতে নোটিস জারি এবং দাবি-আপত্তির নিষ্পত্তির সময়সীমা বাড়িয়ে ২০ নভেম্বর করা হয়েছে। সেখানে চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশিত হবে ৩০ নভেম্বর। অন্ধ্রপ্রদেশেও ১ জুলাইয়ের যোগ্যতা নির্ধারণের তারিখ অনুযায়ী দাবি ও আপত্তির নিষ্পত্তির শেষ দিন ২০ নভেম্বর ধার্য করা হয়েছে। রাজ্যে চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশের দিন ৩০ নভেম্বর। অন্যদিকে, তেলঙ্গানায় ১ অক্টোবরের যোগ্যতা নির্ধারণের তারিখ ধরে দাবি ও আপত্তি নিষ্পত্তির কাজ চলবে ২৬ নভেম্বর পর্যন্ত। সেখানেও চূড়ান্ত তালিকা প্রকাশিত হবে ৩০ নভেম্বর।

নাগাল্যান্ডে ১ অক্টোবরের যোগ্যতা নির্ধারণের তারিখ অনুযায়ী সংশোধিত কর্মসূচি কার্যকর হবে। রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের অনুরোধে দাবি ও আপত্তির নিষ্পত্তির সময়সীমা বাড়িয়ে ২৫ নভেম্বর করেছে কমিশন। সেখানে চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশের দিন ধার্য হয়েছে ৩০ নভেম্বর। নির্বাচন কমিশনের এই সিদ্ধান্তে সংশ্লিষ্ট ছয় রাজ্যের ভোটারদের ভোটার তালিকায় নাম অন্তর্ভুক্তি, সংশোধন বা নাম বাদ দেওয়ার বিষয়ে দাবি ও আপত্তি জানানোর জন্য অতিরিক্ত সময় মিলল।

৮ হাজার মিটারের বেশি উচ্চতার পর্বতের তালিকায় নেপালের আরও ছ'টি শৃঙ্গ অন্তর্ভুক্তির উদ্যোগ

কাঠমান্ডু, ৩০ অক্টোবর: নেপাল বিশ্বের সর্বোচ্চ শৃঙ্গ সাগরমাথার (মাউন্ট এভারেস্ট) দেশ হিসেবে পরিচিত। নেপালের আটটি শৃঙ্গ ইতিমধ্যেই ৮,০০০ মিটারের ওপরের পর্বত হিসেবে আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি পেয়েছে। এখন, নেপাল আনুষ্ঠানিক ভাবে এই শ্রেণিতে তার আরও ছ'টি শৃঙ্গকে অন্তর্ভুক্ত করার উদ্যোগ নিয়েছে।

কাঠমান্ডুতে অনুষ্ঠিত দু'দিনব্যাপী আন্তর্জাতিক পর্বতারোহণ ও পর্বতারোহণ সমিতি (ইউআইএএ) সাধারণ সভার উদ্বোধনী অধিবেশনে নেপাল আন্তর্জাতিক পর্বতারোহণ সম্প্রদায়ের কাছে এই প্রস্তাবটি পেশ করেছে। এই সাধারণ সভায় ৪৫টি দেশের ১৫ জন প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করছেন। নেপাল এর আগে ১৯৮২ এবং ২০১১ সালে ইউআইএএ সাধারণ সভার আয়োজন করেছিল। নেপাল পর্বতারোহণ সমিতির (এনএমএ) সভাপতি ফুরবা গ্যালজে শেরপা সাধারণ সভায় এই ছ'টি শৃঙ্গের বিবরণ উপস্থাপন করেন। তিনি একটি গবেষণা প্রতিবেদনও উপস্থাপন করেন, যেখানে প্রতিটি শৃঙ্গকে ৮,০০০ মিটারের বেশি উচ্চতার একটি স্বতন্ত্র পর্বত হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়ার ভিত্তি তুলে ধরা হয়েছে।

ছ'টি শৃঙ্গের উচ্চতা ইয়ালুং কাং দক্ষিণ - ৮,৫০৫ মিটার, কাঞ্চনজঙ্ঘা দক্ষিণ - ৮,৪৭৬ মিটার, কাঞ্চনজঙ্ঘা মধ্য - ৮,৪৭৩ মিটার, লোৎসে মধ্য - ৮,৪১০ মিটার, লোৎসে শার - ৮,৪০০ মিটার, ইয়ালুং কাং পশ্চিম - ৮,০৭৭ মিটার। শেরপা ব্যাখ্যা করেন যে, এই শৃঙ্গগুলির উচ্চতা শনাক্ত ও পরিমাপ করার জন্য এনএমএ একটি গবেষণা দল গঠন করেছিল। গবেষণা দলটি এমন প্রমাণ সংগ্রহ করেছে যে, প্রতিটি শৃঙ্গের একটি স্বতন্ত্র ভৌগোলিক পরিচয়, স্বাধীন চূড়া এবং পৃথক আরোহণ পথ রয়েছে। যদি ছ'টি শৃঙ্গই আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি পায়, তবে নেপালে ৮,০০০ মিটারের বেশি উচ্চতার স্বীকৃত পর্বতের সংখ্যা বেড়ে ১৪ হবে এবং বিশ্বে এই ধরনের পর্বতের মোট সংখ্যা ২০-তে পৌঁছবে।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে ভাষণ দিতে গিয়ে সংস্কৃতি, পর্যটন ও বেসামরিক বিমান পরিবহণ মন্ত্রী খড়্গরাজ পাউডেল বলেন যে, বিশ্বের ২০টি ৮,০০০ মিটারের বেশি উচ্চতার পর্বতের মধ্যে ১৪টি নেপালে থাকা একটি উল্লেখযোগ্য অর্জন হবে। মন্ত্রী পাউডেলের মতে, এটি নেপালকে বিশ্বের সর্বোচ্চ পর্বতশৃঙ্গগুলোর জন্য একটি প্রধান কেন্দ্র হিসেবে আরও প্রতিষ্ঠিত করবে এবং পর্বতারোহণ, দুঃসাহসিক পর্যটন, গবেষণা, পর্যটন অর্থনীতি এবং আন্তর্জাতিক পর্যটনকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য নতুন সুযোগ তৈরি করবে।

মন্ত্রী পাউডেল ফেসবুকে লিখেছেন, 'নেপালের এই প্রস্তাব শুধু পর্বতের সংখ্যা বাড়ানোর বিষয় নয়। এটি তথ্য, গবেষণা এবং বৈজ্ঞানিক ভিত্তির মাধ্যমে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের সামনে আমাদের হিমালয়ের ভৌগোলিক পরিচয়, প্রাকৃতিক ঐতিহ্য এবং পর্বতের অনন্যতা প্রতিষ্ঠা করার একটি প্রচেষ্টা।'

ইতালির হেলিকপ্টারে দুর্ঘটনা, মৃত ৪, আহত আরও ১১

সারায়েভো (বসনিয়া ও হার্জেগোভিনা), ৩০ অক্টোবর: বসনিয়ায় ইউরোপীয় ইউনিয়নের শান্তি মিশন চলাকালীন ইতালির একটি হেলিকপ্টার দুর্ঘটনাগ্রস্ত হয়েছে। এই দুর্ঘটনায় চার জন সেনা শহিদ হয়েছেন। ইউরোপীয় ইউনিয়ন ফোর্স জানিয়েছে, বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় বসনিয়া ও হার্জেগোভিনায় নিয়মিত প্রশিক্ষণের সময় এটি চিনুক সামরিক হেলিকপ্টারটি দুর্ঘটনাগ্রস্ত হয়। এই দুর্ঘটনায় চার জন সেনা নিহত এবং আরও ১১ জন আহত হয়েছেন। বসনিয়া ও হার্জেগোভিনার বানজা লুকা থেকে প্রকাশিত সার্বো-ক্রোয়েশিয় ভাষার দৈনিক সংবাদপত্র 'গ্লাস সারপস্কে'র প্রতিবেদন অনুযায়ী, এই বিমান দুর্ঘটনাটি ব্রকোর কাছে গোরিস সেক্টরে ঘটেছে। দুর্ঘটনায় শহিদদের মধ্যে রয়েছেন ইতালির দুজন সশস্ত্র বাহিনীর (আর্মড ফোর্সেস) সদস্য এবং দুজন ইতালির মিলিটারি রেড ক্রসের সদস্য। আহত ১১ জনের মধ্যে দু'জনকে তুজলা মেডিকেল সেন্টারে স্থানান্তরিত করা হয়েছে। বাকি ন'জনের চিকিৎসা চলছে ব্রকোতেই। ইউরোপীয় ইউনিয়ন ফোর্স এক আনুষ্ঠানিক বিবৃতিতে জানিয়েছে, এই দুর্ঘটনায় আহত সমস্ত ব্যক্তির অবস্থাই বর্তমানে স্থিতিশীল।

সমাবেশে যোগ দিতে দিল্লিতে আসা লোকজনকে বাধা দেওয়া হচ্ছে: রাহুল

নয়াদিল্লি, ৩০ অক্টোবর: কংগ্রেস নেতা তথা লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি অভিযোগ করেছেন যে, দিল্লির রামলীলা ময়দানে ১ নভেম্বর অনুষ্ঠিতব্য বিরোধী দলের সমাবেশের আগে অন্যান্য রাজ্য থেকে আসা লোকজনকে আটকানোর চেষ্টা করা হচ্ছে। তিনি বলেন যে উত্তরপ্রদেশ, বিহার, মধ্যপ্রদেশ, রাজস্থান, হরিয়ানা, তেলেঙ্গানা এবং পঞ্জাব-সহ বিভিন্ন রাজ্য থেকে কংগ্রেস কর্মী এবং সাধারণ মানুষকে এখানে আসতে বাধা দেওয়া হচ্ছে। তিনি বলেন যে, দিল্লিতে আসা মানুষের সংখ্যা এবং পথে যাদের আটকানো হচ্ছে তাদের সংখ্যা থেকেই দেশের বর্তমান পরিস্থিতি সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যেতে পারে।

'অর্ণবে'র প্রভাবে নেপালে টানা বৃষ্টি, ব্যাহত জনজীবন

কাঠমান্ডু, ৩০ অক্টোবর: বঙ্গোপসাগরে সৃষ্ট ঘূর্ণিঝড় অর্ণবের প্রভাবে বৃহস্পতিবার রাত থেকে শুরু হওয়া অবিরাম বৃষ্টি কাঠমান্ডু উপত্যকা-সহ নেপালের অনেক অংশে জীবনযাত্রা ব্যাহত করেছে। এই প্রবল বর্ষণে সরকারি ও বেসরকারি খাতের কর্মচারী এবং দিনমজুররা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন। বিভিন্ন প্রয়োজনে বাড়ি থেকে বের হওয়া মানুষদের ছাতা ও রেইনকোট নিয়ে তাদের গন্তব্যের দিকে যেতে দেখা গেছে।

আবহবিদরা শুক্রবার জুড়ে হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির পূর্বাভাস দিয়েছেন এবং কিছু এলাকায় ভারী বর্ষণেরও সম্ভাবনা রয়েছে। বৃষ্টি ও আবহাওয়া দপ্তরের মুখপাত্র বিভূতি পোখরেল জানিয়েছেন যে, ঘূর্ণিঝড় অর্ণব দুর্বল হয়ে পড়লেও এর অবশিষ্ট প্রভাবে নেপালে বৃষ্টি, তুষারপাত এবং প্রবল বাতাস বয়ে যেতে পারে। তিনি জনগণকে সতর্ক থাকার আহ্বান জানিয়েছেন।

ত্রিভুবন বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় জল ও আবহাওয়া দফতরের সহযোগী অধ্যাপক ড. বিনোদ পোখরেল বলেছেন যে, শুক্রবার বিকেল থেকে রাত পর্যন্ত কোশী ও বাগমতী অঞ্চলের অনেক এলাকায় ভারী বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা রয়েছে। শনিবার থেকে ঘূর্ণিঝড়ের প্রভাব ধীরে ধীরে কমে আসবে বলে আশা করা হচ্ছে।

ময়দান

তারকাখচিত দল নিয়েও হার! হংকং সিক্সেসে পাকিস্তানের কাছে মুখ থুবড়ে পড়ল ভারত

নিজস্ব প্রতিবেদন: হংকং সিক্সেস টুর্নামেন্টে অভিযান শুরুতেই বড় ধাক্কা খেল ভারত। চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী পাকিস্তানের বিরুদ্ধে মাঠে নেমে হার দিয়েই প্রতিযোগিতা শুরু করতে হল ক্রুণাল পাণ্ডিয়াদের। তারকাখচিত দল সাজিয়েও শেষরক্ষা হল না। ব্যাটিংয়ে প্রত্যাশা পূরণ করতে পারল না ভারতীয় দল। অন্যদিকে, পাকিস্তানের দুই ওপেনারের বিধ্বংসী ব্যাটিংয়ে কার্যত একতরফা হয়ে গেল ম্যাচ। ১৩ বল বাকি থাকতেই ৪ উইকেটে জয় তুলে নিল পাকিস্তান। ফলে টুর্নামেন্টের শুরুতেই চাপে পড়ে গেল ভারত।

হংকং সিক্সেসে ভারতীয় দলের অতীত পরিসংখ্যান খুব একটা আশাব্যঞ্জক নয়। সেই রেকর্ড বদলানোর লক্ষ্যেই এবার শক্তিশালী দল নিয়ে প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়েছে ভারত। দলে রয়েছেন আইপিএলে নিজেদের দক্ষতা প্রমাণ করা ক্রুণাল পাণ্ডিয়া, শশাঙ্ক সিং, রাহুল ত্রিপাঠী, নীতীশ রানা এবং রাহুল তেওয়াটিয়ার মতো ক্রিকেটাররা। তাঁদের অভিজ্ঞতায় ভর করে ভালো ফলের আশায় ছিল ভারতীয় শিবির। কিন্তু প্রথম ম্যাচেই সেই পরিকল্পনায় জল ঢেলে দিল পাকিস্তান।

গোলের বন্যাতেও হতাশার বিশ্বকাপে ৮৭তম স্থানেই অভিযান শেষ ভারতের

নিজস্ব প্রতিবেদন: অবশেষে পর্দা নামল ভারতের অনূর্ধ্ব-১৫ ফুটবল দলের বিশ্বকাপ অভিযানে। আজারবাইজানের বাকুতে কিউবার বিরুদ্ধে শেষ ম্যাচে ৬-৪ গোলে জয় তুলে নিয়ে প্রতিযোগিতা শেষ করল বিবিয়ানো ফার্নান্ডেজের ছেলেরা। শেষ ম্যাচে দুরন্ত ফুটবল উপহার দিয়ে জয় এল ঠিকই, কিন্তু সামগ্রিক ফলাফলে সন্তুষ্ট হওয়ার সুযোগ নেই ভারতীয় শিবিরের। বিশ্বকাপের মঞ্চে ৮৭তম স্থানে শেষ করতে হল সৌম্যজিৎ সরকারদের। টুর্নামেন্টের শুরুতে যে সম্ভাবনার ইঙ্গিত দিয়েছিল 'ব্লু কোল্টস', পরবর্তী সময়ে সেই ছন্দ ধরে রাখতে না পারার খেসারত দিতে হল দলকে।

কিউবার বিরুদ্ধে ম্যাচে অবশ্য শুরু থেকেই আক্রমণাত্মক মেজাজে ছিল ভারত। প্রতিপক্ষকে কোনওরকম সময় না দিয়েই প্রথম মিনিটে গোলের খাতা খুলে দেন ভিক্টর লালমপুইয়া। ম্যাচের বয়স তখন মাত্র ছয় মিনিট। এর মধ্যেই ব্যবধান দ্বিগুণ করে ভারত। হেডের সাহায্যে জালে বল জড়িয়ে দেন নিবাস মিতেই। শুরুতেই দুই গোলের লিড পেয়ে আত্মবিশ্বাস অনেকটাই বেড়ে যায় ভারতীয় ফুটবলারদের। ১২ মিনিটে আরও একটি গোল করে ব্যবধান বাড়ান লালরেমরুয়াতফেলা। এরপরেও থামেনি ভারতীয় দলের গোলের ক্ষুধা। ২২ মিনিটে নিজের দ্বিতীয় গোল করে দলকে এগিয়ে দেন ভিক্টর। পরের মিনিটেই ফের গোল নিবাসের। মাত্র এক মিনিটের ব্যবধানে জোড়া ধাক্কা খেয়ে কার্যত দিশেহারা হয়ে পড়ে কিউবা। ২৬ মিনিটে নিজের দ্বিতীয় গোল করে ভারতের ব্যবধান ৬-১ করে দেন লালরেমরুয়াতফেলা। ম্যাচের শুরুতেই ছয় গোল করে কার্যত একতরফা লড়াইয়ের ছবি তুলে ধরেছিল ভারত।

তবে বড় ব্যবধানে এগিয়ে থেকেও ম্যাচের শেষদিকে কিছুটা অস্বস্তিতে পড়তে হয় ভারতীয় শিবিরকে। বক্সের আশপাশে বলের নিয়ন্ত্রণ ধরে রাখতে না পারা এবং একের পর এক ভুল পাসের সুযোগ কাজে লাগিয়ে ব্যবধান কমাতে শুরু করে কিউবা। ভারতীয় রক্ষণে তৈরি হয় একাধিক সমস্যা। একসময় যে ম্যাচে ছয় গোলের ব্যবধানে এগিয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা তৈরি হয়েছিল, সেখানেই শেষপর্যন্ত চার গোল হজম করতে হয় ভারতকে। যদিও শেষ পর্যন্ত ৬-৪ ব্যবধানে জয় নিশ্চিত করে মাঠ ছাড়ে বিবিয়ানো ফার্নান্ডেজের দল। বিশ্বকাপের শেষ ম্যাচে জয় পাওয়ায় কিছুটা স্বস্তি ফিরলেও সামগ্রিক ব্যর্থতার ছবি আড়াল করা যায়নি।

অথচ এই বিশ্বকাপে ভারতের যাত্রা শুরু হয়েছিল বেশ আশাব্যঞ্জকভাবে। প্রাথমিক পর্বে একের পর এক ম্যাচে ভালো পারফরম্যান্স করে নজর কেড়েছিল ভারতীয় দল। লাওস, ক্যামেরুন এবং বাহরিনের মতো প্রতিপক্ষকে হারিয়ে নিজেদের দক্ষতার পরিচয় দিয়েছিল সৌম্যজিৎরা। পাশাপাশি গ্রানাডার বিরুদ্ধে ম্যাচে আটকে দিয়ে পয়েন্ট সংগ্রহ করেছিল তারা। ফলে প্রতিযোগিতার একটা পর্যায়ে পাঁচ দলের গ্রুপে শীর্ষস্থানেও উঠে এসেছিল ভারত। সেই সময় দলকে ঘিরে প্রত্যাশা অনেকটাই বেড়ে গিয়েছিল।

কিন্তু গ্রুপ পর্বের শেষ দিকে এসে ছবিটা বদলে যায়। পরবর্তী রাউন্ডে যাওয়ার লড়াইয়ে ভারতের সামনে ছিল গুরুত্বপূর্ণ পরীক্ষা। প্রতিপক্ষ সেনেগাল। সেই ম্যাচে জিততে না পারলে পরের পর্বে যাওয়ার রাস্তা কঠিন হয়ে যেত। কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ সেই লড়াইয়ে নিজেদের সেরাটা দিতে ব্যর্থ হয় ভারতীয় ফুটবলাররা। সেনেগালের কাছে ৬-১ গোলে হেরে যায় দল। এই বড় ব্যবধানের পরাজয়ই ভারতের বিশ্বকাপ অভিযানকে কার্যত কঠিন করে দেয়। 'কে' গ্রুপে তৃতীয় স্থানে শেষ করতে হয় তাদের। পাঁচ ম্যাচে ভারতের সংগ্রহ ছিল ১০ পয়েন্ট।

গ্রুপ পর্বে একাধিক ম্যাচে ভালো ফুটবল খেলেও গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্তে ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে না পারাই ভারতের বড় সমস্যা হয়ে দাঁড়ায়। বিশেষ করে সেনেগালের বিরুদ্ধে বড় ব্যবধানে হার দলের দুর্বলতাগুলিকে সামনে এনে দেয়। অন্যদিকে কিউবার বিরুদ্ধে শেষ ম্যাচে ছয় গোল করার ক্ষমতা দেখালেও রক্ষণভাগের ভুল এবং পাসিংয়ের সমস্যা ফের চোখে পড়েছে।

২৫৯ রানের পাহাড় টপকাতে গিয়ে মুখ থুবড়ে পড়ল ভারত, বৈভবকে বাদ দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়ে প্রশ্ন

নিজস্ব প্রতিবেদন: সিরিজ জয়ের পর কি অতিরিক্ত আত্মবিশ্বাসই কাল হল ভারতের? নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে প্রথম তিনটি ম্যাচে দাপুটে জয়। দু'ম্যাচ বাকি থাকতেই সিরিজ নিশ্চিত। ফলে চতুর্থ টি-টোয়েন্টিতে লক্ষ্য ছিল আরও একটি জয় তুলে নিয়ে প্রতিপক্ষকে হোয়াইটওয়াশ করা। কিন্তু অকল্যান্ডে ঠিক উলটপুরাণ। ব্যাট হাতে রীতিমতো তছনছ হয়ে গেল ভারতীয় শিবির। নিউজিল্যান্ডের ২৫৯ রানের জবাবে মাত্র ১৭২ রানেই গুটিয়ে গেল গৌতম গম্ভীরের দল। ৮৭ রানের এই হার শুধু জয়ের ধারাই থামাল না, দল নির্বাচন নিয়েও একাধিক প্রশ্ন তুলে দিল।

এদিন টস জিতে প্রথমে বল করার সিদ্ধান্ত নেন শ্রেয়স আইয়ার। সেই সুযোগে শুরু থেকেই ভারতীয় বোলারদের উপর চড়াও হয় নিউজিল্যান্ডের ব্যাটাররা। বিশাল রান তুলে ভারতকে কঠিন পরীক্ষার সামনে দাঁড় করিয়ে দেয় তারা। কিন্তু সেই রান তাড়া করতে নেমে শুরুতেই বিপর্যয়।

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন- মোঃ ৯৮৩১৯১৯৭৯১

DUBRAJPUR DEVELOPMENT BLOCK
DUBRAJPUR BIRBHUM
ABRIDGED NOTICE INVITING TENDER
Tender Notice No - 18/DDB/2026
(VB-G RAM G)
Memo No - 2554/DDB/2026
Dated 29/10/2026
Block Development Officer, Dubrajpur Development Block invites Tenders for **2(Two)** no of works closed on **06.11.2026 at 06.55 PM**. Detailed information including downloading and uploading time are available from the website tenders.wb.gov.in
Sd/-Block Development Officer
Dubrajpur Development Block
Dubrajpur Birbhum

DUBRAJPUR DEVELOPMENT BLOCK
DUBRAJPUR BIRBHUM
ABRIDGED NOTICE INVITING TENDER
Tender Notice No - 17/DDB/2026
Memo No - 2549/DDB/2026
Dated 29/10/2026
Block Development Officer, Dubrajpur Development Block invites Tenders for **2(Two)** no of works closed on **13.11.2026 at 06.55 PM**. Detailed information including downloading and uploading time are available from the website tenders.wb.gov.in
Sd/-
Block Development Officer
Dubrajpur Development Block
Dubrajpur Birbhum

KHARDAH MUNICIPALITY
Khardah, North 24 Parganas
RECRUITMENT NOTICE
Khardah Municipality is going to Recruit Part Time Medical Officer Vide **memo no. KM/PHD/HO/708 dated 30.10.2026.** The date of walk in interview is **21.11.2026 upto 12.00 p.m.** for details please visit our office Notice Board
Sd/-
Executive Officer
Khardah Municipality

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন- মোবাইল ৯৩৩১০৫৯০৬০/ ৯০০৭২৯৯৩৫৩/ ৯৮৭৪০ ৯২২২০

হাওড়া মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন
৪, মহাত্মা গান্ধি রোড, হাওড়া - ৭১১১০১
No. WB/HMC/TN/H-196/26-27 তারিখ : ২৯.১০.২০২৬
ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি
এইচএমসি-এর অধীনে ২০২৬ এবং ২০২৭ সালের জন্য ১ থেকে ৫০ নং ওয়ার্ডে ২৩৬ জন স্প্রে ম্যান ওয়ার্কার সরবরাহের কাজের জন্য (মাসে ২৬ দিন, মোট ৩১২ দিন), হাওড়া মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের এগজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার (স্বাস্থ্য)-এর দ্বারা নির্ধারিত ফর্মে একই প্রকৃতির কাজে পর্যাপ্ত অভিজ্ঞতা সম্পন্ন স্বনামধন্য সম্পদশালী এবং প্রকৃত ঠিকাদারদের কাছ থেকে ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে। এই সংক্রান্ত বিস্তারিত তথ্য সহকারী ইঞ্জিনিয়ার-এর ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি এবং বিভাগ / www.wbtender.gov.in. থেকে পাওয়া যাবে। বিড জমা দেওয়ার শেষ তারিখ ০২.১১.২০২৬, সন্ধ্যা ৬.০০ টা পর্যন্ত। এইচএমসি কর্তৃপক্ষ কোনো কারণ দর্শানো ছাড়াই যেকোনো আবেদন গ্রহণ বা প্রত্যাখ্যান করার অধিকার সংরক্ষণ করে।
১০৫(৩)/২৬-২৭
৩০.১০.২৬
সচিব
হাওড়া মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন

NOTICE INVITING e-Tender
Reference Memo No 2319 /BDO/KDP/2026-27
Dated-29/10/2026
e-Tender Notice **no-05/2026-27** for Construction of Girls Toilets at different units of 37 nos Schools at different Gram Panchayats under Kakdwip Development Block. Fund-PBSSM
Look for detail you may visit and office notice board & **https://tenders.wb.gov.in/nicgep/app**
Sd/- Block Development Officer
Kakdwip Development Block
Kakdwip, South 24 Parganas.

NABADWIP MUNICIPALITY
SHORT TENDER NOTICE
E-Tenders are invited by the Administrator, Nabadwip Municipality, Nabadwip Nadia. **Tender title:- NIT No :-NM/PWDT/NIT-026-00e/2026-2027, NM/PWDT/NIT-027-00e/2026-2027 & NM/PWDT/NIT-028e/2026-2027. Tender ID:- 2026_MAD_1047090_1 to 2026_MAD_1047090_10, 2026_MAD_1047091_1 to 2026_MAD_1047091_15, & 2026_MAD_1047092_1, Type of Work:-** Repairing of Bituminous & Conc. Road, **Bid Submition End Date:-** 06-11-2026 at 05:00 PM. **Bid Open Date:-** 09-11-2026 at 10:00 AM. **N.B. :** Any other information may be had on enquiry from office of Nabadwip Municipality in working day and Govt. Website **https://wbtenders.gov.in** also given **https://nabadwipmunicipality.in**
SD/- Administrator,
Nabadwip Municipality

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
INFORMATION WANTED

This is the photograph of **Shreya Ghosh @ Shaya Ghosh,** Father's Name - **Samar Ghosh**, of Muragacha Ghosh Para, Jugberia, PO - Jugberia, PS - Ghola, Dist - North 24 Parganas, Who has been missing since 02.10.2026, at about 09.00 hrs, Residential area under Ghola PS, Description of this Missing person is: **Age** - 16 Years (Approx), **Height** - 5 Feet 2 Inch (Approx), **Complexion** - Sallow, **Wearing** - Churidar & Pant, **Language** - Bengali. Please Contact Officer in Charge, Missing Persons Bureau, C.I.D., West Bengal, Bhabani Bhaban, Kolkata-700027, Phone No. 033-24506120.
ICA-D 1657(3)/2026

দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে – টেন্ডার
ডিআরএম (ইএনজিজি)/আদ্রা, ভারতের রাষ্ট্রপতির জন্যে ও তরফে, ই-টেন্ডারের আমন্ত্রণ জানাচ্ছেন। **ক্রম নং. ১; ই-টেন্ডার নোটিশ নং.;** ই-ডিআরএম-ইএনজিজি-আদ্রা-১২১-২৬, তারিখ ২৯.১০.২০২৬; **কাজের বিবরণ:** আদ্রা ডিভিশনের এডিইএন/পুরুলিয়ার অধীনস্থ এলাকায় পুরুলিয়া-চান্ডিল সেকশনে অ্যাপ্রোচে ব্যালাস্ট রিটেইনিং দেওয়াল তৈরী, সেস সম্প্রসারণ, ব্রিজ ট্যাবলেট, পরিদর্শন সিঁড়ি ও অন্যান্য মেরামত কাজ সহ ক্ষুদ্র সেতুগুলির মেরামত ও শক্তিশালীকরণ; **টেন্ডার মূল্য:** ₹ ৩,২১,৬২,৯৬৭.৪২; **ক্রম নং. ২; ই-টেন্ডার নোটিশ নং.;** ই-ডিআরএম-ইএনজিজি-আদ্রা-১২২-২৬, তারিখ ২৯.১০.২০২৬; **কাজের বিবরণ:** আদ্রা ডিভিশনের দামোদর স্টেশনে বিদ্যমান ফুট ওভার ব্রিজ (এফওবি)-এর সম্প্রসারণ; **টেন্ডার মূল্য:** ₹ ২,৩১,৭৪,৮৮৮.৭২; **ক্রম নং. ৩; ই-টেন্ডার নোটিশ নং.;** ই-ডিআরএম-ইএনজিজি-আদ্রা-১২৩-২৬, তারিখ ২৯.১০.২০২৬; **কাজের বিবরণ:** আদ্রা ডিভিশনের দামোদর স্টেশনে মহীশিলা ও বার্নপুর ট্রেনের একই সাথে আগমন ও প্রস্থানের জন্য ৫ নম্বর লাইনের পাশে একটি লুপ লাইনের প্রস্তাব; **টেন্ডার মূল্য:** ₹ ৮,২২,৩৬,৮৫৩.২২; **ই-টেন্ডার বন্ধ হওয়ার তারিখ** ২৭.১১.২০২৬ **সময়** ১৫:০০ টায় (ক্রম নং ১ থেকে ৩-এর জন্য); উপরোক্ত ই-টেন্ডারের বিস্তারিত বিবরণ **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে দেখা যাবে। **(PR-957)**

পূর্ব রেলওয়ে
ডিভিসনাল রেলওয়ে ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, হাওড়া, নিউ ডিআরএম বিল্ডিং, রেলওয়ে মিউজিয়ামের নিকট, পিন-৭১১১০১ কর্তৃক সমতুল কাজে অভিজ্ঞ এবং প্রয়োজনীয় আর্থিক সঙ্গতিপন্ন টেন্ডারদাতাগণ যাঁরা সেচ/সিপিডব্লুডি/এসইবি/এমইএস অথবা কোনো রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্রে নথিভুক্ত রয়েছেন তাঁদের নিকট থেকে অনলাইনে নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে ঃ **ডিইএন/৩/হাওড়া**-র আওতাধীনে ঃ **(১) ই-টেন্ডার নং ঃ ২৮৩_২০২৬-২৭ তারিখ ২৯.১০.২০২৬। কাজের বিবরণ ঃ** এডিইএন/আজিমগঞ্জের অধিক্ষেত্রের অধীনে আজিমগঞ্জ-নলহাটি শাখায় (কিমি ২.২ থেকে ৪৩.৭৪ পর্যন্ত) আজিমগঞ্জসিটি থেকে তকিপুর পর্যন্ত স্টেশনের পরিকাঠামোর সুবিধা তথা যাত্রীদের স্বচ্ছন্দ্যের উন্নয়নের জন্য স্টেশন বিল্ডিং, সার্ভিস বিল্ডিং, ওয়েটিং হল, শৌচাগার, জলের বুথ, প্ল্যাটফর্মের উপরিতল প্রভৃতির উন্নয়ন। **আনুমানিক মূল্য ঃ** ৬৫,৬২,৫৮৫.১৪ টাকা। **বায়না অর্থ ঃ** ১,৩১,৩০০ টাকা। **(২) ই-টেন্ডার নং ঃ ২৮৪_২০২৬-২৭ তারিখ ২৯.১০.২০২৬। কাজের বিবরণ ঃ** এডিইএন/আজিমগঞ্জের অধিক্ষেত্রের অধীনে কাটোয়া-আজিমগঞ্জ শাখায় (কিমি ১৩১/০ থেকে ১৮১/০ পর্যন্ত) মিয়াঁগ্রাম থেকে আজিমগঞ্জ পর্যন্ত স্টেশনের পরিকাঠামোর সুবিধা তথা যাত্রীদের স্বচ্ছন্দ্যের উন্নয়নের জন্য স্টেশন বিল্ডিং, সার্ভিস বিল্ডিং, ওয়েটিং হল, শৌচাগার, জলের বুথ, প্ল্যাটফর্মের উপরিতল প্রভৃতির উন্নয়ন। **আনুমানিক মূল্য ঃ** ৯৪,০৪,৩৫৫.০২ টাকা। **বায়না অর্থ ঃ** ১,৮৮,১০০ টাকা। **সম্পূর্ণ করার মেয়াদ ঃ** স্বীকৃতিপত্র পাওয়ার তারিখ থেকে ১০ (দশ) মাস। টেন্ডার আহ্বায়ক বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত তারিখটিতে যদি কোনো কারণে ছুটি/বন্ধ/ধর্মঘট ঘোষিত হয়, তাহলে অনলাইনে টেন্ডার বন্ধের তারিখটির কোনো পরিবর্তন হবে না, কারণ আইআরইপিএস ওয়েবসাইটের প্রায়োগিক পদ্ধতি টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময়ের পরে কোনো প্রস্তাব দাখিলের অনুমোদন দেবে না। যদিও অনলাইনে টেন্ডার খোলার কাজটি পরবর্তী কাজের দিনে করা হবে। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ঃ** ২০.১১.২০২৬ তারিখ দুপুর ২টো। **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে বিশদ টেন্ডার পাওয়া যাবে। টেন্ডারদাতাগণকে উপরোক্ত ওয়েবসাইটে অনলাইনে তাঁদের প্রস্তাব দাখিল করতে অনুরোধ করা হচ্ছে। বায়না অর্থ এবং টিডিসি প্রদানঃ ই-টেন্ডারিং-এর ক্ষেত্রে কেবলমাত্র নেট ব্যাঙ্কিং এবং পেমেন্ট গেটওয়ের মাধ্যমেই বায়না অর্থ জমা (ইএমডি) এবং টেন্ডার নথির মূল্য গৃহীত হবে। **দ্রষ্টব্য ঃ** আইআরইপিএস (ই-টেন্ডার পোর্টাল)-এ আহ্বান করা টেন্ডারগুলির জন্য প্রদেয় বায়না অর্থ (ইএমডি) হিসেবে ফিক্সড ডিপোজিট রিসিপ্ট (এফডিআর) গৃহীত হবে না। হাতে হাতে দাখিল করা প্রস্তাব গ্রাহ্য হবে না।
HWH-424/2026-27
টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।
আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
NOTICE INVITING TENDER
Online tender is invited by the undersigned for the works: "Electrical Installation and maintenance in respect of some special meeting of the Council at Vidyasagar Bhawan, Sector -V, Salt Lake, Kolkata - 91." Tender No: WBPWD/AE/NEESD/e-NIQ-26/26-27 & e-Tender ID No. 2026_WBPWD_5081927_1. Document Download Closing Date: 13.11.2026 up to 12.00 Hrs. Details may be downloaded from etender.wb.nic.in. Sd/-Assistant Engineer, PWD North East Electrical Sub-Division.
ICA- T19447(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PW(Roads) D TENDER NOTICE
Assistant Engineer, Alipore Highway Sub-Division, P.W.(Roads)Dte, invites online e-NIT No.11 of 2026-2027. Tender Id :- 2026_WBPWD_5081256_1. Bid submission start and end date 30.10.2026 from 11.00 AM. 06.11.2026 upto 11.00 AM. Details of NIT and tender documents may be downloaded from : https://tenders.wb.gov.in Sd/-Assistant Engineer, Alipore Highway Sub-Division P.W.(Roads) Directorate.
ICA- T19416(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
CORRIGENDUM NOTICE
Please note Bid submission end date (online) is extended to 17.11.2026 up to 14:00 P.M. for the following job "SITC of Bed-cum-Passenger Elevator and allied EI Work for G+3 storied Male ward at Calcutta Pavlov Hospital---SITC of Lift". vide e-tender no. WBPWD/EE-I/CKHED/eNIT-48/26-27. Tender ID : 2026_WBPWD_5076998_1. Detail information/download/upload will be available from the website: https://tenders.wb.gov.in/nicgep/app & http://pwdwb.in Sd/- Executive Engineer-I, P.W.Dte. Central Kolkata Health Electrical Division.
ICA- T19393(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
NOTICE INVITING TENDER
Online tender is invited by the undersigned for the works: "Erection of Temporary Electrical Installation and other necessary arrangements for sudden power failure at Left Block of Academic Building at Aliah University, New Town, Rajarhat, Kolkata-700160". Tender No: WBPWD/AE/RESD/e-NIQ-02/26-27 & e-Tender ID No. 2026_WBPWD_5081874_1. Document Download Closing Date: 13.11.2026 up to 12.00 Hrs. This is to be noted that a corrigendum regarding closing date has been published. Details may be downloaded from etender.wb.nic.in. Sd/-Assistant Engineer, PWD Rajarhat Electrical Sub-Division.
ICA- T19448(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PWD TENDER NOTICE
1st Corrigendum of WBPWD/ KSHD/ EE/ NIQ-18 OF 2026-2027 of EE-I, KSHD, PWD [Tender ID: 2026_WBPWD_5078420_1] Last date of Bid Submission (online) to be read as 05/11/2026 upto 01:00 P.M. in place of 27/10/2026 upto 01:00 P.M. & Bid opening date to be read as 07/11/2026 at 01:00 P.M. in place of 29/10/2026 at 01:00P.M. Details of NIT & tender documents may be downloaded from: https://tenders.wb.gov.in Sd/- Executive Engineer-I, PWD Kolkata South Health Division.
ICA- T19413(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
NOTICE INVITING TENDER
Online tender is invited by the undersigned for the works: "Urgent replacement of Rope for 1 nos. 16 Passenger Lift (G+14) storied Building at Presidency university, New Town Campus, Kolkata. (Lift No.- L-K1471, Lift No.- L-K1472) ---For Lift No. L-K1472". Tender No: WBPWD/AE/ RESD/e-NIQ-01/26-27 & e-Tender ID No. 2026_WBPWD_5081796_1. Document Download Closing Date: 13.11.2026 up to 12.00 Hrs. This is to be noted that a corrigendum regarding closing date has been published. Details may be downloaded from etender.wb.nic.in. Sd/-Assistant Engineer, PWD Rajarhat Electrical Sub-Division.
ICA- T19449(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PWD TENDER NOTICE
Assistant Engineer, P.W.D., Lalbazar Electrical Sub-Division, 81/2/2, Phears Lane, Kolkata-700012. Email: aelbesd@gmail.com invites e-tender (online) for the work named"Emergent Dismantling and re-installation of existing Split type room Air-Conditioner machine installed at KIT Annex Building, Kolkata-700073 in connection with exterior Civil renovation work under GCA Electrical Section, P.W.Dte." Vide e-tender no. WBPWD/ AE/ LBESD/ eNIQ-16 of 2026-27, Tender ID: 2026_WBPWD_5081804_1 Bid submission end date (online) for the job is 18.11.2026 upto 1.30 P.M. detail information/download/upload will be available from the website: http://etender.wb.nic.in, http://wbtenders.gov.in and http://pwdwb.in Sd/- Assistant Engineer,PWD Lalbazar Electrical Sub-Division.
ICA- T19438(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PWD TENDER NOTICE
The Assistant Engineer, PWD, Kolkata East Sub-Division-II invites e-Quotation vide e-Tender No. WBPWD/AE/KESD-II/NIeT-06/2026-2027 (Sl. No. 1, 2) vide Tender ID No. 2026_WBPWD_5082012_1, 2026_WBPWD_5082012_2. of 2026-2027. Bid Submission Start date (online) is 03.11.2026 from 12.00 noon. Bid Submission closing date (online) is 16. 11.2026 upto 2.30 PM. Corrigendum if any will be published in website only. Details of N.I.T and Tender documents may be down loaded from https://wbetenders.gov.in Sd/- Assistant Engineer, PWD, Kolkata East Sub-Division-II.
ICA- T19446(1)/2026

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001 RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email# dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে **কৃষ্ণানন্দ সিং** কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত।
RNI No. WBBEN/2006/17404, ফোন-০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল dailyekdin1@gmail.com **সম্পাদক- সন্তোষ কুমার সিং**

একদিন
চিত্রাঙ্গদা

আমি চিত্রাঙ্গদা,
আমি রাজেন্দ্রনন্দিনী...

নারীবাদী লেখিকা কবিতা সিংহ ও তাঁর সংগ্রামী জীবন

১৯৩১ সালের ১৬ই অক্টোবর জন্ম তাঁর কলকাতার ভবানীপুরে। ছেলেবেলা থেকেই কবিতা লেখার শুরু তাঁর। মাত্র পাঁচ বছর বয়সেই শুরু হয় তাঁর কবিতা লেখার হাতেখড়ি। আর এই ব্যাপারে তাঁর বাবা এবং মা উভয়েরই ছিল প্রচুর আগ্রহ ও এবং মূলতঃ তাঁদের অনুপ্রেরণাতেই সেইসময় কাগজ আর কলম নিয়ে তিনি বসেও পড়তেন নতুন কিছু লেখারই ইচ্ছে নিয়ে। শুধু কি তাই? তখন তিনি আবার বসতেন রঙ তুলির বাক্স নিয়েও। আঁকতেন সুন্দর সুন্দর অনেক ছবিও। কবিতা লেখা অথবা ছবি আঁকা, সব ক্ষেত্রেই কবিতা সিংহ বাবা মাকে একেবারে কাছে কাছেই পেতেন। কিন্তু সবচেয়ে আশ্চর্যের ব্যাপার হল, তিনি কখনই বাবা মায়ের নেশা অথবা পেশাকে নিজস্ব জীবনের চলার পথের সঙ্গী হিসেবে বিবেচনা করেননি।

ডাঃ শামসুল হক

যন্ত্রণাই যে সৃষ্টির মুখ্য মূলভূমি সেটা নিশ্চিতভাবেই উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন বিংশ শতাব্দীর প্রখ্যাত কবি তথা ঔপন্যাসিক কবিতা সিংহ। একটা সময় ছিল যখন নিদারুণ দুঃখ এবং কষ্টের মধ্যেই কাটছিল তাঁর দিনগুলি। তখন কেবলমাত্র বেঁচে থাকার তাগিদেই তাঁকে নেমে পড়তেও হয়েছিল জীবনপন সংগ্রামেই। নিজের শরীরের উপর ভরসা রেখেই তখন তিনি যেমন সংগ্রামের ই এক মূর্ত প্রতীক হয়ে উঠেছিলেন, ঠিক তেমনই কাগজ আর কলমের উপর অক্ষরের মালা গেঁথেই সৃষ্টি করেছিলেন নতুন নতুন অনেক কবিতা এবং গল্প উপন্যাসও। আর তাঁর তৈরি সেই বর্ণমালার মধ্যে অতি অজান্তেই যেন ফুটে উঠেছিল সফল এক নারীবাদী লেখিকার স্পষ্ট স্বীকারোক্তিও।

১৯৩১ সালের ১৬ই অক্টোবর জন্ম তাঁর কলকাতার ভবানীপুরে। ছেলেবেলা থেকেই কবিতা লেখার শুরু তাঁর। মাত্র পাঁচ বছর বয়সেই শুরু হয় তাঁর কবিতা লেখার হাতেখড়ি। আর এই ব্যাপারে তাঁর বাবা এবং মা উভয়েরই ছিল প্রচুর আগ্রহ ও এবং মূলতঃ তাঁদের অনুপ্রেরণাতেই সেইসময় কাগজ আর কলম নিয়ে তিনি বসেও পড়তেন নতুন কিছু লেখারই ইচ্ছে নিয়ে। শুধু কি তাই? তখন তিনি আবার বসতেন রঙ তুলির বাক্স নিয়েও। আঁকতেন সুন্দর সুন্দর অনেক ছবিও।

কবিতা লেখা অথবা ছবি আঁকা, সব ক্ষেত্রেই কবিতা সিংহ বাবা মাকে একেবারে কাছে কাছেই পেতেন। কিন্তু সবচেয়ে আশ্চর্যের ব্যাপার হল, তিনি কখনই বাবা মায়ের নেশা অথবা পেশাকে নিজস্ব জীবনের চলার পথের সঙ্গী হিসেবে বিবেচনা করেননি। সেই বয়সে অবশ্য তাঁর কিছু বোঝার ও নয়। কিন্তু তবুও কবিতা এবং শিল্প, তার বাইরে অন্য আর কোন বৃত্তের মাঝখানে পা মেলাবার ইচ্ছে তাঁর কখনই হয়নি।

তাঁর বাবা এবং মা দুজনেই জড়িত ছিলেন এমনই দুই নেশার সঙ্গে যা কেবলমাত্র অভিজাত পরিবারেই মানায়। তাঁর বাবা ছিলেন ভীষণ ভালো সেতার বাদক। আর মা ছিলেন পিয়ানোর ভক্ত। বলাই বাহুল্য, তাঁর বাবা মা যখন সেই দুই যন্ত্র নিয়ে নিরলস সাধনায় ব্যস্ত থাকতেন তখন তিনি সেটা দারুণভাবে উপভোগ ও করতেন। কিন্তু তার পরও কখনও সেটাকে নিজের পেশা হিসেবে বিবেচনাই করেননি। তবে বাবা মাকে তিনি যে গুরুত্ব দিতেন না সেটাও কিন্তু সঠিক নয়। তাঁর মায়ের ইচ্ছের মূল্য দিতেই তিনি নাচের প্রশিক্ষণ ও নিয়েছিলেন। তবে সেটাকে তিনি অবসরকালীন বিনোদনের একটা মাধ্যম হিসেবেই বিবেচনা করেছিলেন।

যাইহোক নিজস্ব ইচ্ছের উপর অগাধ বিশ্বাস রেখেই সামনের দিকে এগিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছিলেন তিনি। শুরু করেছিলেন পড়াশোনার কাজও। বাড়ির কাছাকাছি স্কুলেই শুরু হয়েছিল তাঁর সেই জীবন। প্রাথমিক থেকে শুরু করে মাধ্যমিক স্তরের সবটাই তাঁর

কাটে ভবানীপুরের নিকটবর্তী শিক্ষায়তনেই। তারপর ভর্তি হন আশুতোষ কলেজে। সেটাও তাঁর বাড়ির খুবই কাছাকাছি। অত এব পড়াশোনার সময় খুব একটা কষ্টকর পরিস্থিতির মুখোমুখিও হতে হয়নি।

পড়ার সময় মন দিয়েই তিনি পড়াশোনা করেছিলেন। সঙ্গে চালিয়েছিলেন লেখালেখির কাজও। ছাপার অক্ষরে তাঁর প্রথম কবিতা প্রকাশিত হয় ১৯৪৬ সালে। আর সেই কবিতাটি তিনি লিখেছিলেন ইংরেজিতে। সেইসময় মাত্র পনের বছরের একটা মেয়ের কলম থেকে অমন বলিষ্ঠ একটা কবিতা দেখে সকলে অবাক ও হয়েছিলেন। অনেকেই অভিনন্দন জানিয়েছিলেন তাঁকে। আর তাতেই নতুনভাবে উৎসাহীও হয়ে উঠেছিলেন তিনি।

তবে তারপর কবিতা সিংহ অন্য কোন ভাষায় আর কবিতা লেখায় আগ্রহ দেখাননি। তখন তিনি লেখালেখির কাজ করতেন কেবলমাত্র নিজের মাতৃভাষাতেই । লিখতে শুরু করেন কবিতা, উপন্যাস সব কিছুই । আর সেই কাজ করতে করতেই তাঁর সঙ্গে পরিচয় হয় সেইসময়ের বাংলা সাহিত্য জগতের অন্য এক প্রতিষ্ঠিত মানুষ বিমল রায়চৌধুরীর সঙ্গে। একসময় তাঁর সঙ্গেই বিবাহসূত্রে আবদ্ধও হন তিনি। তখন তাঁর বয়স ছিল মাত্র কুড়ি বছর।

কবিতা সিংহ নিজের ইচ্ছেতেই সেই বিয়ে করেছিলেন। তাঁর বাবা মা কিন্তু সেটা মেনে নিতে পারেননি। তাই কবিতাকে বেছে নিতে হয়েছিল অন্য পথ। পরিবারের সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক ও ছিন্ন করতে হয়েছিল তাঁকে। তাই পিতৃগৃহ ছেড়ে স্বামীর হাত ধরেই অন্য ঠিকানাও খুঁজে নিতে হয়েছিল তাঁকে। সেইসময় তাঁরা দুজনই ছিলেন বেকার। ফলে কেবলমাত্র বেঁচে থাকার জন্যই তখন কঠিন জীবনযুদ্ধের ই সঙ্গী হয়েছিলেন তিনি। চাকরির জন্য হন্যে হয়ে ঘুরেও বেড়িয়েছিলেন। আর তাঁদের সেই চরম দুর্দিনে মান বাঁচিয়েছিল অমৃত বাজার পত্রিকা। সেখানেই কাজ পেয়েছিলেন কবিতা সিংহ।

শুরু হয়েছিল নতুন জীবন। সাংবাদিকতার চাকরি। সঙ্গে চুটিয়ে টিউশনি। মোটামুটিভাবে চলে যাচ্ছিল তাঁদের দিনগুলো। তবে সেইভাবে অর্থাৎ টালমাটাল অবস্থার মধ্যেই কেটেছিল তাঁদের অনেকগুলো দিন। আর ঠিক সেই সময়ই তিনিও হয়ে উঠেছিলেন সংগ্ ামের মূর্ত এক প্রতীকও। লিখতেও শুরু করেছিলেন সেই ধরনেরই লেখা। কবিতা, গল্প, উপন্যাস সবকিছুর মধ্যেই পাওয়া গিয়েছিল সেই একই চিত্র। সবের মধ্যেই প্রস্ফুটিত হয়েছিল আপোষহীন সংগ্রামেরই প্রতিচ্ছবি। তারই মধ্যে আবার স্বামী এবং অন্যান্য সব সাহিত্য সাথীদের নিয়ে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেছিলেন কবিতা আন্দোলনেও। আর সেটা দেখে তাঁর বন্ধুবান্ধব বা পরিচিত জনেরা তাঁকে ডাকতেও শুরু করেছিলেন ভার্জিনিয়া উলফ নামেও। সেইসময় লেখালেখির জন্য তিনি পিতৃদত্ত নাম তো ব্যবহার করতেনই। প্রয়োজনে আবার লিখতেন ছদ্মনামেও। তাঁর সেই নাম আবার ছিল সুলতানা চৌধুরী। তখন চুটিয়ে সাহিত্য চর্চাও করতেন তিনি। আর লিখতে লিখতেই একসময় আকাশবাণী ভবনের চৌকাঠেও পা পড়ে তাঁর। তারপর সেই কেন্দ্রের বাংলা কথিকা বিভাগের সহকারী প্রযোজিকা হিসেবে নিযুক্ত ও হন তিনি।

লেখিকা কবিতা সিংহের গ্রন্থের সংখ্যা চল্লিশ। ১৯৫৬ সালে প্রকাশিত হয় তাঁর প্রথম বই চারজন রাগী যুবতী। তারপর একে একে তিনি লেখেন সোনা রূপার কাঠি, একটি খারাপ মেয়ের গল্প, নায়িকা প্রতিনায়িকা, পাপপূণ্য পেরিয়ে, কবিতা পরমেশ্বরী, পৌরুষ, মোমের তাজমহল ইত্যাদি। পেয়েছেন লীলা পুরস্কার , মতিলাল পুরস্কার সহ আরও অনেক সম্মাননাও। ১৯৯৮ সালের ১৫ই অক্টোবর ৬৭ বছর বয়সে প্রবাসে থাকা অবস্থায় মারা যান তিনি। সেইসময় তিনি ছিলেন বোস্টনে।

বিংশ শতকের উল্লেখযোগ্য সাহিত্যিক

মৈত্রেয়ী দেবী

শুভেন্দু চট্টোপাধ্যায়

১৯১৪ খ্রিস্টাব্দে ১লা সেপ্টেম্বর মৈত্রেয়ী দেবী জন্মগ্রহণ করেন। তার বাবার কর্মস্থল ছিল তৎকালীন ব্রিটিশ ভারতের বেঙ্গল প্রেসিডেন্সির (বর্তমান বাংলাদেশের অন্তর্গত) চট্টগ্রামে। তাঁর বাবার নাম ছিল সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত ও মাতার নাম ছিল সুরমা দেবী তাঁর মাতা ছিলেন প্রথম মহিলা ডক্টরেট। তাঁর পিতা ছিলেন একজন আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন দার্শনিক ও প্রাবন্ধিক। তার শৈশব কাটে বাবার বাড়ি বরিশাল জেলার আগৈলঝাড়ার গৈলা গ্রামে। মৈত্রেয়ী দেবী ১৯৩৬ সালের কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় অন্তর্গত যোগমায়া দেবী কলেজ থেকে দর্শনের স্নাতক ডিগ্রি অর্জন করেন।

মৈত্রেয়ী দেবী ছোটবেলা থেকেই রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কবিতা আবৃত্তি করতেন। চার বছর বয়সেই তাঁর রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কাব্যগ্রন্থ 'কথা ও কাহিনীর' কবিতাগুলি মুখস্থ ছিল। ১৯২৩ সালে তিনি কলকাতায় চলে আসেন। ১৯২৬ সাল থেকে তিনি কবিতা লিখতে শুরু করেন। এই সময় তাঁর সাথে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সাক্ষাৎ হয়। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর লেখা কবিতাগুলি যত্ন সহকারে দেখেন। মৈত্রেয়ী দেবীর নিজের ভাষায় 'সেই সময় গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বিদেশ থেকে প্রত্যাবর্তন করলে আমার সেই অপটু শিশু মনের রচিত নিতান্ত কাঁচা লেখাগুলি নিয়ে আমাকে তাঁর সামনে উপস্থিত করা হয়। সেই আমার জীবনের সবচেয়ে আশ্চর্য ঘটনা। আমার সেই কবিতা পড়ে তিনি আমার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আশান্বিত হয়েছিলেন, কি আমার অভিভাবকদের অতি উৎসাহ দেখে আশান্বিত হয়েছিলেন তা এখন বলতে পারব না, শুধু এইটুকু মনে আছে যে সেদিন আমার মন এক নতুন জগতে প্রবেশ করল। জোড়াসাঁকোর বাড়ির পাথরের ঘরে বসে একটি পর একটি সেই নিতান্ত কাঁচালেখা গুলি কবিকে শোনাতে লাগলুম। বয়স নিতান্ত কম ছিল বলেই সম্ভব হোল, আরেকটু অভিজ্ঞতা ও আত্ম সচেতনতা হলে সম্ভব হতো না-লজ্জায় এসে বাধা দিত'। মৈত্রেয়ী দেবী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে যে কয়েকটি কবিতা দেখিয়েছিলেন তার মধ্যে একটি ছিল কবি গুরুর উদ্দেশ্যে লেখা। সেখানে কবি গুরু কে 'কবিবর'বলে একটি সম্ভাষণ করে একটি শব্দ ছিল, তাতে ছন্দ বাধাগ্রস্ত ছিল। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সেটি দেখে বললেন-'দেখ ছন্দটা তো বাঁচাতে হবে তা বর না হয় নাই হলুম। তুমি শুধু কবি বল-তাতেই আমি সন্তুষ্ট থাকতে চেষ্টা করবক্ষ্ণ। তারপর মৈত্রেয়ী দেবী কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সান্নিধ্যে আসার জন্য শান্তিনিকেতনে যান সেখানে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মৈত্রেয়ী দেবীকে ছন্দের মাত্রা ও কবিতা লেখার বিভিন্ন নিয়ম গুলি ভালো করে শিখিয়ে দেন। মৈত্রেয়ী দেবী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মালিনির ভূমিকায় অভিনয় করার ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁকে বলেছিলেন 'তুমি ওই ভূমিকার উপযুক্ত হবে মালিনির মত তোমার মনের একটা আকাশ আছে'। সেই সময়কার মৈত্রেয়ী দেবীর একটি কবিতা হল — ঘন বর্ষা চুমি জলে সিক্ত ভূমি/হৃত চন্দ তারা/সুখস্পর্শ সম বহে চোখে মম/নব অশ্রু ধারা/দিন রাত্রি কত কাটে স্বপ্ন মত/রোহিত আত্মভোলা/নভো বক্ষ পাশে একি দীপ্তি আসে/দেয় চিত্তে দোলা/ঘন রাত্রি টুটে কি যে মূর্তি ফুটে/ছিঁড়ি অন্ধকারে/

১৯২৯ সালে মৈত্রেয়ী দেবীর প্রথম কবিতার বই প্রকাশিত হয় যার নাম হল 'উদিতা'। যেটার ভূমিকা রচনা করেন কবিগুরুর রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। কাব্যগ্রন্থটি সাহিত্য মহলে খুবই স্মরণীয় হয়। ১৯৩০ সালে যখন মৈত্রেয়ী দেবী প্রবেশিকা পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হন। তখন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের অনেক কবিতা তিনি মুখস্ত আবৃত্তি করতে পারতেন। তাঁর নিজের ভাষায় 'স্কুলে আমি মনোযোগী ছিলাম না, এই সময়ে রবীন্দ্রনাথের অধিকাংশ কবিতাই আমার স্মরণ ছিল।'

মৈত্রেয়ী দেবীর প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'উদিতা' তে ভূমিকা লিখেছিলেন কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ভুমিকা লিখতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর যেটা লিখেছিলেন তাহলে 'কল্যাণীয়া মৈত্রেয়ীর বয়স বেশি নয়। কিন্তু তার লেখা কবিতা প্রথম যখন আমার গোচরে আসে, তখন তার বয়স, ছন্দের পথে লেখনি চালনার পক্ষে অল্প ছিল। পরে মনে হল বয়সের চেয়ে লেখা অনেকটা এগিয়ে চলেছে। স্বাভাবিক শক্তির আভাস পাওয়া গেল। কবিতাগুলি বয়সের হিসাবে নিপুণ তবু সাহিত্যের নিত্য আদর্শের পক্ষে কিছু কাঁচা ছিল (তখন মৈত্রেয়ী দেবীর বয়স ছিল মাত্র ১২ বছর) আমার মতে সেটা দোষের নয় কাঁচা থাকাটাই স্বাস্থ্যের লক্ষণ। যতদিন বাড় বার বাড় থাকে ততদিন হাড় থাকে নরম। সেটা কঠিন হলে বাড় বন্ধ হয়ে যায়। তেমনি লেখবার শক্তি থাকলেও অল্প বয়সের লেখার মধ্যে ভাবী বিকাশের যথেষ্ট অপেক্ষা থাকা আশ্বাসের বিষয়। আমাকে তার খাতা দেখতে দেওয়া হয়েছিল। আমি খুব বেশি মাস্টারী করিনি। মাঝে মাঝে ছন্দে মিলে শৈথিল্য ছিল, সেইগুলি নিয়ে বালিকাকে কিছু উপদেশ দিয়েছিলুম। তখনই লক্ষ্য করেছিলুম মৈত্রেয়ীর মনের মধ্যে প্রকাশ যোগ্য ভাবগুলি মুকুলিত হয়ে উঠবে। সেটা বিস্ময়ের বিষয়।' তাঁর দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ হল 'চিত্ত ছায়া'। সেটি প্রকাশিত হয় ১৯৩৪ সালের ১৯শে জুন মনমোহন সেন এর সাথে মৈত্রেয়ী দেবীর বিবাহের দু'বছর পর। তার স্বামী ডঃ মনমোহন সিং ছিলেন একজন বিশিষ্ট বিজ্ঞানী তিনি মংপুতে সিঙ্কোনা ফ্যাক্টরির ম্যানেজার ছিলেন ও ম্যালেরিয়া প্রতিরোধী ভেষজ সিঙ্কোনা চাষ নিয়ে তিনি গবেষণা করেন। মৈত্রেয়ী দেবী মংপুতে থাকাকালীন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর আমন্ত্রণে মংপুতে ১৯৩৮ থেকে ১৯৪০ সাল মধ্যে চারবার মৈত্রেয়ী দেবীর বাড়িতে গিয়েছিলেন। এবং রবীন্দ্রনাথের মংপুতে থাকার সময় একটা স্মৃতি, তাঁর সাথে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের আলাপচারিতা নিয়ে মৈত্রেয়ী দেবী একটি স্মৃতি কথা রচনা করেন যেটির নাম 'মংপুতে রবীন্দ্রনাথ'। এই স্মৃতিকথাটি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জীবনের একটি বিশেষ অংশ এবং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মানবিক দিক নিয়ে রচিত। রবীন্দ্র বিষয়ক তাঁর লেখা অন্যান্য গ্রন্থ গুলি হল টেগর বাই ফায়ারসাইড, স্বর্গের কাছাকাছি, কবি সার্বভৌম, বিশ্ব সভায় রবীন্দ্রনাথ। মংপুতে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর যখন ছিলেন তখন তিনি অতি সুন্দর ছোট্ট একটি কবিতা মৈত্রেয়ী দেবীকে উপহার দিয়েছিলেন। সেটি হল--সূর্য যখন আলোর তিলক/দিলেন তোমার ভালে/অজানা উষার কালে/কিন্তু তোমারে ভিক্ষার মত/দেয় নাই তিনি ফুল/তোমার আপন হৃদয়তে ছিল/মাধুরী লতার মূল/অরুণ কিরণে ঝরিল করুণা/বিকশিল মঞ্জুরি/দেবতা আপনি বিস্মিত হল/আপন মন্ত্র স্মরি। মৈত্রেয়ী দেবীর অন্যতম একটি বিখ্যাত কবিতা হলো অন্তর--এত যে মধুর রসে ভরে গন্ধে গানে/তবু কি যে বয়ে যায় এর কোন খানে/নিজেরে আড়াল করি লুকাইয়া রাখি/কি যেন গোপন থাকে কিছু থাকে বাকি/এত যে মাধুর্য আছে এত গন্ধ গান/এত যে বিছান আছে মোহময় প্রাণ/এত যে রূপের খেলা হয়ে রূপময়/। তাঁর সর্বজন শ্রদ্ধেয় আরেকটি উল্লেখযোগ্য কবিতা হলো 'জন্ম লীলা' — আজি এই বসন্তের প্রথম সকালে/আকাশ রঙিন হলো নীলে আর লালে/আনন্দ সিন্দুরে/সুন্দর করিয়া দিল শিশির বিন্দুরে/শুষ্ক পত্র ঝড়ে গেল আম্রবন তলে/বিকশিত কিশালয় সুগন্ধ উছলে/যে বীচিটি পড়েছিল প্রাঙ্গণের কোণে/সে আজিকে হায়/কখন উঠিল কাঁপি পুষ্পিত লতায়/।

মৈত্রেয়ী দেবীর সবথেকে জনপ্রিয় আত্মজীবনীমূলক উপন্যাস হলো 'ন হন্যতে'। পাঠক মহলে এই উপন্যাসটি লেখার জন্য খাতির চরম শিখরে তিনি আরোহন করেন। ন হন্যতে মানে যাকে বিনাশ করা যায় না। এটার ইংরেজি অনুবাদও বেরিয়েছিল 'It does not die A romance'। এই গ্রন্থটি লেখার জন্য তিনি ১৯৭৬ সালে সাহিত্য একাডেমী পুরস্কার লাভ করেন। এটি একটি কালজয়ী উপন্যাস। মির্চা এলিয়াদ নামক এক বিদেশির সাথে তাঁর ব্যর্থ প্রেমের কাহিনীটি এই উপন্যাসের প্রধান বিষয়বস্তু। দিল্লি থেকে ১৯৬৪ সালে নিখিল চক্রবর্তী কর্তৃক সম্পাদিত সাপ্তাহিক পত্রিকা 'main stream weekly' তে মৈত্রেয়ী দেবী তার বিখ্যাত একটি প্রবন্ধ 'writers run riot' নামে একটি নিবন্ধ লেখেন, লেখাটি খুবই উচ্চশিত প্রশংসা অর্জন করে পাঠক মহলে। তাঁর অনেকগুলি লেখার প্রবন্ধের সম্ভার নিয়ে মনীষা প্রকাশনী একটি প্রবন্ধের বই প্রকাশ করে যার নাম দেওয়া হয় '১৯৬৪ সাল'।

এছাড়া তিনি সোভিয়েত ইউনিয়ন, ইউরোপে অনেক দেশ, আমেরিকা ভ্রমণ করেন ও রবীন্দ্রনাথের উপর এই সমস্ত স্থানে বহু ভাষণ প্রদান করেন। তার ভ্রমণমূলক গ্রন্থ গুলি হল — অচেনা চীন, মহা সোভিয়েত, চীনে ও জাপানে। সোভিয়েত ইউনিয়ন মৈত্রেয়ী দেবীকে রবীন্দ্র শতবার্ষিকী পদকে ভূষিত করে। তিনি ১৯৭৭ সালে পদ্মশ্রী সম্মানেও সম্মানিত হন। ১৯৩২ সালে মৈত্রেয়ী দেবী অতুলপ্রসাদ সেনের কথায় ও সুরে 'মধু কালে এলো হোলি' গানটি এইচএমভি থেকে রেকর্ড করেন। ১৯৬৪ সালে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা চলাকালীন তিনি 'কাউন্সিল ফর প্রমোশন অফ কমিউনাল হারমনি' নামক একটি সংস্থা স্থাপন করেন। এছাড়া ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন বাংলাদেশের সমর্থনে ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে তিনি বক্তৃতা দিয়েছিলেন। এই সময় তিনি কলকাতার সন্নিকটে বাদু নামক স্থানে নয় বিঘা জমি জুড়ে পশু পাখি পালনের পাশাপাশি শরণার্থী শিবিরের আয়োজন করেন যেখানে অনাথ শিশুদের জন্য 'খেলাঘর' নামে একটি সংস্থা প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি অনেকগুলি গল্প গ্রন্থ প্রকাশ করেছিলেন সেগুলি হল বিধি ও বিধাতা, এত রক্ত কেন, ঋকবেদের দেবতা ও মানুষ, হিরন্ময় পাখি, আদিত্য মারীচ। ১৯৯০ সালের ৪ঠা ফেব্রুয়ারি কলকাতায় তিনি পরলোক গমন করেন।

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সময় মৈত্রেয়ী দেবী বাংলাদেশের পক্ষে তার মত প্রদানের জন্য বাংলাদেশ সরকারের পক্ষ থেকে ২০১২ সালে তাকে মরণোত্তর 'বাংলাদেশ মুক্তি যুদ্ধ মৈত্রী সম্মাননা' প্রদান করা হয়।